একাত্তরের ডায়েরী

সুফিয়া কামাল

একাত্তরের ডায়েরী

সুফিয়া কামাল

উৎসর্গ

একাত্তরের শহীদদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা নয়, রক্তে লেখা শোক

একাত্তরের ডায়েরীর সব ক'টা পাতা ভরে তুলতে পারি নি, অনেক কথাই রয়ে গেছে অব্যক্ত। ডায়েরীটা পেয়েছিলাম ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে। ভেবেছিলাম ৭১- এই শুরু করবো ।

এর মধ্যে ঘটে গেল ৭০-এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস। যেতে হলো দক্ষিণ বঙ্গে রিলিফের কাজে। ডায়েরীটা হাতে নিয়ে গেলাম। নিঃস্ব মানুষের শোকে দুঃখে শরিক হয়ে ঢাকায় ফিরে কিছুদিন পরই মানুষের সংগ্রামের মিছিলে অংশ নিলাম। ২৫ মার্চ শুরু হলো পাক সামরিক বাহিনীর মরণযজ্ঞ। অনেক কিছুই দেখলাম শুনলাম বাসায় বসে বসে। সব কথা লেখা সম্ভব হয়ে উঠে নি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখা হয় নি যা বলা প্রয়োজন। তাই এ মুখবন্ধ ।

মুক্তিযুদ্ধে এদেশের কোটি কোটি কিশোর যুবা, তরুণ-তরুণী যোগ দিয়েছিল। শহীদ হয়েছে ত্রিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্ভ্রম হারিয়েছে তিন লক্ষ নারী । তাদের উদ্দেশ্যেই আমার ডায়েরীটি উৎসর্গ করলাম। ওদের অনেকেই আমার চেনা জানা ছিল। ওদের জন্য আমি বড়ই উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা। ওরা ফেরে নি ।

মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস আমি বারান্দায় বসে বসে দেখেছি পাকিস্তানী মিলিটারীর পদচারণা। আমার পাশের বাসায় ছিল পাকিস্তানী মিলিটারীর ঘাঁটি। ওখানে দূরবীন চোখে পাকবাহিনীর লোক বসে থাকতো। রাস্তার মোড়ে, উল্টো দিকের বাসায় সবখানে ওদের পাহারা ছিল। নিয়াজী শেষ সময়ে আত্মরক্ষা করতে ঐ বাসায় লুকিয়েছিল।

কাঁথা সেলাই করেছি নয় মাসে নয়টি। প্রত্যেকটি ফোঁড় আমার রক্তাক্ত বুকের রক্তে গড়া। বড় কষ্ট ছিল। কষ্ট এখনো আছে। স্বাধীন বাংলা গড়ার জন্য যারা ছিল অমূল্য সম্পদ—সেই মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, শহীদুল্লা কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, ডা. আলিম চৌধুরী ও ডা. মোর্তুজা এরকম আরো সোনার ছেলেরা মেয়েরা রাজাকার আলবদরের হাতে শহীদ হয়েছে। এদের কথা আমি কি করে ভুলি!

মুনীরের কথা ভুলতে পারি না। প্রত্যেক সভা শেষে মুনীর আমার কাছে এসে দাঁড়ায় : 'চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, কণ্ঠ আর শুনি না।' ডিসেম্বরের

১০/১২ তারিখ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ফোন করেছিলেন, আমি বাড়ি থেকে সরে কোথাও যাব কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'শুনেছি অনেককে মেরে ফেলার লিস্ট হয়েছে, তার মধ্যে আপনার আমারও নাম আছে, কি করবেন? কোথাও সরে যাবেন?— বলতে বলতেই ফোনের লাইন কেটে দেয়া হলো। আর কথা হয় নি। জালেমের দল তাকে মেরে ফেলেছে। আমি কোথাও যাই নি। কিন্তু প্রায়ই উর্দুতে হুমকি পেয়েছি ওরা আসবে বাসায়। আমিও বলেছি মোকাবেলা করবো, আস।

আমার বাসার পেছনে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্যালয় ছিল। একাত্তরের দুঃসময়ে ওরা অনেক সহযোগিতা করেছে।

আমার বাসায় ৭ নভেম্বরে সোভিয়েত কন্সাল মি. নভিকভ এসেছিলেন । শহীদুল্লা কায়সার এসেছিল। চায়ের টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল। শহীদুল্লাকে ওরা বললো ঢাকায় থাকা নিরাপদ নয়, সীমান্ত পেরিয়ে যাও ।

শহীদুল্লা হেসে উড়িয়ে দিল বললো, খালাম্মা কোথাও যাচ্ছেন? আমি বললাম, না আমাকে কিছু করবে না । তুমি যাও। বললো, তা হয় না । খালাম্মা থেকে গেলেন, আমিও যাব না। ৭ ডিসেম্বরের পরেও খবর দেয়া হয়েছিল সোভিয়েত বন্ধুদের কাছে গিয়ে থাকতে, গেল না। ১৪ ডিসেম্বর রাজাকার আলবদরের দল ওকে মেরে ফেলল ।

ভুলবো কি করে গিয়াসউদ্দিনের কথা?

মাথায় গামছা বেঁধে লুঙ্গি পরে গিয়াস প্রায়ই রাতে চুপিসারে পিছন পথ দিয়ে দেয়াল টপকে আসতো রিক্সাওয়ালা সেজে। চাল নিয়ে যেত বস্তায় করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য । প্রতিবেশী অনেকেই ঢাকা ছেড়ে যাবার আগে আমার কাছে রেশন কার্ড রেখে গিয়েছিলেন। সেই কার্ডে আমি চাল চিনি উঠিয়ে রাখতাম। সেগুলো গিয়াস নিয়ে যেত। গিয়াসের উপর পাকসেনা রাজাকারদের চোখ ছিল অতন্ত্র। ১৪ ডিসেম্বর ওকেও রাজাকাররা হত্যা করেছে।

একাত্তরের মাঝামাঝি সময়ে যখন মেয়েদের ওপর পাকসেনাদের নজর পড়লো, ঘটনা ঘটতে থাকলো মেয়েদের বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, তখন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বেবী মওদুদ, আইনজীবী মেহেরুন্নেসা খাতুন, নাহাস আরো অনেকে মিলে এর প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করেছিল, এরা সবাই মিলে মেয়েদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতো। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাপড়,

খাবার এসবের যোগান দিত। ওদের সভায় আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল। ওদের আমাদের কারো তেমন কিছু করার ক্ষমতাই ছিল না মেয়েদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার । আমার ডায়েরীতে সংক্ষেপে তখনকার অবস্থা কিছু কিছু লিখে রেখেছিলাম । স্নেহাস্পদ কন্যাসম মালেকা বেগম একাত্তরের ডায়েরী প্রকাশে আগ্রহী হওয়ায় ওর হাতে ডায়েরী তুলে দিয়েছি। কালের স্বাক্ষর হিসেবে আমার ডায়েরীটি সামান্যতম অবদান রাখতে পারলে ধন্য হব।

সুফিয়া কামাল

১৮.২.৮৯

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের সমাজ প্রগতি আন্দোলনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব কবি সুফিয়া কামালের ‘একালে আমাদের কাল’ বইটি সাদরে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা গণ-সাহিত্যে প্রায় দশ বছর আগে (১৩৮৫ সালে) সুফিয়া কামাল রচিত ‘স্মৃতি : আমার কথা’ (অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হয়েছিল। সে লেখার সাথে তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত আরো কিছু অপ্রকাশিত লেখা যোগ করে প্রকাশিত হলো ‘একালে আমাদের কাল’ । তাঁর আত্মজীবনীর জন্য পাঠকের তৃষ্ণা এই বই দিয়ে মিটবে না । কেননা এটি আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা কোনোটিই নয়। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীর সূচনা হিসেবে ‘একালে আমাদের কাল’ পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে বলে আশা করি ।

কবি সুফিয়া কামালের ৭৭তম জন্মবর্ষপূর্তি (১০ আষাঢ়, ২০ জুন) উপলক্ষে এই বইটি প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশনা জগতে জ্ঞান প্রকাশনীর যাত্রা শুরু করতে পেরে আমরা ধন্য।

গ্রন্থের পিছন-মলাটে লেখক পরিচিত হিসেবে নিচের রচনাটি মুদ্রিত হয়েছিল:

জন্ম ১৯১১ সালের ২০ জুন, বাংলা ১০ আষাঢ় ১৩১৭, মাতামহ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ি বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদে। পরিবারে চলতি নাম ছিল হাসনা বানু। নানা নাম রেখেছিলেন সুফিয়া খাতুন। দেশে বিদেশে পরিচিতি লাভ করছেন সুফিয়া কামাল নামে । মাত্র সাত মাস বয়সে বাবা সৈয়দ আবদুল বারী সাধকদের অনুসরণ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান । শিশু মনের এই ব্যথা আজও তাকে দুঃস্থ মানবতার সংস্পর্শে যেতে প্রেরণা দেয়। বাল্যশিক্ষা পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর নিজ চেষ্টায়, মায়ের উৎসাহে, স্বামীর সহযোগিতায় পড়েছেন লিখেছেন, কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন ।

নারী আন্দোলন ও সমাজসেবায় হাতেখড়ি ১৪ বছর বয়সে বরিশালে । রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাক্ষাৎ অনুসারী সুফিয়া কামালের কণ্ঠ মানব নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। শোষণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে তাঁর পদযাত্রা আজও রাজপথ প্রকম্পিত করে, অনুপ্রাণিত করে জনগণকে । শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা তারুণ্যের অমিত সাহস ও প্রতিজ্ঞায় ভাস্বর।

দেশবিদেশের অনেক পদক, পুরস্কার, ফেলোশিপ, সংবর্ধনা তাঁকে সম্মানিত করেছে। দেশবাসীর ডাকে তিনি এখনো সক্রিয় ভূমিকা পালনে তৎপর।

প্রথম গল্প : 'সৈনিক বধূ' প্রকাশ ১৪ বছর বয়সে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'সাঁঝের মায়া'। প্রথম গল্পগ্রন্থ : 'কেয়ার কাঁটা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৬ সালে। তাঁর সর্বমোট বইয়ের সংখ্যা ১৪টি।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

একাত্তরের ডায়েরী প্রথম সংস্করণ খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেলে আবারও তা প্রকাশের জন্য প্রচুর তাগাদা আসে। শেষ পর্যন্ত জাগৃতি প্রকাশনীই স্বেচ্ছায় প্রকাশের দায়িত্ব নিল দ্বিতীয় সংস্করণের। আমার একমাত্র প্রত্যাশা আজকের প্রজন্ম জানুক সেদিনগুলো কেমন সংগ্রামমুখর ছিল। সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ।

সুফিয়া কামাল

৩১.১.১৫

ভূমিকা

কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন মনন ও সৃজনশীলতায় অগ্রগামী নারী। যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নিজের সহজাত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে সেই সময়কে অতিক্রম করেছিলেন এগিয়ে থাকা মানুষের শাণিত বোধে। যে বয়সে মানুষের বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় সে বয়সে তাঁর সময়কে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মানব কল্যাণের প্রয়োজনে ।

তাঁর রচিত 'একাত্তরের ডায়েরী' গ্রন্থ এই বিবেচনার সবটুকু প্রেরণা থেকে রচিত। ডায়েরির শুরু হয়ে ডিসেম্বর ৩০, ১৯৭০ তারিখে। শেষ হয়েছে ডিসেম্বর ৩১, শুক্রবার। পুরো এক বছর সময়। তবে প্রতিদিনের দিনলিপি নয়। মাঝে মাঝে কিছু কিছু তারিখ বাদ দিয়ে লিখেছেন।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল। দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের হাতে রিলিফ সামগ্রী তুলে দিতে তিনি গিয়েছিলেন পটুয়াখালির ধানখালি চর এলাকায়। রিলিফ দিয়ে ঢাকায় ফিরলেন ৮ জানুয়ারি ।

সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের পরে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান বাঙালি নেতার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত ১ মার্চ ১৯৭১ সালে গণপরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। ১ মার্চ, সোমবার রাত দশটায় কবি লিখছেন, 'বিক্ষুব্ধ বাংলা'। ভুট্টো সাহেব পরিষদে যোগ দিবেন না সিদ্ধান্তে পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি রইল। ১২টায় এ খবর প্রচারিত হওয়ায়, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যলয় বন্ধ হয়ে গেল ।'

এভাবে বিভিন্ন তারিখে তিনি দেশের পরিস্থিতির কথা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের দলিল হিসেবে এই ডায়েরির তথ্য গবেষণার উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

ডায়েরির একটি বিশেষ দিক এই যে কোনো কোনো তারিখে তিনি শুধু একটি কবিতা লিখেছেন। একজন কবি এভাবেই নিজের প্রকাশ ঘটান। এপ্রিল ১,

বৃহস্পতিবার ॥ রাত আটটায় তিনি লেখাটি শেষ করেছেন এভাবে : 'কারফিউ চলছে। প্লেনের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কাল থেকে নাকি ব্যাঙ্ক সব খোলা হবে। আট আনায় তিনটি পান কিনলাম। বাংলার ইতিহাস কে রচনা করবে?' শেষের বাক্যটি অন্য বাক্যগুলোর চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু কোনোভাবেই এটি কোনো আকস্মিক বাক্য নয় ।

কারণ ২৫শের রাতে গণহত্যার পরে শুরু হয়ে গেছে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হবে বাঙালির নতুন ইতিহাস। তিনি আহ্বান করছেন ইতিহাস রচয়িতাকে। এখানেই চিহ্নিত হয় তাঁর অগ্রগামী চিন্তার স্বরূপ । ডিসেম্বর ১৬, বৃহস্পতিবার লিখছেন, 'আজ ১২টায় বাংলাদেশ যুদ্ধ বিরতির পর মুক্তিফৌজ ঢাকার পথে পথে এসে আবার সোচ্চার হল 'জয় বাংলা' উচ্চারণে । আল্লাহর কাছে শোকর।'

ডিসেম্বর ২৯ তারিখে একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি শুরু হয়েছে নিজের মেয়ের কথা দিয়ে। লিখেছেন :

'আমার 'দুলু'র মুখ দেখি আজ বাংলার ঘরে ঘরে শ্বেত বাস আর শূন্য দু'হাত নয়নে অশ্রু ঝরে'... শেষ হয়েছে এ দু'টি লাইন দিয়ে :

'সুন্দর কর মহামহীয়ান কর এ বাংলাদেশ

এই মুছিলাম অশ্রুর ধারা দুঃখের কেউ শেষ । '

কবিতাটি বেশ বড়। কষ্ট থেকে আশায় ফিরে এসেছেন তিনি।

ডায়েরী শেষ হয়েছে ডিসেম্বর ৩১, শুক্রবার। শেষ বাক্যটি লিখেছেন, '১৯৭১ আজ শেষ হয়ে গেল । জানিনা, আগামী কালের দিন কিভাবে শুরু হবে।' তিনি বিশাল প্রত্যাশায় তাকান নি আগামী দিনের দিকে। বরং খানিকটুকু দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। স্বাধীনতার ঊনচল্লিশ বছরে তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশে অনেক অপূর্ণতা এখনো রয়ে গেছে।

তারিখ

১০ জানুয়ারি, ২০১১

সেলিনা হোসেন

ডিসেম্বর, ১৯৭০

একাত্তরের

ডায়েরী

৩০ ডিসেম্বর

বুধবার ১৯৭০

ভি. এম. জলকপোত। রাত ১১টা

সারা দিনের প্রতীক্ষার পর রাত ৮টায় রিলিফ কমিশনারের কাছে থেকে চিঠি নিয়ে ভি. এম. জলকপোত-এ এলাম । ৪৫ জন আমরা মহিলা রিলিফ কমিটির কাজে চলছি ধানখালি চরে ।

মহিলা রিলিফ কমিটির সঙ্গীরা : সুলতানা জামান, মিসেস মজিদ (জ্যোৎস্না), মিসেস আজীজ (ঝুনুর মা), হোসনে আরা চৌধুরী, মিসেস আমীন (বেবী), আয়েশা জাফর, ফাতেমা খানম, মালেকা বেগম, হুরমতুন্নেসা ওদুদ, লুবনা, শিরিন, নুসরাত, সাঈদা জাফর, আরিফা সালাউদ্দীন, রুমী ইমাম, তকী নসরুল্লাহ, মোস্তফা আজীজ, চিঙ্কু আমীন, গুল্লু, সফু ।

গত ১০ তারিখে ধানখালিতে সামান্য সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। ওরা বলেছে, সুফিয়া কামাল এসেছে না; মা ফাতেমা এসেছে। একবার আমাদের এখানে থামতে হবে। থামা হয়নি। বলেছিলাম আবার আসব। কিন্তু চর বিশ্বাস ও চর সাগস্তিতে আমাদের রিলিফদ্রব্য শেষ হওয়াতে আর ধানখালি যেতে পারিনি। ওরা বলেছিল— না এলে রোজ হাশর পর্যন্ত দাবী রাখব। আল্লাহ সে দাবী থেকে মুক্তি দেবার জন্যই এবার রিলিফ কমিশনারের মুখ থেকেই ধানখালি যাবার কথা বের হল ।

১১টায় ‘জলকপোত’ ঢাকা ছাড়ল । আল্লাহ ভরসা। কবে পৌঁছাব দেখা যাক। বাড়ীতে ওয়ারলেস-এ ঢাকা ত্যাগের খবর দিলাম ।

৩১ ডিসেম্বর

বৃহস্পতিবার ১৯৭০

রাত ১১টা

বেলা ১২টায় এলাম বরিশাল–৪ ঘণ্টা খামখা বরিশালে কাটল কয়লার জন্য । সন্ধ্যা ৭টায় পটুয়াখালী । রিলিফ অফিসার ও আজাদ সাহেব দেখা করে দুই ঘণ্টা কাটিয়ে গেলেন । লঞ্চ ছাড়ল ।

জানুয়ারি, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

১ জানুয়ারী

শুক্রবার ১৯৭১

ভি. এম. জলকপোত। রাত ১২টা

১৯৭১ সনের একটি দিন গত হয়ে গেল। ঘর সংসার স্বামী-সন্তান থেকে দূরে আজ সকালে গলাচিপা থেকে বেলা ৩টায় ধানখালি এলাম। এবারে এ রিলিফের ব্যাপারে এত যে গণ্ডগোল হচ্ছে। আজও চাল পাওয়া যায়নি। সুলতানারা এতক্ষণে ধানখালি রিলিফ অফিস হতে ফিরল। ২টায় স্পীড বোট অচল। ক্যাম্প করে কিছু মাল নামিয়ে কতক ছেলেরা সেখানে থাকল । কাল থেকে রিলিফ শুরু হবে। বারো হাজার লোক । ৯টা ইউনিয়ন । গলাচিপা থেকে রেডক্রস কম্বল, কাপড়, খাবার জিনিস, দুধ, চকলেট, শাড়ী বাচ্চাদের কাপড় প্রচুর দিল। খুব শীত পড়েছে। বাড়ীতে সবাই ঘুম ।

২ জানুয়ারী

শনিবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজ সারা দিন দু'হাজার মানুষকে রিলিফ দিয়ে রাত ১০টায় শেষ হল। ধন্য মেয়ে এই সুলতানা জামান । ওই পারছে, কী যে মানুষ আমাদের দেশের । দারিদ্র্যে ভিক্ষাবৃত্তি মজ্জাগত হয়ে গেছে এদের । কত মানুষ এসে দেখে গেল, দোওয়া করে গেল আমাকে । দেশের মানুষ চেনে, ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে এর চেয়ে গৌরব আর কী আছে!

৩ জানুয়ারী

রবিবার ১৯৭১

রাবনাবাদ নদী॥ রাত ১২টা

আজও ঢাকার কোনো খবর জানা গেল না । আল্লাহ্ নেগাহবান। গিয়ে যেন সবাইকে ভালো দেখি। দলে দলে লোক আসছে, রিলিফ সংগ্রহ করেছে। সব শেষ হয়ে গেছে ওদের। হাত না পেতে কি করবে? ধানের দেশ গানের দেশ বরিশাল। তার মানুষ আজ মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে বাচ্চা কাচ্চার প্রাণ বাঁচাবার

প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের দেশে শিক্ষার যে কী পদ্ধতি, আর কী প্রয়োজন তা বুঝা গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাণ্ড দেখলাম। জাহাজের লোকদের এবং জনসাধারণকে দেখলাম। এ শিক্ষা আমাদের দেশে না থাকলেই ভাল হত ।

৪ জানুয়ারী

সোমবার ১৯৭

রাত ১২টা

হাজার হাজার মানুষ। সর্বহারা, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন। এককালে খেয়েদেয়ে চরের মানুষেরা স্বাস্থ্যবান ছিল। তাই আজও এরা মরণের সাথে যুঝেও সবল। অসহায়, সরল, বোকা, চালাক লোকের অভাব নেই। যুগ যুগ ধরে এরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আজও এরা মৌন, মূক, অসহায়, ভীতু, ভীরু। রাত ১২টা বাজল। ১১টা পর্যন্ত চলেছে রিলিফ। ছেলেরা মেয়েরা, মহিলারা যা অমানুষিক পরিশ্রম করছে! সরকারি কর্মচারীরা যদি তা করত কত দুঃখ লাঘব হত ।

৫ জানুয়ারী

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাবনাবাদ নদী॥ রাত ১২টা

চর বিশ্বাস, চর সাগস্তিতে গেলাম যখন তখন সে জায়গাকে ধোয়ামোছা একটি মাটির থালার মতো লেগেছিল— না পশুপাখি, না একটা মশা মাছি। এখানে চারদিকে এখনও অনেক লাশ পড়ে আছে, ভেসে এসে হোগলা বনে, ধান ক্ষেতের আলে আলে লেগে আছে । অবশ্য আমাদের কাছ থেকে দূরে। কিন্তু মাঝে মাঝে গন্ধ পাওয়া যায় আর মাছি এত, যে খাওয়া দাওয়া কষ্টকর। আজীজ এত মৃত দেহের স্কেচ এত সুন্দর করে করেছে । ভয়াবহ মৃত্যুর বীভৎস চিত্র। আল্লাহ্ যেন সুমৃত্যু দেন মানুষকে!

৬ জানুয়ারী

বুধবার **১৯৭১**

রাত **১২**টা

অফুরন্ত দায়িত্ব আর আকাঙ্ক্ষার আজ শেষ। রিলিফ শেষ হল। **১৫** হাজার মানুষ অতি আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে আমার নাম গানে মুখর হল। এ যে আমার অত্যন্ত গুনাহয় কথা । আজ বিকালে মাঠে জনসাধারণ সভা করল। কবে কার পুরানো কাগজের মালা আমার আর সুলতানার গলায় পরাল। হোক নোংরা পুরানো তুচ্ছ কাগজের মালা, কিন্তু সবার অন্তরের শ্রদ্ধায়, পূত পবিত্র অমূল্য এ মালা । মহিলারা উপস্থিত ছিলেন, কান্নায় আমার বুক ভেঙ্গে গেল। ওরা ভিক্ষা নিয়ে শ্রদ্ধা দিল। আজ দুপুরে মাছ ভাজছি হঠাৎ ওহিদুল হক এসে উপস্থিত । ভোলানাথ কী খুশি আমাকে দেখে! আমারও যে কত ভালো লাগলো।

৭ জানুয়ারী

বৃহস্পতিবার **১৯৭১**

রাত **১১**টা

পটুয়াখালী ছাড়লাম। আজ সারা সকাল থেকে ২টা পর্যন্ত গ্রামে ঘুরলাম। এখনও মৃতদেহ পড়ে আছে। ৩টায় লঞ্চ ধানখালি থেকে ছাড়ল। লোকেরা কী কান্নাটাই কাঁদল। কত মেয়েরা জড়িয়ে চুমু খেল। সালাউদ্দীন হেসে অস্থির। ৫টায় গলাচিপা এসে বেলজিয়াম হাসপাতাল দেখে, সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার অব অরফানেজ ক্যাম্পে গেলাম। তবু যা হোক নিজের দেশের একটি প্রতিষ্ঠান দেখলাম। বেলজিয়াম হাসপাতাল ও ক্যাম্প কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । ওরা কম ইংরেজী জানে । বাংলা শিখছে । ঢাকা যাচ্ছি, যেন আল্লাহ সবাইকে ভালোই দেখান!

৮ 'জানুয়ারী

শুক্রবার ১৯৭১

ভি. এম. জলকপোত নদী পথে নন্দীর বাজার

যে মৃত্যু সুন্দর নয় তার কাছ থেকে রাখো দূরে
মৃত্যু-পদধ্বনির নূপুরে
শুনি যেন আনন্দের গান
যত দিনে এত দিনে জীবনের হবে অবসান ।
তোমার সান্নিধ্যে যাব সানন্দ অন্তরে
মৃত্যুর প্রশান্ত ছায়া লয়ে মুখ প'রে
নয়নে লইয়া সেই আলো
ভালোবেসেছিনু ধরণীরে
আর তুমি মোরে বাসিয়াছ ভালো ।
সৃজেছ সুন্দর করি মানুষের দেহ, আত্মা, মন
দিয়েছ লাবণ্য স্নিগ্ধ, শুচি, প্রেম, স্নেহের বন্ধনে,
আবার নিঠুর করি ছিনায়েছ অকরুণ কঠোর হে তুমি
তোমার সুন্দর সৃষ্টি যে সমুদ্র নদী, তীর ভূমি
কী আক্রোশে এ বীভৎস মৃত্যুর খেলায়
মেতেছ একান্তে, তুমি নাকি দয়াময়!
নাকি যে ভয়াল রুদ্র প্রকাশ তোমার
চিরদিন সে রূপ আমার
ধেয়ানে রয়েছে, আছ নিভৃত অন্তরে
মুছি ফেলি তব রুদ্র করে
ভীষণ ভয়াল হয়ে সৃষ্টি করি নাশ
বাড়িবে কি তোমার উল্লাস?
দিয়োনা কুৎসিত করি সে অন্তিমে তোমার
মহৎ মৃত্যুরে । দাও মধুর মৃত্যুর উপহার ।

৩০ জানুয়ারী

শনিবার ১৯৭১

বিমান পথে ঢাকা। সময় সোয়া আটটা

হৃদয় আমার! সব হারানো বাঁশীর সুরে
কেন দিস তুই সাড়া?
তোর হাতে পায়ে শিকল বাঁধা
চার দিকে যে কারা ।
ওরে হরিণ মন!
ব্যাধের বাঁশী শুনে যে তুই হরে উচাটন
ও যে নিঠুর নিষাদ
মধুর মধু সুরের জালে পেতে রাখে ফাঁদ
তুই আপন ভুলে সেই সে সুরে
সেই ফাঁদে দিস্ ধরা ।
সবায় ভালোবাসতে গিয়ে
আপন করিস পর
ভাঙ্গন ভরা নদীর কূলে বাঁধতে চাস তুই ঘর
সেথায় এ কূল ভেঙ্গে ও কূল জাগে
বহে সর্বনাশের ধারা ।

৩০ জানুয়ারী

শনিবার ১৯৭১

বিমান পথে। সাড়ে ৭টা, ঢাকা সময় ৬টা ২ মিনিটে বোয়িং ৭০৭ আকাশে উড়ল । বত্রিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে লৌহ বিহঙ্গ চলেছে । নীচে তুষার শুভ্র মেঘলোক । পশ্চিমে এগিয়ে আসছি, দিগন্তে গোধূলি, শাদা শাড়ীর কমলা পাড়। প্রকৃতি সন্ধ্যার আগে সেজেছে। যত পশ্চিমে এগোচ্ছি গোধূলি উজ্জ্বল, দিগন্তে দিনের চিতা জ্বলছে। যাচ্ছি করাচী লাহোর পিণ্ডি, লেখক সংঘের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথি হয়ে । বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে । সত্যি কি বৃক্ষহীন দেশে এরন্ড কাণ্ড আমি হলাম? আল্লাহ জানেন উনি, জামাল, আলভী লুলু, টুলু, শমু এতক্ষণে ঘরে ফিরে কী করছে!

৩০ জানুয়ারী

শনিবার ১৯৭১, রাত ১২টা

প্লেন সোয়া ৯টায় এয়ারপোর্ট এল। কী ভিড়! বুলু, জামাল উদ্দিন খালি ছিলেন। পান্না, ছেলেমেয়েরা । বহু দিন পর করাচী এলাম। আমার লেখা, ভাষণ বুলুর পছন্দ হল । আরও কিছুটা জুড়ে ইংরেজী অনুবাদ করাচ্ছে মিলুকে দিয়ে বুলু। এরা যে কত হাসি খুশী করে কাজ করে। বাপ বেটাবেটি, স্বামী স্ত্রী, কত সাবলীল সুন্দর করে সংসারটা চলছে, আল্লাহ নেগাবান থাকুন । লাহোর যাওয়া হবে না। ভারতীয় প্লেন হাইজ্যাক করে লাহোর নামিয়েছে ।

৩১ জানুয়ারী

রবিবার ১৯৭১, রাত ১২টা

বিকেল সাড়ে ৪টায় পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল হলে লেখক সংঘের দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হল । সভাপতি কেউ নেই, জাহেদী সেক্রেটারী, আমি প্রধান অতিথি। বেশী লোকজনও নেই, লাহোরে প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে ওখান থেকে কেউ আসতে পারেনি। শওকত সিদ্দিকী আমার ভাষণের খুব সুন্দর অনুবাদ করে শোনাল । আমার কবিতা 'মোর বাংলা' পড়তেই হল । উপস্থিত বাংলা বুঝবে কে—তাই রোজী আহাদ উপস্থিত ছিল, মুখে মুখে কথাগুলোর সুন্দর অনুবাদ করে শোনাল । আহাদ সাহেবও ছিলেন । সন্ধ্যা ৭টায় নজরুল একাডেমীতে মুনীর চৌধুরীর একাঙ্কিকা 'জমা খরচ ইজা' ঘরোয়া অভিনয় করা হল। এত সুন্দর অভিনয় ও ঘরের পটভূমিকার পরিবেশে এত মানানসই হল যে দেখে খুশী লাগল। প্রধান অতিথি হয়ে নাজির আহমদ এল । বহু দিন পর দেখলাম। দেখে কত খুশী কত গৌরবও বোধ করলাম । এই সব ছেলেরা একালে পাকিস্তানের স্বপ্নকে সত্য সফল করতে কী না করেছে!

নজরুল একাডেমীর ভিতর বাইরের অবস্থা দেখে রক্ত গরম হয়ে যায়। আব্বুও সাথে ছিলেন । তারই প্রতিষ্ঠিত নজরুল একাডেমীর এই দশা দেখে খুব দুঃখ করলেন বুলু ও মুজিবুর রহমান। এ দেশের মুজিবুর রহমান এখন চেষ্টা করেছে ভালো করতে । আজ হাজেরা মাসরুর ও তার স্বামী দেখা করে গেলেন ।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

১ ফেব্রুয়ারী

সোমবার ১৯৭১

আজ ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই মনে পড়ল লুলুর পরীক্ষা আজ। ঢাকা সময় ১১টায় বাজারে গেলাম। সেলিমা আহমদকে ফোন করলাম । বৌমার দেওয়া ইনভেলপ বুলু পৌছে দিল আফিসে তার হাতে। ৫টায় প্রবাসী পাঠ চক্রে গেলাম। সাড়ে সাতটায় এসে বেগম সেলিমা আহমদের ওখানে গিয়ে জেবুননিসা হামিদুল্লাহর বাড়ী ডিনার খেয়ে ঢাকা সময় ১১টায় বাড়ী এলাম । কাল আব্বু ঢাকা যাচ্ছেন— চিঠি লিখে দেবো ।

২ ফেব্রুয়ারী

মঙ্গলবার ১৯

রাত ৩টা, ঢাকা সময় পান্না আর আমি এতক্ষণ ধরে বসে থাকলাম ঢাকা ট্রাঙ্ককল করে । লাইন পাওয়া গেল না। আজ সকালে গিল্ড অফিস, রেহানার আম্মা ও রেহানার বাড়ি গেলাম। আব্বু আজ ঢাকা গেলেন, চিঠি দিলাম, ফোন করার কথা বলেছিলাম তাও লিখেছি। কিন্তু ফোনতো পেলাম না। মিসেস তাহের জামিল চায়ের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন নাজিমাবাদ কলোনীতে। সেখান থেকে ফিরবার পথে কায়েদে আযমের মাজারে দেখে এলাম চীনের উপহার বাতির ঝাড়। বিরাট বটে। কিন্তু ওর চেয়ে কত সুন্দর আমাদের শায়েস্তাবাদের মসজিদে ছিল। সব গেছে। এয়ারপোর্টে আখতার সোলেমানের সাথে দেখা হল ।

৩ ফেব্রুয়ারী

বুধবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজও ঢাকায় ফোন করে লাইন পেলাম না। জানিত আমার বাড়ীর ফোন! আজ হয়ত টেলিগ্রাম পেতে পারি। গিল্ড অফিসে গেলাম । মিটিং হল । আজ

জিমখানা ক্লাব এ ডিনার আছে, গিল্ড এর সভ্যদের নিয়ে। আবারও ফোন বুক করে রাখলাম। যদি সকাল ৭টায় লাইন পাওয়া যায়। বেগম সেলিমা আহমদ রোজ ফোন করছেন, মার্কেটিংয়ে নিয়ে যাবেন। আমি করাচীর সওদা করার পয়সা কোথায় পাব?

৩ ফেব্রুয়ারী

বুধবার ১৯৭১

যে বাঁধন চাই এড়াতে সে থাকে সাথে সাথে
আগে পিছে ছায়ার মতো,
সে থাকে সুখে দুঃখে ব্যথা হয়ে থাকে বুকে
ছাড়াতে গেলে আবার জড়ায় ততো ।
পথ খুঁজিতে পথ সে হারায়
ঘুরে ফিরে সেই সে কায়ায়
ফিরে ফিরে আসে ।
কঠিন বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তারেই ভালোবাসে ।
মৃত্যুর সে বিষ পান করে হয় হৃদয় তন্দ্রাহত
কান্না যে হায় পান্না হয়ে বাজে গানের মতো ।

৪ ফেব্রুয়ারী

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ১টা

সকালে রেডিও অফিসে গেলাম, একটা ইন্টারভিউ হ'ল আমার। বুলু ও রেডিওর একজন মিলে নিল। কবিতা পড়া হল। বুলু মুখে মুখে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি'র উর্দু তরজমা শুনিয়ে দিল। ফিরদৌসী ও সুফিয়া আমীন ছিল । এখানেও দেখছি কোন সুবিধা পাচ্ছে না। আর বর্তমান সময়টাতে বাঙালীর প্রাধান্য স্বীকার করে এরা অন্তর্দাহে জ্বলে মরছে।

আজ সকালে ঢাকায় ফোনে কথা বলে মনটা ঠাণ্ডা হল । রাতে আজ হাজেরা মাসরুর ডিনার দিয়েছেন কাছে ক্যান্টন হোটেলে। বিকাল ৫টায় গিল্ড আফিসে আমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হল । বেশ উর্দুতে বক্তৃতা ঝাড়লাম। রেডিওতেও উর্দুতেই ইন্টারভিউ হল । বুলু আর আমি হার মানব না ইনশাআল্লাহ ।

৫ ফেব্রুয়ারী

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১২টা

হাজেরা মাসরুর ডিনার দিলেন—'ক্যান্টন' এ। অনেক—প্রায় কুড়ি-জন আমরা, মিঃ ও মিসেস আলীও ছিলেন। আজকে পাক সোভিয়েট সমিতির মিটিং ও আখতার সোলেমানের ওখানে ডিনার ছিল । পাক সোভিয়েট সমিতি নিজেরাই ক্যানসেল করে দিল। আমরা সবাই মিলে ডিনার বাদ দিয়ে আলী সাহেবকে নিয়ে খুব আড্ডা জমালাম । এত সুন্দর গানে গজলে বেগম আলীর ছেলেমেয়েদের হাসিখুশীতে সময় কাটল। বন্দু খান এর দোকানে সবাই পরাটা কাবাব খেয়ে রাত ১২টায় বাড়ী ফিরলাম । আজ শেষ রাত করাচীর । আমার জন্য সবাই অস্থির আছে ঢাকায় । ফোনে লুলু বলল, হেনা টেলিগ্রাম করেছে। আজও এল না সে টেলিগ্রাম ।

৬ ফেব্রুয়ারী

শনিবার ১৯৭১

আকাশ পথ-৭০৭ বোয়িং।। ঢাকা সময় ৬টা

সকাল ৫টায় উঠে ৬টায় সবাই এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে এসে শুনলাম ৭টায় প্লেন যাবে । ৪টায় একটা আছে। আবার সাড়ে তিনটায় এলাম । জাষ্টিস সাত্তার, ভীমজির সাথে দেখা হল । ভি. আই. পি. রুমে বসে থাকলাম । জাষ্টিস সাত্তার তার মোটরে করে প্লেন এর সিঁড়িতে পৌছে দিলেন। বুলু, পান্না চলে গেল। সাড়ে চারটার প্লেন পৌনে ৫টা উড়ল । এখন সমুদ্র উপকূর ধরে চলছে। হাজার ফুট উপর থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না ।

রাত ১১টা

বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেওয়া গেল। বেল্ট বাঁধবার কথা প্রচার হল। ঢাকা আসছে। ফিরদৌসী, তার মাও সাথে আছেন । কলম্বো দেখাই গেল না ।

২৭ ফেব্রুয়ারী

শনিবার ১৯৭১

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের দাওয়াতে আজ সন্তোষ হয়ে এলাম । সাথে ছিলেন বৌমা মিসেস নারগিস জাফর ও আয়েশা জাফর । মওলানা আহমদ হোসেন, ইসলামিক একাডেমীর ডিরেকটার সাহেবও আমাদের সাথে গেলেন। অর্ধ সমাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়, তার উদ্বোধন! ড. কাজী মোতাহার হোসেন মূল সভাপতি, প্রধান অতিথি জনাব আবুল হাশেম সাহেব সস্ত্রীক একদিন আগেই গিয়েছিলেন। জনসমাবেশ প্রচুর । লাঠি খেলা হল । ফিরদৌসী, আলীম, আলতাফ আরও কয়েক জন গায়ক শিল্পীরও সমাবেশ হল । অদ্ভূত মওলানার প্রাণশক্তি। সন্তোষের ইতিহাস বর্ণনা হল ১ ঘণ্টা, তারপরও আধ ঘণ্টা ধরে তার ভাষণ । অক্লান্ত কর্মী হিসাবে এই লোকটিকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। মুগ্ধের মত লোকেরা তার ভাষণ শুনল । স্মৃতিশক্তিও প্রখর। কবে কখন কোন তারিখে কোথায় কি কাজ করেছেন তা অনর্গল বলে গেলেন। পায়ে হেঁটে সারা বাংলাদেশ বেড়িয়েছেন চাষীদের দুঃখদুর্দশা উপলব্ধি করেছেন । এখনও প্রচুর কৃষক গ্রামীণ লোকেরা তার মুরিদান, তারাই এত লোক খাওয়ার জন্য চাল ডাল মাছ তরকারী যোগাল, রাঁধল খাওয়াল। এ এক বিরাট ব্যাপার।

মার্চ, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

১ মার্চ

সোমবার ১৯৭১

রাত ১০টা

বিক্ষুব্ধ বাংলা! ভুট্টো সাহেব পরিষদে যোগ দিবেন না সিদ্ধান্তে । পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রইল। ১২টায় এ খবর প্রচারিত হওয়ায় স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল । অনার্স পরীক্ষা ২ তারিখে আর ৬ তারিখে শেষ হওয়ার আশাও গেল । আজ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে মেয়েরা শহীদ মিনার উদ্বোধন করার জন্য আমাকে নিয়ে গেল, কিন্তু গোলমালে সবই বন্ধ হয়ে গেল । শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান, আরও অনেক নেতাদের এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কাল ঢাকায় হরতাল, পরশু সারা প্রদেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হল ।

২ 'মার্চ'

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ রাত ৮টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ অর্ডার হয়ে গেল। আমরা ঘরে এলাম ৭টায়। শামীম কাল রাতে অফিসে গেছে আজও আসতে পারল না, কালকেও পারবে না, পরশু বাড়ি আসবে। শুধু ঢাকায় হরতাল হবার কথা ছিল । কিন্তু প্রদেশের সব জায়গায় আজ হরতাল হল । কালও হবে। কাল সন্ধ্যা থেকে প্লেন সার্ভিস বন্ধ । এয়ার পোর্টের আলো পানি টেলিফোন লাইন সব কেটে দিয়েছে। ট্রেন চলাচলও বন্ধ। ফার্মগেট এ ইটের ব্যারিকেড ঘিরে দেওয়ার সময় আর্মির গুলীতে একজন মরেছে, ৩ জন আহত হয়েছে। এই মাত্র শোনা গেল নওয়াবপুরে খুব গণ্ডগোল চলছে। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন বিল্ডিং এর পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের ম্যাপ আঁকা পতাকা উড়িয়েছে। ভাসানী সাহেবের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের আলাপ আলোচনা প্রকাশ করা হয়নি। বায়তুল মোকাররম এ আমেনা বেগমকে জনতা অপমান করেছে বলে জানা গেল । কারফিউ ভেঙ্গে জনতা মিছিল করছে, মরছে ।

৩ মার্চ

বুধবার ১৯৭১

কাল সারা রাত হট্টগোল চলেছে। জিন্না এভেনিউ, নবাবপুরে লুট মারামারি হয়েছে। আজ সকালে কাগজে ৩ জনের মৃত্যু সংবাদ দিল । বিকালে পল্টনে ছাত্রদের শোক সভায় লক্ষ লোকের সমাবেশে শেখ মুজিব নিজের আদেশ প্রচার করেছেন। সমস্ত অফিস কারখানা বন্ধ দিতে বিগ্রেডিয়ারকে বলেছেন, সে দেশ রক্ষার জন্য বেতন নিচ্ছে এখানে জনতার উপর গুলী না চালিয়ে বর্ডারে গিয়ে দেশ রক্ষার কাজ করুক। সাবাশ! এইত চাই। জনতা উন্মাদ হয়ে স্বাধীন পূর্ব বাংলা করছে। ৭ তারিখ পর্যন্ত হরতাল। সকাল থেকে ২টা পর্যন্ত চলবে। ১০ তারিখে ইয়াহিয়া নাকি ঢাকা এসে সভা ডাকছে, এসেম্বলি বসবে। আজ রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা কারফিউ। ভাসানী সাহেব পলাতক।

৪ মার্চ

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

পল্টন ময়দানে শহীদদের জানাজা হল । কত মায়ের বাছা, বধূর স্বামী, ভাইয়ের ভাই চলে গেল । লুটতরাজ আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা রোধ করছে । কারফিউ উঠে গেল । হাসপাতালে আহতের সংখ্যা ৪০, বি. বি. সির খবরে ২ হাজার মারা গেছে । আরও কত যাবে কে জানে । রক্ত সংরক্ষণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ড. আনিস রক্ত দিয়ে এলেন। সারাদিন মিছিল চলছে।

৫ মার্চ

শুক্রবার ১৯৭১

কাল রাতে কোনো গোলমাল হয়নি। সকালে টঙ্গিতে মিলিটারী বেপরোয়া গুলি চালিয়ে লোক মেরেছে। ৯টায় শ্রমিকরা মিছিল করে শেখ মুজিবের বাড়িতে এসেছে। আগামী কাল শহীদ মিনারে মহিলারা বিক্ষোভ মিছিল করবেন আওয়ামী লীগ থেকে। আবার মহিলা পরিষদের প্রতিবাদ সভা বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত হবে। কাল রাতে হঠাৎ মোটর বাইকে করে ইডেন

বিল্ডিংয়ের সামনে একটা বোমা নিক্ষেপ করে লোক পালিয়েছে। অন্য কোথাও গোলমাল শোনা যায়নি ।

৬ মার্চ

শনিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজ ৩টায় শহীদ মিনারে আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার বিক্ষোভ সভা থেকে বায়তুল মোকাররমে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতির বিক্ষোভ মিছিল বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হ'ল । আওয়ামী লীগের মহিলারা গেলেন তাদের অফিসে। ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণে জনতা ক্ষুব্ধ। ২৫শে পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী হল। ইয়াহিয়া রূঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন, আর্মি নেভি তার হাতে থাকা পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গুটিকয় সুবিধাবাদীদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন না। দেখা যাক । আগামীকাল ঘোড়দৌড় ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হবে ।

৭ মার্চ

রবিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

সকাল থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ময়দানে (ঘোড়দৌড় ময়দানের নাম বর্তমানে এটি) লোকজন জমা হচ্ছে। ১টার সময় তাড়াহুড়া করে আমরাও রিকশা করে গিয়ে পৌছলাম। মঞ্চের সামনেই স্থান পেলাম। মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকারা বল্ল, বসুন আপনি আমাদের নিজের লোক, মনের মানুষ কাছের মানুষ। এম. এন. এরা গিয়ে দূরে চেয়ারে বসুন। অন্তরটা জুড়িয়ে গেল শুনে। আমি দেশের মানুষের মনের মানুষ । একী ভাগ্যের কথা । ৩টা ২০ মিনিটে মুজিব এলেন বিমর্ষ মলিন মুখে । সৈন্যবাহিনী সামরিক আইন প্রত্যাহার না করলে তিনি অধিবেশনে যোগ দিবেন না। রেডিওতে তার বক্তৃতা রিলে করতে দেওয়া হলো না। তিনিও অফিস আদালত স্কুল কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখতে বললেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে সভা শেষ করলেন।

৮ মার্চ

সোমবার ১৯৭১

আজ সাড়ে আটটায় মুজিবুর রহমানের সম্পূর্ণ ভাষণ রেডিওতে রিলে হলো। সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি। এই কথাই মনে হয়। আজ ঢাকার নাগরিক জীবন স্বাভাবিক। কিন্তু কেমন একটা থমথমে ভাব ঘরে ঘরে। কারুর যেন সোয়াস্তি নেই । আল্লাহ্ মুজিবুর রহমানকে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু করুন। এই প্রার্থনা । আজ ত মহরমের আশুরা। কিন্তু কোনো মিছিল বা অনুষ্ঠান হয়নি। সারা বছরই শহীদ দিবস নতুন করে আর কি হবে। কাল সন্ধ্যায় রেডিও অফিসের সামনে জীপে করে কারা দুটো হাত বোমা ফেলে গেছে ।

৯ মার্চ

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ বেলা ১টায় মুজিবুর রহমানের বাড়ীর সামনে ছদ্মবেশী পাগল সেজে ৩ জন লোক এসেছিল, সন্দেহজনক ভাব দেখে গ্রেফতার করে। ৩টা পিস্তল শুদ্ধ ধরা পড়েছে মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের কাগজপত্রসহ। ৩টার সময় ভাসানী সাহেব পল্টনে বক্তৃতায় স্বাধীন বাংলা ঘোষণা করেছেন। আতাউর রহমান সাহেব সুদ্ধ তা সমর্থন করেছেন। টিক্কা খান এর গবর্ণর পদ শপথে কোনো জজই উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণ করাননি। ভাসানী বলেছেন, দুই পাকিস্তানের আলাদা সংবিধান হবে। দুই দেশের রাষ্ট্রদূত দুই দেশে থাকবে। অখণ্ড পাকিস্তান আর থাকবে না ।

১০ মার্চ

বুধবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজ ঢাকা স্বাভাবিক । চট্টগ্রামে যে লোকেরা বিহারীদের হাতে মরেছে, তার হিসাব নেই। ট্রেন চলছে। প্লেন বন্ধ, ফরেন অফিস, পোস্ট অফিস বন্ধ। শাব্বীরকে চিঠি দিতে পারলাম না। ৩ জাহাজ ভর্তি সৈন্য চাটগাঁ বন্দরে

উপস্থিত। পি. আই. এ'র বাঙালি কর্মচারীর হাত থেকে পি. এ. এফ. সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে সৈন্য আনছে। ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট সৈন্যে অস্ত্রে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

১১ মার্চ

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ১১টা

মহিলা পরিষদে শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হল। সারা আলীর বাড়ীতে কমিটি মিটিংয়ে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মহিলা পরিষদ থেকে ১ হাজার টাকা রোকেয়া স্মৃতি কমিটিতে দেওয়া হবে। আজ কাগজে আছে সামরিক রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে না চললে সামরিক আইনে বিশেষভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাতে হাজারীর বাড়ী নিয়োগী বাবুর সাথে দেখা হল, অনেক কথা হল । অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছি বলে বল্লেন, এ অন্তর্দ্বন্দ্বের কি শেষ আছে? বহু যশ, মান আরও ভাগ্যে নাকি আছে। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে কাম্য আর কি আছে? আজ বসন্ত পূর্ণিমা ।

১২ মার্চ

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ৯টা

কাল গেল বসন্ত পূর্ণিমা। বড় সুন্দর রাত কিন্তু বড় যন্ত্রণায় রাতটা কাটল। মানুষের দেহ কারাগারে বন্দী, আত্মার ক্রন্দনের সীমা নেই, গুমরে গুমরে কাঁদে সে মুক্তির জন্য, সুন্দরে বিলীন হওয়ার জন্য। সংসার যে কত কঠোর! বেঁচে থাকার সে কত মাশুল দিতে হয়!

ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক । মিছিল চলছে সারা দিন রাত । কিন্তু এই স্বাভাবিকতাই এখন এত অস্বাভাবিক লাগছে। ঝড়ের আগের স্তব্ধতা নয়ত। টিক্কা খান এত অবহেলা লাঞ্ছনা অপমান নির্বিকারে সহ্য করে যাচ্ছে, আশ্চর্যত!

১৩ মার্চ

বুধবার ১৯৭১

রাত ১১টা

পথ সভা আর পথ সভা। সারা দিন চলছে মিছিল মিটিং। আজ ইয়াহিয়া মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে ঢাকা আসছেন। রাত ৮টায় ঘোষণা হল ১৪৪ ধারা । সামরিক কর্মচারীরা সোমবার থেকে কাজে যোগদান না করলে ১০ বৎসর কারাদণ্ড হবে। বি. বি. সি. থেকে নাকি প্রচার হয়েছে, মুজিবুর রহমান যেন ইয়াহিয়ার সাথে দেখা না করে, বামপন্থী ছাত্ররা আপত্তি তুলেছে।

আজ সারা দিন ব্যর্থ গেল । কি জানি একটা আশা ছিল মনে, সেটা হল না। যে আসবার সে আসেনি ।

১৪ মার্চ

রবিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

এতক্ষণে হয়ত রোজী-শাব্বীরের বিয়ে হয়ে গেল। কাল সারা রাত ভেবেছি আল্লাহ যেন ওদের জীবন শান্তিময় করেন। ছোট পাখীটা অসহায় সন্তানটিকে তেজগাঁ বিমানবন্দরে উড়িয়ে দিয়ে ছিলাম সাড়ে সাত বছর আগে। আজ যেন ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

রাশিয়ান কনসাল জেনারেল মি. পপোভ ও মি. নভিকভ আজ এসেছিলেন। শহীদুল্লা কায়সার ও আলী আকসাদও এসেছিল। অনেক কথা হল । কিছু উপহারও পেলাম। দিনে দিনে খ্যাতির বোঝা, মানের বোঝা বেড়ে উঠেছে। একী আমি চেয়েছিলাম! আমি কি এর যোগ্য। হাজারীবাগ এ মহিলা পরিষদের সভা করে প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হল। ইয়াহিয়া খান আজ ঢাকায় আসেননি ।

কাল রাতেও যে আসবার, সে আসেনি।

১৫ মার্চ

সোমবার ১৯৭১

আজ ১লা চৈত্র । বিকাল ৪টার মহিলা পরিষদের পথ সভা ও পথ মিছিল করে ৬ টায় বাড়ী এসে ৭টায় হাজারীর বাড়ী গেলাম । নিয়োগী বাবু লুলু টুলুর বিষয়ে বল্লেন, টুলুর বিয়ে খুব শিগগির হয়ে যাবে। বিদেশে বহু দিন থাকবে। সবাই কিন্তু টুলুর বিষয়ে এ কথা বলে, ছবি আঁকায়ও সুনাম অর্জন করবে। লুলুর নাকি শনি প্রভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে, গোমেদ ও হীরা ধারণ করতে বলেছেন ।

কাল রাতেও সে আসেনি কিন্তু নিয়োগী বাবু বল্লেন আজ রাতে সে আসবে। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসেছেন, আজ রাতে মুজিবুর রহমানের সাথে কথা বলবেন । ফার্মগেটে আজ একজন পাঞ্জাবী চেকপোস্ট পার হতে গিয়ে সংঘর্ষে গণ্ডগোল হয়েছে।

১৬ মার্চ

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজ মুজিব ইয়াহিয়া আলাপ হল । কিন্তু কি কথা হয়েছে এখনও প্রকাশ হয়নি। শিল্পী সাহিত্যিক কবিদের সভা শহীদ মিনার থেকে বায়তুল মোকাররম হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে মিছিল করে যাওয়া হল । অনেক মিছিল, অনেক সভা, অনেক জনতা, সবাই বেপরোয়া । মরণের মধুর স্বাদ এদের উন্মাদ করেছে। কোনো ভয় ভীতি নেই।

কাল রাত বড় অস্থিরতায় কেটেছে, সে আসতে চেয়েও আসে না । দূর থেকে কাল দেখা দিয়ে গেছে। আজ হয়ত আসবে। সামান্য কথা নিয়ে বড় আঘাত সয়ে যাচ্ছি। এত সংকটের বোঝা যে আর বইতে পারছি না। বাইরের এত সম্মান, কত মূল্য যে দিতে হয় ।

১৭ মার্চ

বুধবার ১৯৭১

কাল রাতে ও আজ সকালে মুজিবুর রহমান— ইয়াহিয়ার বৈঠক হল, কোনো কথাই এখনও জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হল না। কাল আবার বৈঠক বসবে। জাস্টিস কর্নেলিয়াসকে আনানো হয়েছে, চারজন জেনারেলও বৈঠক কালে প্রেসিডেন্ট হাউজে উপস্থিত থাকেন। মুজিব বন্দী জনগণের মতামতে, ইয়াহিয়া বন্দী সেনা বাহিনীর হাতে। আজ মুজিবের ৫২ বছরের জন্ম দিন। আল্লাহ হায়াত দেন। জয়ী হোক বাংলাদেশের ছেলে।

১৮ মার্চ

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজিমপুর লেডিস ক্লাব-এ আজ মহিলা পরিষদ থেকে সংগ্রাম কমিটির সভা হল। অনেক মেয়েরা এসেছিলেন। বেশ উৎসাহী আজ-কাল দেশের মানুষ। তাই দেখা গেল কয়েকজন পুরুষও এসে সভায় শামিল হলেন। উৎসাহ বাক্যে সমর্থন জানালেন । সব দুঃখের মাঝে এযে কত বড় আশা ।

১৯ মার্চ

শুক্রবার ১৯৭১

আজ ১১টায় কবি শামসুর রাহমান ও আমার কবিতা রেকডিং হল । যে কবিতা আগে রেডিওতে পড়া হত না, এখন তা স্বচ্ছন্দেই পড়া চলছে। একেই বলে দুনিয়া! বেশ ভালো লাগল দেশের মানুষ জেগেছে, কে ঠেকাবে। আজ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক হল । বিকালে আবার মুজিবের পক্ষের ও সৈন্যবাহিনীর পক্ষের লোকের বৈঠক হল । কি বলা কওয়া হল জানা যায়নি । ২৩ তারিখের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই ।

২০ মার্চ

শনিবার ১৯৭১

৪০ নং এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম॥ রাত ১টা

মহিলা পরিষদের সভায় চাটগাঁ আসবার জন্য বেলা ১২টায় এসে ট্রেনে বসেছি। রাত ১০টায় চাটগাঁ এসে উঠলাম । মালেকা আর আমি । দুলু, সিমিন, আব্বু স্টেশনে ছিল, নজমুল হুদা ছিলেন । কওসর, মোরাদ কেউ বাড়ী নেই। এতক্ষণে দুলুর সাথে গল্প করে উঠলাম ।

২১ মার্চ

রবিবার ১৯৭১

রাত ২টা

সকাল ১০টায় বের হলাম, ফজল সাহেব, বুলবুল, আপার সাথে দেখা করলাম। ১টায় ফিরে এসে খেয়ে সভায় গেলাম জে. এম. সেন হলের মাঠে দেড় হাজারের মতো মেয়ে, বাইরেও পুরুষের অসম্ভব ভিড় হল। মালেকা বক্তৃতা দিল। ওখানে হান্নানা, পদ্মপ্রভা সেনগুপ্তা, মিসেস শরফুদ্দিন, মুশতারী শফী বল্লেন । উমু (উমরাতুল ফজল) সভানেত্রী । আমি বল্লাম। আবার মিছিলে জিন্না পার্কে শহীদ মিনার পর্যন্ত গেলাম। ফজল সাহেবের বাড়ীতে কমিটি মিটিং করে বাড়ী এসে ৮টায় বুলুকে দেখতে জাহেদের বাড়ী গেলাম। সাড়ে দশটায় এসে শাহজাহানের বাড়ীতে খেয়ে ১২টায় বাড়ী এসে মাহবুবের কবিতা লিখে দিলাম । ৩টায় শুলাম ।

২১ মার্চ

রবিবার ১৯৭১

রাত ১২টা

দিগন্তে প্রদীপ্ত সূর্যকর

উদ্ভাসিয়া তুলিয়াছে দিনের প্রহর

নবীন জীবনালোকে ক্ষরি

প্রান্তরের দীর্ণ বক্ষভরি

শ্যামল সতেজ সমারোহ

উদগত হতেছে অহরহ।

প্রাণধর্মে মর্ম মধু রসে

নিত্য পুষ্প বিকশিছে আলোক পরশে ।

দিনান্ত ত শূন্য নহে নিত্য সূর্য চন্দ্র তারকার

জ্যোতির লিখন লেখি নাশি অন্ধকার

প্রভাতে সন্ধ্যায় রাতে দিনে

সুষমা বিথরি যায় বিপিনে বিপিনে

নিত্য আনে নব জাগরণ

সুবীরে জাগায়ে স্পন্দন —

আত্ম সমাহিতে করি জাগ্রত প্রভায়

সীমান্তে নবীন সূর্য লক্ষ প্রাণ অঙ্কুর জাগায়।

২২ মার্চ

সোমবার ১৯৭১

রাত ১০টা

রাত ৩টায় শুয়ে ৫টায় উঠে ৬টার উলকা ধরে বেলা ৩টায় ঢাকা এলাম । ৭টায় শহীদ মিনারে ছায়ানটের গান শুনতে গিয়ে শুনলাম কাল সকালে ৭টায় সেটা শহীদ মিনারে হবে।

বৌমার বাড়ী থেকে ৯টায় ফিরলাম । কওসর ও বুলুর জন্য মনটা যে কি অস্থির । বাড়ীতে এসে আল্লাহর ফজলে সবাইকে ভালো দেখলাম। দুলুটার বাড়ীর চাকর নেই । সিমিন দুলু যা খাটছে। মনটা ভালো নেই। বড় ক্লান্তি লাগছে এখন ।

২৩ মার্চ

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১১টা

২৩শে মার্চ-এ পাকিস্তান দিবস উৎসব এবার স্বাধীন বাঙলা উৎসব বলে পালিত হল । বাংলার ম্যাপ আঁকা পতাকা উড়ল ঘরে ঘরে, অফিস, হাইকোর্ট, হোটেল, গাড়ী, বাড়ীতে। অভূতপূর্ব উত্তেজনায় কাটল। এত আন্দোলন, জয়ী হতেই হবে, এই কথাটা মনে পড়ছে ।

আজ জিগাতলা-রায়ের বাজার মহিলা পরিষদের সংগ্রাম পরিষদ শাখা উদ্বোধন করে এলাম । এত উত্তেজনায় মেয়েরা দলে দলে যোগ দিচ্ছে সভা শেষে পরদানশীল বোরকা পরা মহিলারা মিছিল করে শেখ মুজিবের বাড়ী পর্যন্ত এল। বেচারাকে লোকেরা পাগল করে না দেয়।

শাব্বীরের কোন চিঠি আজও পেলাম না ।

২৪ মার্চ

বুধবার ১৯৭১

রাত ৯টা

পলাশী ব্যারাক স্কুলে আজ মহিলা পরিষদের সংগ্রাম কমিটির শাখা করে এলাম । শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তবুও মেয়েদের এই উৎসাহে ভাটা পড়ে না যায়। সেই জন্য যাচ্ছি ঐ সব জায়গায়। সবাই যখন আমাকেই চায় তখন না গিয়ে উপায় কি?

একি সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য তা বুঝতে পারছি না। আজ সকালে মেহেরুন এসে বল্লে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছে বলে কাল রাতে মীরপুর ওদের সেকশনে বিহারীরা আগুন লাগিয়েছে। এই রূঢ়, রুষ্ট বিহারীদের নিয়ে দিনে দিনে সমস্যা জমে উঠছে, বাঙ্গালিরা এবার যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়েছে। আজও ভুটো ইয়াহিয়ার কোনো শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল না। বৈঠকের শেষ নেই ।

২৫ মার্চ

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

নিয়োগী বাবুর সাথে দেখা করে এলাম । দেশের অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে না। ২৯ তারিখের মধ্যে কিছু সমঝোতা হলে ভালো, নয়তো ধাক্কা সামলাতে কষ্ট হবে । আজ সারা ঢাকার জনগণ অধৈর্য। এতদিন ধরে বৈঠক চলছে, কোনো নিষ্পত্তির কথাই শোনা যাচ্ছে না । জানিনা, মুজিবের কপালে কি আছে!

নিয়োগী বললেন, বিপ্লব মাথা তুলবে। আজ কোনো সভা সমিতিতে যাইনি । শরীরটা ভালো না । মন ভালো নেই বলে লিখতেও পারছি না কিছু ।

২৬ মার্চ

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১০ টা

গতকাল রাত পৌনে ১২টায় হঠাৎ করে চট্টগ্রাম থেকে ফোন এল, ঢাকায় কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে কিনা। ততক্ষণ পর্যন্ত ঢাকা শান্ত । ফোনটা রাখা মাত্র পুলের উপর 'মা' বলে একটি আর্তনাদ শুনা গেল, পরপর মেশিনগানের শব্দ ও জয়বাংলা শব্দের পর অবিরাম রাইফেল বোমা স্টেনগান মেশিনগান এর শব্দ, সাত মসজিদ, ই. পি. আর. এর দিক থেকে গোলা কামানের শব্দ, জয় বাংলা আল্লাহু আকবর এর আওয়াজ ২টা পর্যন্ত হল, তারপর থেকে শুধু কামান গোলা গুলির শব্দ, রাত সাড়ে ৩টায় মিলিটারী ভ্যান বাড়ীর সামনে দিয়ে এসে আবার চলে গেল। কাল থেকে কারফিউ জারী । শোনা যাচ্ছে, মুজিব বন্দী। ও দিক থেকে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। আজ রাত ১০টা পর্যন্ত। রেডিওতে ইয়াহিয়া ৮টায় ভাষণ দিল। আওয়ামী লীগ বন্ধ । মুজিব শর্তে আসেননি, সামরিক শাসন অমান্য করেছেন বলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মেশিনগানের শব্দ আসছে। মানুষের শব্দ কোথাও নেই, ঘর থেকে বের হতে পারছি না।

২৭ মার্চ

শনিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

সন্ধ্যা ৭টা থেকে রায়ের বাজারের মিলিটারী ধ্বংসলীলা চলেছে ১০টা পর্যন্ত । সমস্ত ঢাকা সামরিক শাসনে সন্ত্রস্ত । হাট বাজার নেই। বৃষ্টি নেই, সব পুড়ে যাচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে অভাবী, সহায়হীন দুঃস্থ মানুষের জীবন । এদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলছে, তার জওয়াব আল্লাহর কাছে কারা দেবে? কি দেবে? শোনা গেল টিক্কা খান আহত । মুজিব বন্দী । কারফিউ সকাল ৭টা পর্যন্ত । রাতে কামানের আওয়াজও শোনা গেল। ট্যাঙ্ক বাহিনী সব ধ্বংস করে দিচ্ছে।

২৮ মার্চ

রবিবার ১৯৭১

আজ ১২টায় কারফিউ হবার কথা ছিল। আবার সময় পালটে বেলা ৫টায় কারফিউ হল । ছেলে মেয়ে কার বুকের ধনরা কে কোথায়! আল্লাহ নেগাবান। আল্লাহ সবার ভালো করুন, সুমতি দেন। সারা ঢাকা—সারা দেশ আতঙ্কিত। এই যদি পাকিস্তান বান্দাদের ভাগ্যে আছে, তবে কেন পাকিস্তান হয়েছিল? 'বিজাতির' দমনে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা সর্বহারা হয়ে পাকিস্তান এনেছিল। আজ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানবাসীদের বুকে গুলী চালাচ্ছে, অসহায়। নিরস্ত্র, নির্বোধ মানুষের বুকে ।

২৯ মার্চ

সোমবার ১৯৭১

রাত ৯টা

এত দিনে আজ বহু গর্জনের পর বৃষ্টি নামল। অকরুণের করুণা ধারা। বাংলার বুক শ্যামল হোক, সুশোভন হোক, পবিত্র শহীদের রক্ত গন্ধমুক্ত হয়ে শান্ত হোক, শীতল হোক, স্নিগ্ধ হোক, কাটুক বাংলার অভিশাপ । মুক্ত হোক, বন্দী ব্যথিত আর্ত অসহায় জনের আত্মার আত্মীয়। বাংলার বুক ভরুক

গৌরবে। আনন্দে । কাল সারারাত আজ সারা দিন এ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঢাকায় শোনা যায়নি। চাটগাঁর অবস্থা অজ্ঞাত । রেডিও বন্ধ । বৃষ্টি শুধু নয়, প্রবল শিলা বৃষ্টিও হলে সাথে কঠোরতার আর সীমা নেই । সব ফুল ফল আমের গুটি শেষ । আল্লাহ কি করছে এ সব?

৩০ মার্চ

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০ টা

কত দিন হয়ে গেল। চাটগাঁর কোনো খবর নেই। কওসার সিলেটে, তারও কোন খবর নেই । আমার দোলন, ওর স্বামী সন্তান, সংসার নিয়ে কিভাবে আছে । আছে না মরে গেছে জানি না। মন অস্থির। নামাজ পড়ি, কোরান পড়ি, মন অস্থির। সমস্ত দেশ জ্বলে পুড়ে মরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ যে কোন্ জালেমের জুলুম বুঝতে পারি না, আতঙ্কে আশঙ্কায় মানুষের রাত দিন কাটছে। আমার ভয় নেই, ভাবনা কিছু এদের জন্য, নিজের মৃত্যু ত কাম্য ।

৩১ মার্চ

বুধবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ ৩টা থেকে আবার বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি প্রচুর হল। কোথাও কোনো ভালো খবর নেই। চাটগাঁর কোনো খবর নেই, সিলেটের খবর নেই। নামাজ পড়েও ভালো লাগছে না, ওগো অকরুণ! এত পরীক্ষা ভঙ্গুর মানুষের উপর চালালে কত সে সইবে, শান্তিনগরের বাজারটা কাল পুড়িয়েছে।

এপ্রিল, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

১ এপ্রিল

বৃহস্পতিবার **১৯৭১**

রাত ৮-টা

এইমাত্র রেডিও পাকিস্তান করাচীর সংবাদে বলা হলো, হিন্দুস্তানী সেনা পাকিস্তান সীমান্তে অনুপ্রবেশ করেছে। গত রাতে নারিন্দার গৌড়ীয় মঠ, বাসাবো, বাড্ডায় আগুন জ্বালিয়েছে। আজ তেজগাঁয়ের খাদ্যগুদাম থেকে সমস্ত চাল-সরানোর সংবাদ পাওয়া গেল । চাটগাঁর কোনো খবর নেই । কারফিউ চলছে । প্লেন এর আসা যাওয়ার বিরাম নেই। কাল থেকে নাকি ব্যাঙ্ক সব খোলা হবে।

আট আনায় ৩টি পান কিনলাম ।

বাংলার ইতিহাস কে রচনা করবে?

২ এপ্রিল

শুক্রবার **১৯৭১**

রাত ৮-টা

গত রাতে জিঞ্জিরায় জমা অসহায় গৃহহীন নরনারীর উপর বোমা বেয়নেট গোলাগুলী বর্ষিত হয় । মিল ও কিছু কারখানা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ঢাকায় কামান গুলীর শব্দ শোনা গেছে। র্যাঙ্কিন স্ট্রীটে হিন্দু বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেডিও পাকিস্তান থেকে সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ অব্যাহত এবং সিলেট, চুয়াডাঙা, দিনাজপুর, যশোর, কুমিল্লা সীমান্তে ভারতীয় অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত বলে ঘোষণা করা হয়। ঢাকা শহর ও পুর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে শান্তিময় পরিবেশ বলেও ঘোষিত হল। কি পরিহাস ! নির্লজ্জ উক্তি! এর উত্তর কি দেওয়া যায়, কে দিতে পারে?

৩ এপ্রিল

শনিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

কাল সারারাত ও আজ দিনেও কোনো গোলমাল শোনা যায়নি। কিন্তু ৬টায় কারফিউর পরেই গোলার আওয়াজ শোনা গেল । আজ লুলুরা বাড়ী এল। ৮ দিনের পর। দুলুদের খবরটাও যদি পেতাম। যশোর কুষ্টিয়ার খবর ভালো নয়। কিছুই জানা যাচ্ছে না। কোথায় কি হচ্ছে। সংঘাতে সংগ্রামে অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, তার মধ্যেও আসে কোথা থেকে করুণ মধুর রস সঞ্চার। কিন্তু তাও সহ্য করার সাথী নেই। আমি চিরকালের বোকা, কিন্তু সবার কাছে শুনে শুনে আরও বোকা হয়ে যাচ্ছি। কাউকে খুশী করতে পারলাম না ।

৪ এপ্রিল

রবিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

গত রাতে সাড়ে ৯টায় গোলার শব্দ শুরু হল । সারারাত অবিরাম শব্দ পাওয়া গেছে । কোথায় কি হয়েছে জানা যায়নি। সারাদিন সারারাত প্লেন উড়ছে। রাশিয়ান কনসাল জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাথে দেখা করেছেন। প্রতিবাদও করা হয়েছে। ভারতীয় বেতার বহু আশা ও আশ্বাসবাণী প্রচারিত করেছে, কার্যকালে কি হয় জানা যাবে কখন? গণহত্যা জিঞ্জিরায়ও শুরু হয়েছে। আজ সকালেও জিঞ্জিরার দিক হতে গোলাগুলীর শব্দ পাওয়া গেছে। চাটগাঁর কোনো খবর নেই। আল্লাহ নেগাবান । আজ অনেক আমেরিকান, বৃটিশ ও অন্য বিদেশী পরিবার ঢাকা ছেড়ে গেলেন ।

৫ এপ্রিল

সোমবার ১৯৭১

রাত ৮টা

গতরাতে কোথায় যেন মেশিনগান চলেছে। নরসিংদিতে রাতে ধ্বংসলীলা চলেছে। সকাল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কারফিউ মওকুফ করা

হয়েছে। ঢাকার রাস্তায় লোক নেই। বাজার দোকান অস্বাভাবিকরূপে চলছে। রেডিও পাকিস্তান থেকে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা চলছে বলে ঘোষিত হচ্ছে। কত মায়ের বুক খালি করে সোনার সংসারকে ধ্বংস করে চলছে এখনও, আর শান্তির কথা বলছে! নির্লজ্জ ! এদের আত্মসম্মানও নেই ।

৬ এপ্রিল

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০টা

গতরাতে ২টা পর্যন্ত অবিরাম প্লেন উড়েছে। নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদি ধ্বংস হয়েছে। আজও নারায়ণগঞ্জে আগুন জ্বলছে । অন্য কোথায় কি হচ্ছে, খবর আর পাওয়া যাচ্ছে না । আমেরিকানরা বাড়ী রেখে, পরিবার পি. আই. এর প্লেনে পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ সারা সকাল প্লেন উড়েছে। গোলাগুলীর শব্দ পাওয়া গেছে খুব কম, অনেক দূরে। দম বন্ধ করা অস্বাভাবিক আবহাওয়ার ঢাকার আকাশ বাতাস ভার। কালরাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে । আজ জ্যোৎস্না প্লাবিত ধরা, কত মার বুক খালি, ঘর অন্ধকার ।

৭ এপ্রিল

বুধবার ১৯৭১

রাত ৮টা

আজ সকালে জমিলারা করাচী চলে গেল । কত মানুষ যে ঢাকা ছেড়ে, বাংলাদেশ ছেড়ে গেল । ঘোড়াশালের সার ফ্যাক্টরী বন্ধ বলে রাশিয়ান কর্মচারী অনেকেই আজ গেল । আজ রাশিয়ান নেতা পদগর্নির হুঁশিয়ারির বাণী দৈনিক পাকিস্তানে দিয়েছে, সাথে ইয়াহিয়ার প্রতিবাদও দিয়েছে। মিথ্যাবাদীরা নাকি মুসলমান, পাকিস্তানী, এত মিথ্যা বলতে পারে। মাহমুদ আলী, হামিদুল হকের বিবৃতিও উঠেছে। ভীরু ভীতু শয়তানের গোলামরা যে কি করে এসব কথা বলে । আজ ঢাকা থমথমে, বেশী প্লেন উড়ছেনা। গুলীগোলার শব্দ নেই। ফতুল্লা থেকে ডেমরা পর্যন্ত সাঁজোয়া বাহিনী ওৎ পেতে আছে শোনা গেল । চাটগাঁর কোনো খবর নেই ।

৮ এপ্রিল

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

সারাদিন প্লেন উড়ছে। বেতারে নানা বেচাল প্রচারিত হচ্ছে। বীভৎস মৃত্যুর অন্ত নেই । আজ সৈন্যবাহিনী আরিচামুখী । সমস্ত দেশ ধ্বংস করে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা প্রচার করছে তারা কি মানুষ? রাত ৯টায় কারফিউ হয়েছে। কিন্তু রাস্তাঘাট সন্ধ্যা থেকে নিঝুম। এ নীরবতা মৃত্যু শীতল ভয়াবহ। তবুও প্রচারের অন্ত নেই যে, দেশ স্বাভাবিকভাবে চলছে ।

আজ ৮ তারিখ, বিবাহিত জীবনের বত্রিশ বছর পূর্ণ হল । কত পথ—কত কাল পাড়ি দিয়ে এলাম । আরও কতকাল যে বাঁচব । চাটগাঁর কোনো খবর নেই, শাব্বীরের চিঠি নেই। সিলেটের খবর নেই।

৯ এপ্রিল

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১১টা

কাল সারারাত আজ সারাদিন প্লেন উড়ছে। কারফিউ থাকা সত্ত্বেও ১০টায় কাছেই গুলীর আওয়াজ পাওয়া গেল । সন্ধ্যায় আগুন ধূম দেখা গেল হয়ত ২ বা ৩ নং রাস্তার দিক থেকে । সব ট্রাক বোঝাই মিলিটারী আরিচার দিকে কাল গেছে। আজও শহর নীরব নিঝুম । কোথাও কোনো খবর নেই । বিদেশী রেডিও শুধু সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, আর হুশিয়ারি বাণী প্রেরণ করছেন। পাকিস্তানী রেডিও শুধু মিথ্যা প্রচার করেই কর্তব্য সমাপ্ত করছেন । এই নাকি পাকিস্তান! ইসলামী রাষ্ট্র!

১০ এপ্রিল

শনিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ জানা গেল কাল সন্ধ্যায় নিউ মার্কেটের কাঁচা বাজারটা পুড়িয়েছে।

এখানে ওখানে হত্যাকাণ্ড চলছে। সারা দুনিয়ায় মানুষকে মিথ্যা সংবাদ দিচ্ছে রেডিও পাকিস্তান এবং খবরের কাগজগুলো। চোখে দেখছি ঢাকার অবস্থা, শোকে ক্ষোভে অসহায়তায় মানুষ অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। আর, রেডিওতে মিথ্যা প্রচার হচ্ছে। বি বি সি, ভোয়া, ইন্ডিয়া রেডিও থেকে সবাই জেনে নিচ্ছে সত্যিকার অবস্থা ঢাকার। গতকাল টিক্কা খান বি. এ. সিদ্দিকীর কাছে শপথ নিয়ে গভর্ণর হল । বোমারু প্লেন উড়ছে, বোমা ফেলে আসছে, চাটগাঁ, রাজশাহী, খুলনা। দিনাজপুর, সিলেট, কুষ্টিয়ার খবর সঠিক কেউ বলতে পারছে না। আজ নাকি নৌবহর সেনা বরিশাল গেছে ।

১১ এপ্রিল

রবিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ চাটগাঁয়ের কিছু খরব পেলাম, মন্দের ভালো। আল্লাহ নেগাবান। ফেনীতে নাকি ২টা বোমারু বিমানের পতন হয়েছে, লালমনিরহাট, কুষ্টিয়া অন্য অন্য জায়গায় নাকি মুক্তিসেনারা জয়ী হচ্ছে। হচ্ছে কিন্তু নিরস্ত্র মানুষ কত যুঝবে? সারারাত প্লেন উড়েছে । বিকাল থেকে কিছুটা কম । আজ ঢাকায় আদেশ দেওয়া হয়েছে যানবাহন, ই. পি. আর. টি. সি'র রুট খোলা হয়েছে, কিন্তু মানুষ কোথায়? আসছে যাচ্ছে কারা? ভয় নয় ভীতি নয়, ঘৃণা ও মৃত্যুর জন্য শূন্য জনপদ ।

১২ এপ্রিল

সোমবার ১৯৭১

রাত ৯টা

৩দিন থেকে প্রবল বৃষ্টির জন্য দু'দিন বোম শেল-এর শব্দ শোনা যায়নি, কাল সারারাত বৃষ্টির জন্যই হয়ত প্লেনও ওড়েনি। বেতারে খবর পাওয়া গেল শিলাইদহর রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ীতেও বোমা ফেলেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ ওদিকে চলছে। ঢাকার রাস্তাঘাট জনশূন্য। সদরঘাট টারমিনালে লঞ্চ, নৌকা জাহাজ কিছুই নেই। শহর ছেড়ে অসহায় গ্রামবাসীদের ধ্বংস করার জন্য ঢাকায় সামরিক অত্যাচার খুব বেশি শোনা যাচ্ছে না । অনেক প্রসিদ্ধ নাগরিক, ধনিক, ব্যবসায়ীদের আকস্মিক ধরপাকড়ের কথা শোনা যাচ্ছে। সঠিক কোনো

খবর নেই। মীরপুরের কোনো খবর পেলাম না । আজ অবজারভারে বন্দী দেশ নেতার— শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখা গেল। হোক বন্দী, তবু যেন বেঁচে থাকে। মেঘ কেটে যাচ্ছে, আবার সূর্য উঠবে। আল্লা যেন দীর্ঘপরমায়ু দেন ।

১৩ এপ্রিল

মঙ্গলবার ১৯৭১

চুয়াডাঙ্গা স্বাধীন বাংলার রাজধানী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন। নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামানকে নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়েছে। ভারতীয় বেতার থেকে প্রচারিত, অস্ট্রেলিয়ান বেতার থেকে সমর্থিত। খরব সত্য নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন । শাহজালালের দরগা ধ্বংস করারও খবর পাওয়া গেল । প্রবল গোলাবর্ষণে চাঁদপুর, সিলেট, রাজশাহী, পাবনা, চট্টগ্রাম বিধ্বস্ত । বৃষ্টির দরুন বাংলায় সেনাবাহিনীর অসুবিধার কথাও বলা হয়েছে। ভারত, রাশিয়া বাংলাকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক। সিলেটের বিমানবন্দরে শালুটিকরের রাডার যন্ত্র বাংলা বাহিনী নষ্ট করে দিয়েছে। দিনাজপুরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলেছে ।

১৪ এপ্রিল

বুধবার ১৯৭১

রাত ১০টা

গতকাল ১৪০ জনের শান্তি মিছিল। পথে পথে শান্তির বাণী শুনিয়ে রাতে চকবাজার পুড়িয়েছে। সারাদিন বোমারু বিমান হেলিকপ্টার উড়েছে। সাভার থেকে এসে দুধওয়ালারা মীরপুর পুলের উপর রক্ত স্রোত দেখে ফিরে গেছে। সিলেট দিনাজপুর নাকি আবার মুজিব বাহিনীর হাতে এসেছে । ঢাকা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে পাক-মুজিব বাহিনীতে। কিন্তু কোথায় সঠিক জানা যায়নি। বৃষ্টি থেকে থেকে ঝরছে। ভাইয়ার খবরও পেলাম। রাতে ৩দিন ধরে কোড, এ কারা কথা বলে বোঝা যায়না । পৌনে বারটা থেকে প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চলে ।

১৫ এপ্রিল

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজ ১লা বৈশাখ । নববর্ষ, ১৩৭৮ সনের প্রথম দিনে। প্রতি বৎসর ভোরে রমনার ফুল পাতা শোভিত বটের ছায়াতলে নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠান হত । আজ সকালটা বিষণ্ণ মলিন, রাতে বৃষ্টি হয়েছে। ভোর থেকে প্লেনে বোমা ফেলছে মধুপুর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, গঙ্গাসাগর, সমস্ত দেশব্যাপী। শয়তানীর সীমা আছে। গুটিয়ে আনতে হবে একদিন ওদের অত্যাচারের ফাঁদ। লাখ মানুষের জীবনদান ব্যর্থ হবে না, আজ নববর্ষে এ প্রার্থনা সর্বমানুষের অন্তর থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। মুজিব জিন্দাবাদ। বাংলার সন্তান, শহীদেরা অমর। নববর্ষে যেন সূচিত হয় বাঙালীর নবজীবনের দীপ্তিময় পথের সূচনা

১৬ এপ্রিল

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজ বৃষ্টি নেই। সিলেট ময়মনসিংহ, কসবা, চুয়াডাঙায় বোমাবর্ষণ চলেছে। ঢাকা আজও অস্বাভাবিক। খবরের কাগজে খুব মিথ্যা প্রচারণা চলছে। কাল সন্ধ্যায় মাগরেবের আজান হচ্ছে আর নিউমার্কেট-এর পিছনের বস্তিতে আগুন জ্বলছে । কাল বেলা ১১টায় আঠার নম্বরের ওদিকে এক বাড়ীতে গুলী চলেছে মানুষে মেরেছে, ঘরে বসে শব্দ শুনলাম, আগুন দেখলাম। শহীদ মিনারকে মসজিদ বানাচ্ছে। গত পরশু রাত ও দিনে ভারত থেকে কামরুল সত্য ঘটনা বলেছে। ওরা বাঁচুক । আর কে যে কোথায় ঘর ছাড়া দেশ ছাড়া । আল্লাহ্ ওদের নেগাবানী করবেন । শাব্বীরের কোনো চিঠি পাচ্ছি না । আজ শমুরা চলে গেছে। ভালোভাবে যেন গিয়ে পৌছায় ।

১৭ এপ্রিল

শনিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

দুপুর ৩টা থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, এও আল্লাহর রহমত । কসবা, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হচ্ছে । কোথাও কোনো পথঘাট খোলা নেই। কাগজে জঘন্য মৃত্যুর প্ররোচনা, মিথ্যা প্রচার চলছে। মেহেরপুরে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার কথা শোনা গেল । যে যেখানে আছে যেন আল্লাহ হেফাজতে রাখেন। বড় দুঃখ, বড় শোকের ব্যাপার মেহেরুন নেসা, তার মা, দুই ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ যেন এই নিষ্পা অসহায়দের রক্তের বিনিময়েই বাংলাদেশকে স্বাধীন করেন । আর কত রক্ত, কত প্রা দিতে হবে! বাংলার লাখ লাখ মানুষ কাদের হাতে কোন মোনাফেকের হাতে মরছে । আল্লাহ কি দেখছে না!

১৮ এপ্রিল

রবিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ বিকাল ৪টা ফোনের উপর ফোন করে নুরুল কাদের এডভোকেট আমাদের বাড়ী আছে কিনা, কোথায় সে থাকে জিজ্ঞাসাবাদ হল । আমি আওয়ামী লীগের মেম্বার কিনা উনি মেম্বার কিনা, আমি কি করি, কখন কোথায় থাকি, রিলিফে কোথায় কোথায় গিয়েছি, এন্টি পার্টি করি কিনা জিজ্ঞাসা করল, বাড়ীর ঠিকানা রাস্তার নম্বর উর্দু ভাষায় জেনে নিল ।

পাকিস্তানের রেডিওতে শালুটিকর বিমানবন্দর বলে কোনো বন্দরই নেই বলা হল। টিক্কা খানের ভাষণে সামরিক কর্মচারী, ই. পি. আর.-এর কর্মচারীরা কাজে যোগ না দিলে নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হবে বলে প্রচারিত হল। নাস্তানাবুদ করতে বাকি আছে কি? বাংলা বাহিনী চুয়াডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, দিনাজপুরে তার জয় নিশান উড়াচ্ছে। ভারতে পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনার হুসেন আলী পাকিস্তানি অফিসে জয় বাংলার পতাকা উড়িয়েছে ।

বৃষ্টি আজ এখনও হয়নি। শাব্বীর এর কোনো খবর পাচ্ছি না।

১৯ এপ্রিল

সোমবার ১৯৭১

রাত ১০টা

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, টাঙ্গাইল ও ঢাকার উপকণ্ঠে প্রচণ্ড গোলাগুলী চলছে। গত রাতেও মীরপুরে আগুন ধরিয়েছে। রিলিফের জন্য দেওয়া কপ্টারগুলো আজ বাংলার মানুষের উপর বোমাবর্ষণ করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত বিশ্ব এই অন্যায় অবিচারে প্রতিবাদে মুখর, কিন্তু সক্রিয় অংশ কে নিচ্ছেন বোঝা যায় না। ভারত বাংলার শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে। নির্লজ্জ পাক-বাহিনীর লজ্জা শরম নেই। ইমান নেই। পদস্থ কর্মচারীর লাঞ্ছনা পশুর অধম সেনাবাহিনীর হাতে দিন দিন বেড়ে চলেছে। আজ বৃষ্টি নেই। বৈশাখী দিন অবসন্ন, ম্লান, বিষণ্ণ ।

২০ এপ্রিল

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজ আবার সিলেট, ভৈরব, কসবা আর ঢাকার কাছে কালিগঞ্জে প্রচণ্ড বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। ঢাকার আকাশে আজ খুব কম প্লেন চলেছে। কেমন থমথমে ভাব। বাড়ীর সামনে ৩দিন থেকে সন্দেহজনক লোককে পায়চারী করতে দেখা যাচ্ছে । নিউ মার্কেটে দোকানপাট বেশীর ভাগই বন্ধ দেখা যায়। কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছে না । বস্তির বাসিন্দারা ঢাকা ছেড়ে বেশীর ভাগ চলে গেছে। সরকারী কর্মচারীরা প্রাণের ভয়ে কেউ কেউ কাজে যোগ দিচ্ছেন। সব কিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে বলে রেডিও খবরের কাগজে প্রচার হলেও অফিস, বাজার ফাঁকা। ৫টার পর রাস্তাঘাটে লোক চলাচলও কম ।

আজ বৃষ্টি নেই আকাশ বাতাসও থমথমে ।

২১ এপ্রিল

বৃদ্ধার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজ ইকবাল দিবস। ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি । কিন্তু খাস পাকিস্তানী বলে যারা দাবী করেন, তারা এর কি মর্যাদা দিচ্ছেন আজ?

কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ময়মনসিংহ মুক্তিফৌজের দখলে, সিলেটও। বৃষ্টি কালরাত থেকে বেশ হয়েছে। আল্লাহর রহমত । শহরে সামরিক গতিবিধি আজ শ্লথ। কোনো গ্রাম বা শহরের খবরাখবর বা লোক চলাচল নেই। মিথ্যা প্রচার চলছে।

করাচী প্লেন' এর টিকিটও পাওয়া যায় না । হেলিকপ্টার খুব উড়ছে বোমারু প্লেন আজ দেখা গেল না। সীমান্তে কি হচ্ছে আল্লাহ জানেন ।

২২ এপ্রিল

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ শাব্বীর রোজীর টেলিগ্রাম পেলাম । আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে দেওয়া হল, আমরা ভালো আছি। দুলুদের কওসরের সঠিক খবরটা পেলেও আল্লাহর কাছে শোকর করতাম ।

সকাল থেকে খুব প্লেন উড়েছে, সিলেট পাক বাহিনীর দখলে। মিলিটারী গাড়ী চলছে। রাতদিন থমথমে ভাব। ফরিদ আহমদ যে বিবৃতি দিয়েছিল তাতে করে সরকার তথা সেনাবাহিনীর উপকার না হয়ে অপকারই হয়েছে। মিথ্যার পাপ ওদেরকেই গ্রাস করবে । বাঙালী বিনা দোষে অনেকেইত মরেছে আরও মরবে। দিন দিন খাবার দাবার জিনিস দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। দেখা যাক, কতদিন আল্লাহ খাওয়ায় ।

২৩ এপ্রিল

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১০টা

গত ২৩শে সকালে ছায়ানট-এর গণসঙ্গীতের আসর হয়েছিল। আজকের সকালটি সে দিনের মতো সোনা রাঙা ঝলমলে ছিল, কিন্তু সেদিনের তারা আর আজ অনেকেই নেই। অনেকেই নেই। অনেকেই আবার ঘর ছাড়া, স্বজন ছাড়া হয়ে কে যে কোথায় আছে আল্লাহ জানেন। যে যেখানে আছে, আল্লাহ যেন নেগাবান থাকেন ।

গতরাতে নাকি ইন্ডিয়া রেডিওতে আমার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে। আমরা শুনিনি, কিন্তু আজ ভোর ছটা থেকে যত লোক পেরেছে ফোন করেছে, এসেছে, খবর নিয়েছে। আহা, যদি আমার প্রাণের বিনিময়ে একটিও প্রাণ বাঁচত, কত সার্থক এ জীবন হত। আমি ত বাঁচতে চাই না কিন্তু নিঠুর, কঠোর আমাকে যে বাঁচিয়েই রেখেছে, আরও কি লীলার জন্য কে জানে !

২৪ এপ্রিল

শনিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

সকালটা ঝলমলে রোদে সুন্দর হয়ে এসেছিল। ভোরে অনেক দূরে গোলার শব্দ পাওয়া গেছে। বিকাল থেকে মেঘ করে সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ গুজব ছিল, ঢাকায় অবাঙালীরা গত ২৫ তারিখের চট্টগ্রাম দিবস পালন করবে ঢাকায় বাঙালী হত্যা করে, কি কারণে এখন পর্যন্ত তারা এগিয়ে আসেনি। অবশ্যই এখন মাত্র সন্ধ্যা, রাত বেশী হতে কি হয় বলা যায় না। শহরে মিলিটারী তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে। আজও সারা দিন আমি বেঁচে আছি কি না জানতে কত লোকের আনাগোনা হয়েছে । আমার মৃত্যু কিভাবে হবে জানি না। তবে দেশের, দশের ভালোর জন্য যেন হয় । কুমিল্লার কোনো খবর পাচ্ছি না। আমি ত বেঁচে আছি। কিন্তু নীলিমা ইব্রাহিম কোথায়? সেই জন্য বুঝি রেডিওতে আমাকে আমার বেঁচে থাকার ঘোষণা করতে দেওয়া হয়নি ।

২৫ এপ্রিল

রবিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

ঠিক ১ মাস পর ঢাকার পথে বের হলাম । কি দেখলাম । প্রায় শহরটাই ঘোরা হল, জনমানবহীন রাজপথ । প্রধান প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থান ধ্বংসস্তূপ। স্বাভাবিকভাবে চলছে বলে পাক রেডিও, খবরে কাগজে যা প্রচার করছে তা সবই অস্বাভাবিক । এই ঢাকায় দিকে দিকে এখনও মরণযজ্ঞ চলেছে— এর শেষ পরিণতি কি আল্লাহ জানেন । গত রাতেও দূরে কামান গর্জন শোনা গেছে। আজ সকালেও প্লেন উড়েছে । বিকালে বৃষ্টি হয়েছে, কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর রহমত। দলে দলে সেনাবাহিনী ধানমণ্ডি স্কুলে এসেছে। শেখ সাহেবের বাড়ীতে ভিতরে আলো জ্বলছে, লোকজনও আছে বলে মনে হয়। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না ।

২৬ এপ্রিল

সোমবার ১৯৭১

রাত ১০টা

গতকাল গেছে স্মরণীয় ২৫শের রাত। বাংলার মাটি মা সন্তানশোণিত সিক্ত হয়েছে। পৈশাচিক হত্যালীলায় মুসলমানকে মুসলমানের হাতে নির্বিচারে প্রাণ দিতে হয়েছে। রাত ১২টার পর যে ধ্বংস যজ্ঞ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তার পুনরাবৃত্তি চলছে। বাংলার সন্তানও তার সাহস বীর্যে শক্তিতে আল্লাহর পরম অবদান লাভ করে বিশ্বনন্দিত হয়েছে। কিন্তু পথে পথে ঘরে ঘরে যে মায়ের বুকের শিশু, স্বামীর পাশে স্ত্রী, স্ত্রীর পাশ থেকে স্বামীকে, তরুণ তাজা যুবকদেরকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছে তার প্রতিফল আল্লাহ করে দিবেন। আজ বৃষ্টি নেই সারাদিন ধরে বোমারু প্লেন উড়েছে, বরিশালে গানবোট থেকে পাশের গ্রামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

২৭ এপ্রিল

মঙ্গলবার **১৯৭১**

রাত **১১**টা

আজ পবিত্র রবিউল আউয়ালের প্রথম দিন। পুণ্যপূত অবিস্মরণীয় মানুষের জন্ম মাসের প্রথম দিন । তার পুণ্যে দুনিয়ার মানুষের মঙ্গল হোক, এই প্রার্থনা মানববন্ধু । আর্তের ত্রাতা, তার মানবতার ধর্ম ইসলাম। তার এই অবমাননা যারা করছে তাদের চৈতন্য হোক। আজ শের-এ-বাংলার নবম মৃত্যু বার্ষিকী। শয়তানের চক্রে কোন পুণ্য, কোন মঙ্গল, কোন আনন্দ, সুন্দরের শান্তির বিকাশ হতে পারে না। স্তব্ধ নগরী ঢাকা আজ সমস্ত আনন্দ উৎসব পুণ্য, কর্ম হতে বিরত। হযরত রসুলে করিমের দোওয়ায় এ শয়তানির কদর্যতার অবসান হোক ।

২৮ এপ্রিল

বুধবার **১৯৭১**

রাত **১০**টা

আজ চাটগাঁ থেকে ফোন পেলাম । কওসর জাহেদের খবর পেলাম ওরা ভালো আছে । হাজার শোকর আল্লাহর কাছে। নওয়াব আজ চাটগাঁ গেল। আজ সকাল থেকে মিরপুরে গণ্ডগোল। ৭৫ জন মেরেছে, ২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাবনা, আরিচার ২টি কোচ বিহারীরা আটকে সবাইকে মেরেছে। রেশনে কিছু নেই, চাল, গম, তেল, চিনি, নুন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। কাগজে ছবি দেওয়া হচ্ছে, রেডিওতে বলা হচ্ছে, ঢাকার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক হবে একদিন ইনশাআল্লাহ্!

২৯ এপ্রিল

বৃহস্পতিবার **১৯৭১**

রাত **১১**টা

নিত্য দুঃখের পুনরাবৃত্তি যা লিখতে ভালো লাগে না। আমার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে এত লোক অস্থির! আহা! যদি আমার মৃত্যু দিয়েও কিছু মাত্র ভালো

হত এ দেশের কি তৃপ্তি ছিল তার জন্য । কিন্তু আমার মরণ নেই । আরও কি কি যে দেখব জানি না । এত অত্যাচার এত হিংসা এত হত্যা, তবুও আমার মন আশা করছে মঙ্গলের, কল্যাণের । খুব যে হতাশ আমি হতে পারি না, তাই দুঃশ্চিন্তায় আমার শরীর বা মনও অবসন্ন হয়নি এখনও। সবার খবর কিছু কিছু পাচ্ছি, এও এক সান্ত্বনা। যদি আমার মতো মেহেরুননেসার মৃত্যু সংবাদটাও মিথ্যা হতো !

৩০ এপ্রিল

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১০টা

দানব দল শহরের আওতা ছেড়ে গ্রামে গ্রামে হানা দিচ্ছে। অসহায় সরল নিরস্ত্র জনতা, আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই, তারা দলে দলে মরছে। ২টি কোচ শুদ্ধ ৪০ জনকে অবাঙালীর দ্বারা হত্যা করানো হয়েছে। এদের রক্তে দেশের পাপ অভিশাপ সব কিছু ধুয়ে তুমি পাক কর, পবিত্র কর, বাংলাদেশের মানুষকে মানুষের মতো বাঁচাও, আল্লাহ! তুমি শোনো ।

মে, ১৯৭১

একাত্তরের .

ডায়েরী

১ মে

শনিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজ মে দিবস। সারা দুনিয়ার মেহনতি মানুষেরা এক হোক, জাগুক মানবতা। বিশ্ব নবীর উদাত্ত আদেশ— সব মানুষ এক, এ সত্য মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান যে দম্ভে পদদলিত করছে তার সে দম্ভও যেন জন জাগরণের পদতলে পিষ্ট হয়। আজ পাকিস্তানকে গোরস্থানও বলা যায় না, যায় শশ্মান, মহাশশ্মান । মুসলমান যারা, যারা না খেয়েও রোজা রাখে, নামাজ পড়ে ছিন্ন জায়নামাজ পেতে, তাদেরকে হত্যা করে, পুড়িয়ে মেরেছে। আল্লাহ, তুমি কি করে এ সব সহ্য করছ? অসহায় নিরস্ত্র মানুষ, নারী শিশু তরুণ বৃদ্ধ কাউকেইত বাদ দেয়নি এ পিশাচ দল। সব তোমারই ইচ্ছে? বিশ্বাস করি না!

২ মে

রবিবার ১৯৭১

রাত ৮টা

প্রেত নগরী ঢাকা আজাবের করাল আভাস। গ্রামীণ জীবন দুর্বিষহ, মহামারীর কবলে অসহায় কান্নায় মরছে ।

আজ ১৮ই বৈশাখে কাল বৈশাখীর আভাস কিছুটা পাওয়া গেল। মাগরেবের নামাজ পড়ে উঠে দুলুর ফোন পেলাম । ওরা ভালো আছে, খবর পেলাম । এই হাজার শোকর । বাঁচলে একদিন দেখা হবে।

৩ মে

সোমবার ১৯১

রাত ৯টা

আজ রেডিও পাকিস্তান থেকে আমি বেঁচে আছি, এই সাক্ষাৎকার রেকর্ড হল। বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব । ইনশাআল্লাহ, এই বাংলাদেশকে আবার সুখী সমৃদ্ধি শান্তিময় রূপে দেখে তবে মরব। আজ দুপুর বেলাই কাল বৈশাখী দেখা গেল।

সকাল থেকেই মেঘে মেঘে বেলা গেল । কালরাতে কালা-আলুর ৩টা বাচ্চা হল, আর ৩টা বিড়াল তা ভাগ করে নিল । এখন বাচ্চাগুলো নিয়ে কালা-আলু ঘুমাচ্ছে। গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত। পাক সৈন্যও মরছে কম না। ধীরে ধীরে সুস্থ ছেলেদের ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে রক্ত নিচ্ছে রক্ত শোষার দল । ক'দিন চলবে এ অত্যাচার দেখা যাক ।

৪ মে

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০টা

৩ দিন প্রচণ্ড কাল বৈশাখীর পর আজ ঝকঝকে রোদে ভরা দিন । ৪টা বোমারু প্লেন ২দিন থেকে সামনে উড়ছে। সীমান্তে কি হচ্ছে, কত লোক প্রাণ দিচ্ছে তার হিসাব নেই। আমার বাঁচার খবরে ভারত থেকে আমেরিকা পর্যন্ত এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে । বেঁচে আছি । কিন্তু কি দরকার ছিল আমার এ থাকার । কত গুণী, জ্ঞানী, সাধু, সংসারী, কবি, শিল্পী, গায়ক আজ হত প্রাণে, গৃহহীন। আমার মৃত্যু দিয়ে যদি কিছুও বাঁচত, এ জীবন সার্থক হত। আমার মনে ভয় নেই, ভাবনাও বড় নেই কিন্তু দুঃখের আফসোসের যে অন্ত নেই!

৫ মে

বুধবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আমার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা জেনে কাল রাত পৌনে ১১টায় আকাশবাণীতে দেবদুলাল বাবু যে কণ্ঠে যেভাবে সকলের হয়ে রেডিও পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানালেন, যদি তার সাথে অন্য মৃত্যু সংবাদও মিথ্যা বলে প্রমাণ করত রেডিও পাকিস্তান, তবেই না এর সার্থকতা সম্পূর্ণ হত। অর্বাচীনের দল, কেঁচো খুঁড়তে যে সাপ বের হবে তা রুখবে কি করে দেখা যাবে ।

৬ মে

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আকাশবাণী থেকে কিছু খবর শুনলাম। হানাহানির বিরাম নেই। যেই মরছে মায়ের বাছারা, সন্তানে পিতা, স্ত্রীর স্বামী, বোনের ভাই কত ঘর শূন্য হয়ে যাচ্ছে । মানষের কোনো সঠিক খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। বোমারু প্লেন উড়ছে ত উড়ছেই, জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর ঘৃণা জন্মে যাচ্ছে, বিজ্ঞান যত মারণাস্ত্র তৈরী করেছে জীবন বাঁচাতে তার অর্ধেকও করে উঠতে পারেনি ।

৭ মে

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ সারা দিন বৃষ্টি । নিম্নচাপ ঘনিয়ে আসছে, চট্টগ্রাম, চালনায় ২নং বিপদ সংকেত দেওয়া হয়েছে। আজ মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। বৃষ্টির দরুন হলনা। হায় বিশ্বনবী! হায় মানব বন্ধু! তোমার নাম নিয়ে শয়তানেরা একি খেলা শুরু করেছে। মহান তুমি! শরণার্থীর আশ্রয় তুমি। আজ তোমার নামে মানবতার অবমাননা কি বীভৎস রূপে চলছে। এর নিরসন হোক তোমারই পুণ্য নামের বরকতে। মিল্টনদের বাড়ীতে মিলাদে গেলাম, মন ভরল না ।

৮ মে

শনিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ সারা-বিশ্বের মহান মানবের জন্ম-মৃত্যু দিবস। ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী । কতবার কত সভা সমিতি, স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটি আমাদের মহিলা সমিতি প্রত্যেকটিতে, এ পবিত্র দিবসটি উদ্যাপিত হয়েছে, কি আনন্দ, কত সমারোহে। আজ জালেমরা এ দিনটিকে বিষণ্ন বিষাক্ত অপবিত্র করে পালন করছে, ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয় । আজও আখাউড়া, সিঙ্গারবিল, লালমনিরহাট-এ

গোলাগুলী চলছে। আজও পথ থেকে ছেলেদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। আজ একজন নিজের চোখে দেখে এসে বল্ল, দুটি মেয়েছেলেকে মিলিটারী গাড়ীতে করে এনে স্কুলে ঢুকলো। আল্লাহ কি এসব দেখছে না ।

৯ মে

রবিবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজ পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বকবি একজন মহামানুষের জন্মদিন। কোথায় আমার 'ছায়ানট', কোথায় সনজীদা, সুকণ্ঠ পাখীরা আমার! সূর্য উদয়ের সাথে সাথে রমণীয় রমনার বটতলায় লাখো মানুষের সমাবেশে বিশ্বকবির বন্দনাগানে একাত্তরের ডায়েরী ঝংকৃত আকাশ বাতাস মুখরিত করা দিনগুলো । কবে আবার ফিরে আসবে সেই দিন ! আজ মেহেরের বোন এসেছিল, কি নির্মম নিষ্ঠুরভাবে মেহের তার দুই ভাই মাকে শয়তান বিহারীরা হত্যা করেছে, আহা! সোনার মতো শিশুর মতো কবি মেহেরুননেসা। সেই ২৫ তারিখ রাতেই জালিম কাফের ওদের হত্যা করেছে। মেহেররা ত শহীদ হয়েছে। এই জালেমদের আল্লাহ কি করবেন, আল্লাহই জানেন ।

১০ মে

সোমবার ১৯৭১

মে ১০, সোমবার। রাত ১০টা

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, বুদ্ধের জন্মতিথি। উনিও ১০ তারিখেই জন্মেছিলেন। সারাদিন মেঘ-বৃষ্টিতে দিনটি বিষণ্ন মলিন। এও এক দিকে মঙ্গলকর। মহাপুরুষরাও ত পৃথিবীতে কম জন্ম নেননি, কিন্তু ধরার দুর্গতি ঘুচল কি? চিরকাল ধরে উত্থান পতন, দুর্গতি যুদ্ধ মহামারী দুর্ভিক্ষ চলেই আসছে। সেই যে এক অদৃশ্য বিশ্বনিয়ন্তা অলক্ষ্যে কি লীলা খেলায় মত্ত আছেন তার কিনারা কে কবে করতে পারল? কিন্তু নারীর উপর যে অত্যাচার চলছে তার কি প্রতিকারও তিনি করবেন না।

মামুনের কোনো সঠিক খবর আজও নেই। আছে, না মেরেই ফেলেছে কে জানে।

১১ মে

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০টা, আজ গজারিয়ার দানব দল হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেল । শহরে চোরাইভাবে অবাঙালীদের দিয়ে গুপ্তহত্যা চালানো হচ্ছে। সমস্ত সভ্য দেশ এখন পর্যন্ত শুধু ভাষণ দিয়েই যাচ্ছেন। কোসিগিনের চিঠির কোনো জওয়াবই পাকিস্তানী প্রধান এখনও দেননি I

চিনি পাওয়া যাচ্ছে না। সরষের তেল নেই। কেরোসিন অগ্নিমূল্য। রাস্তায় বের হওয়া যায় না । এ কি স্বাভাবিক শহর!

১২ মে

বুধবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ মিরপুরের অদূরে আমিন নগরে গোলা চালিয়ে বহু লোক মেরে ধান ক্ষেত পুড়িয়ে দিয়ে জালিমরা আরও গ্রামে গ্রামে হানা দিয়েছে । কাকে মারছে ওরা । নিজেরা এক অক্ষর কলমা দরুদ জানে না । মদে মাৎসর্য্যে বিভোর। তারা আবার বাঙালীদের কাফের বলে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে।

মামুনের কোনো খবর কেউ দিতে পারছে না। শোভার হার্টফেল করে মৃত্যু সংবাদটি কি বড় বেদনাদায়ক । আহা! বাচ্চা মানুষ, এই মৃত্যু তার ছিল ।

১৩ মে

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আমার বাছা শোয়েব শহীদ হয়েছে আজ ৮ বছর পূর্ণ হল। আজ ঘরে ঘরে আমার মতো অনেক বুক খালি করা মায়েরা আছে। আমার চোখের পানি ত কবেই শুকিয়ে গেছে ওদেরও চোখ বুক আজ শুকনো। সব মায়েদের বুকের ধনের বিনিময়েও কি আল্লাহ বাংলার সব অবশিষ্ট সন্তানদের জয়লাভ করতে দিবে না। নিশ্চয়ই দিবে। কোথায় শোয়েব? এইত আছে! বুকভরে আমার

বাজান। আমার শোভন । আমার বাজান। তোর নিষ্পাপ রক্তের বদলে বাংলার মাটি স্বাধীন হোক ।

১৪ মে

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ৯টা

৭টা বোমারু প্লেন উড়ছে। এখনও মুন্সিগঞ্জে বরিশাল পটুয়াখালীতে পামররা গোলাগুলী চালাচ্ছে। সাংবাদিকদের দেখাবার জন্য শহর ও শেখ সাহেবের বাড়ীর রূপ পাল্টাতে ওরা কত না চেষ্টা করল । কিন্তু কার চোখে ধুলা দেবে।

১৬ মে

রবিবার ১৯৭১

রাত ১১টা

বৈশাখ শেষ হয়ে জ্যৈষ্ঠ এল। আজ ১লা জ্যৈষ্ঠ। ফুলে ফলে ভরা সে বাংলাদেশ কি আর আছে।

১৭ মে

সোমবার ১৯৭১

আশপাশের বাড়ীতে মৃত্যুর বিভীষিকা, সন্তানহারা জননী, স্বামীহীনা স্ত্রী পিতৃহীন শিশুর মুখ দেখি। গ্রামে গ্রামে মরণ লীলা। শহরের পথে সন্ত্রস্ত পথিকের নিঃশব্দ পদচারণা । তবুও হারামজাদারা স্বাভাবিক অবস্থাই বলে যাচ্ছে । শুনি নারী দেহ নিয়ে কামার্ত পশুরা ছিনিমিনি খেলছে। তরুণ তাজা কিশোর যুবকের রক্ত শুষে নিচ্ছে । আল্লাহ আর কত শোনাবে, কত দেখাবে। এবারে শেষ কর প্রভু। আজ ইডেন বিল্ডিংয়ে, মতিঝিলে ২টি ব্যাংকে ও নিউমার্কেটে টাইম বোম ফেলে গেছে। কোনো কাগজে খবর বের হবে না জানি ।

১৮ মে

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজ সারাদিন পাগলের মতো বোমারু প্লেন, হেলিকপ্টার উড়ছে অনেক । জাহেদের সাথে কথা হল । যার উপর যেভাবে অত্যাচার হয় তার সেইভাবেই ভোগান্তি । বাচ্চা দুটির খবর নেই। কাল রাত থেকে যা গরম পড়েছে, বোম্বিং করার সুবিধাও খুব, রকেট হাইজ্যাক করার খবরও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু জানতে কারুর বাকী নেই ।

১৯ মে

বুধবার ১৯৭১

রাত ১১টা

কি করে যে দিনরাত কেটে যাচ্ছে, আল্লাহ'ই জানেন। সোনার বাংলার সোনার ছেলেরা আর ক'টি রইল । চোখ বেঁধে মিলিটারীরা কোথায় নিয়ে যায়। ঘরে ঘরে মা বোন বধূদের এত আর্ত হাহাকার আল্লাহর কানে পৌছায় না, এই আশ্চর্য । আতঙ্কে মায়ের রাত দিন কাটছে। মেয়েদের ইজ্জতের ভয়। প্রাণের ভয় কারুরই নেই । এ এক অসীম সংহতি । মীর জাফরের দলে যারা আছে, তারা নির্মূল হবে একদিন অন্য ভাবে। যেমন হয়েছিল মীর জাফর, মীরন। আজ ঢাকায় হাত বোমা পড়েছে ইডেন বিল্ডিং, মতিঝিলে ২টি ব্যাংকে, নিউমার্কেটে। আরও কি হবে কে জানে । বোমারু প্লেন উড়ছে পাগলের মতো। দারুন গরম পড়েছে।

২০ মে

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

তিক্ত বিরক্ত মন! কিছু লিখতে ইচ্ছা করছে না। নিত্য মৃত্যুর খবর পাই । আশপাশে বাড়ী বাড়ী স্বামীহীনা সন্তানহীনাদের মুখ দেখি। অন্তরে বাহিরে দাবদগ্ধজ্বালা । করুণা কর করুণাময় আর কত!

২১ মে

শুক্রবার ১৯৭১

হাত বোমা ছোড়ার সন্দেহে কাগজী ভাষায় ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আদর্শ শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মিথ্যাবাদীর দল কতজনকে যে ধরেছে মেরেছে ও মারবে তার ঠিক কি? আল্লাহ রহম করুন।

আজ শাব্বীরের চিঠি পেলাম। ওরা যেন শান্তিতে থাকে ।

মে ২২

শনিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

ব্যাপার কি, বোঝা গেল না। আজ সারাদিন ঢাকার আকাশে প্লেন উড়ল না । গত ২দিন ধরে ভীষণভাবে চেকিং হল, কলমা পড়িয়ে এমনকি উলঙ্গ করে মুসলমান কি না পরীক্ষা করা হয়েছে। গতকাল অনেক রাত অবধি মিলিটারী গাড়ী চলেছে, আজ সবই অস্বাভাবিকভাবে স্তব্ধ। শয়তান কোন জাল বুনছে, কে জানে! গরমও প্রচণ্ডভাবে পড়ছে। দিন দিন অত্যাচারও সীমাহীন। এদিক ওদিক থেকে গ্রামের যে অবস্থা শোনা যাচ্ছে, বুক ভেঙে যায়। আল্লাহ অসহায়ের সহায় হবেন না?

২৩ মে

রবিবার ১৯৭১

কাল থেকে বোমারু প্লেন উড়ছে না। কিন্তু যা বীভৎস অমানুষিক কাণ্ড-কারখানার খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে সমস্ত শহর আতঙ্কিত। পাড়ায় পাড়ায় রাতে দিনে অনুসন্ধানের নাম করে যে অত্যাচার চলছে তার ইয়ত্তা নেই। আজ সকালে রেডিও থেকে সৈয়দ জিল্লুর রহমান, হেমায়েত ও অন্য একটি লোক এসেছিল গত সপ্তাহে ৫৫ জন ঢাকার শিল্পী সাহিত্যিক যে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও মৃত্যুর মিথ্যা প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তাদের সাথে নাম সই নিতে এসেছিল ওরা। দেইনি, আল্লাহ ভরসা। বেলা ১টায় মিলিটারী গাড়ী বাড়ীর দুয়ারে এসে থেমে আবার চলে গেছে। কানুর ছোট ছেলে খোকা

১৭ তারিখ সকাল থেকে আর বাড়ী ফিরেনি । সন্ধ্যায় খবর পেলাম, কপাল, আল্লাহ যেন বাঁচিয়ে রাখেন। একদিন ফিরবে।

২৪ মে

সোমবার ১৯৭১

রাত ৮টা

১০ তারিখে মানিক বাড়ী গেল। আজ দুপুরে খবর এল মিলিটারীর গুলীতে সে শহীদ হয়েছে । আজ তার ঢাকায় ফিরে আসবার কথা ছিল। আর সে আসবে না । বাড়ীর গাছ পাতা ফুল ফল মানিকের হাতের ছোঁয়ায় ভরে আছে। আল্লাহ তাকে শহীদ করেছেন, তার বিবি বাচ্চাদের যেন জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

দুপুরে ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। বোমারু প্লেনও উড়ল । আল্লাহ কি এ আজাব থেকে আজও মুক্তি দেবেন না ।

২৫ মে

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০টা

মানিকের অভাব শুধু এখন নয় দিনে দিনে বেদনার্ত হয়ে দেখা দেবে। সারা বাড়ীতে তার চিহ্ন । তার আন্তরিকতার মায়াস্পর্শ । এমনই কত মানিক কত ঘর অন্ধকার করে আজ দস্যু কাফেরদের হাতে শহীদ হয়েছে তার সীমা নেই। ৩টি মেয়ে দুটি ছেলে, বড়টা কি করে যে দিন কাটাচ্ছে, কত শত্রু আগেও ছিল, এখন যে কি হচ্ছে ও হবে কে জানে । আবার কাল থেকে বোমারু বিমান খুব উড়ছে।

২৬ মে

সোমবার ১৯৭১

রাত ৯টা

বিকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। খুব গরমের পর এ বৃষ্টি দুনিয়া ঠাণ্ডা করা । কিন্তু

বুক আর কারুর ঠাণ্ডা হয় না ত। কোথায় মায়ের বাছারা সুইসাইড স্কোয়াড বা বাংলা স্বাধীন করতে দলে দলে মরছে, আমরা কি করছি, কি করতে পারি? গত রাতে আদমজী নগরের বাজার পুড়িয়েছে। আজও বোমারু বিমান কোথায় হানা দিয়ে কি করে এসেছে এ খবর দেয়ার মতো বুকে সাহসও ঘৃণিত পশুদের নেই । এরা নাকি বীর, এরাই নাকি মুসলমান ।

রাত ৯টা

মে বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

কোথাও আর অন্য কথা নেই। মা হারা বাপ হারা সন্তান হারা মাতা পিতার নিরুদ্ধ বেদনার্ত কাহিনী । কিন্তু তার মধ্যেও সুগভীর বিশ্বাসে কি অপরিসীম ধৈর্যে প্রতীক্ষা । আল্লাহ সুদিন দেবেন। সকলের মিলিত প্রার্থনায় আল্লাহ দেশের ভালো নিশ্চয়ই করবে। ৮ টার সময় বোমার শব্দ হল । আজ নারায়ণগঞ্জের রাস্তায় একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আহা! কোন মায়ের বাছা ।

জুন, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

১৪ জুন

সোমবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজ বড় একটি স্মরণীয় রাত আমার। ওরা মামা বাড়ী গেল। আল্লাহ যেন সহিসালামতে ইজ্জত বাঁচিয়ে রাখেন। মরার জন্য ভয় নেই। কত ঘর খালি হয়ে গেছে, সোনার সংসার ছাই হয়ে গেছে অসুরের হাতে। আল্লাহ ইজ্জত রেখে যেন ওদের মৃত্যু দেন । ছোটনদের চিঠি পাচ্ছি না। চাটগাঁয়ের খবর, সিলেটের খবর কিছুই জানি না । এ কোথায় বাস করছি। ২টা হেলিকপ্টার উড়ল । বোমারু প্লেন উড়ছেই। কোথায় নাকি প্লেন পড়েছে—কি জানি । একই তিক্ততার কথা আর লিখতে ইচ্ছা করে না। লুলু টুলু মুক্তিযুদ্ধে গেল আগরতলা হাসপাতালে ।

১৫ জুন

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ৯টা

সন্ধ্যা ৭টায় যেন বুকটা হালকা হয়ে গেল । আল্লাহর কাছে শোকর। খবর যা পেলাম ভালো । আরও আনন্দ বোধ করলাম আলভীকে দেখে। আজও সারাদিন বোমারু প্লেন-এর শব্দে শুতে পর্যন্ত পারলাম না । কোথায় যে কি হচ্ছে বোঝা যায় নি । আশা করে আছি আল্লাহ সব ভালো করবেন। কি দীর্ঘ নিঃসঙ্গ দিন। বেঁচে থাকুক দেশের ছেলেমেয়েরা। আবার বাংলা ভরে উঠবে। গরম খুব পড়েছে। খবর পাওয়া গেল, ইকবাল ও তার ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে। কি মর্মান্তিক ।

১৬ জুন

বুধবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজ ১লা আষাঢ়। আমার জন্ম মাস। দিনটি গেল রোদে বৃষ্টিতে আলো ছায়ায়। সন্ধ্যাটি গোধূলি রঙিন। আষাঢ়ের কান্না ভরা সুর জীবনব্যাপী আমার

ত রইলই। যদিও দেশের দশের ভালো খবরটুকু পেতাম, আজ কত ভালো লাগত। কোথায় আমি। কোথায় মেয়ে তিনটি। বয়সের সাথে সাথে সবাই চায় শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, ছেলে মেয়ে বৌ জামাই নাতি পুতি নিয়ে সুখের সংসার। আমি কি চাইনি তা? এখনও যে চলছে সংগ্রামী জীবন। তবু ক্ষোভ করব না। বাছাদের আমার ভালো হোক। ডেমরার ফেরী বন্ধ, কোথায় কি হচ্ছে কোনো খবরই নেই। লুলু বিলকিস বানুর চিঠি এলো লন্ডন থেকে। কিন্তু আমেরিকার চিঠি নেই ।

১৭ জুন

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজ ছোটনের চিঠি পেলাম । ও মাষ্টার ডিগ্রী পেয়ে গেছে, এম. এসি। পরম দুঃখের দিনে এটাই চরম সান্ত্বনা। আল্লাহর কাছে শোকর। আবার আমেরিকায় পাকিস্তান এমব্যাসিতে টেলিভিশনে আমার ছবি দেখিয়ে বলা হয়েছে সুফিয়া কামাল অল রাইট । আহা, কি দরদ! আমি বেঁচে আছি, ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে আর কি । মারি ঝাড়ু! জিকির ছেলেটা, ইকবাল বাবুর খবর নেই, ছায়ানট এর ইকবালকে পরশু ধরে নিয়ে গেছে, কি যে ব্যথা মনে । ওগো অকরুণ! এখনও তোমার রহমত নাজেল করবে না? কি রহমান তুমি, মানুষের বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে, থামাও এবার তোমার রোষ ।

১৮ জুন

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ৯টা

অসহ্য গরম। ভিতরে বাইরে এ কি দহন জ্বালায় সারা দিন রাত কাটছে। আমার গানের পাখীরা এখন কোথায় কি করছে। যার হাতে সঁপেছি তারই দৃষ্টি তলে ওরা মঙ্গলে কুশলে থাকুক । নানা দিক থেকে নানা উড়ো খবর পাচ্ছি। আল্লাহ জানেন কবে শান্ত শান্তি কল্যাণের বার্তা আসবে ।

১৯ জুন

শনিবার ১৯৭১

রাত ১১টা

সকাল থেকে জঙ্গী প্লেনগুলো খুব উড়েছে, ২টা পর্যন্ত পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর সন্ধ্যা ৭টায় প্লেনের শব্দও শোনা যায়নি। কি হল বুঝতে পারা গেল না । ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী খুব গেছে ময়মনসিংহ-এর দিকে । কোথায় কি হচ্ছে আল্লাহ জানেন । অসহ্য গরম। সারাদিন কাটে, এ রকম সন্ধ্যায় পাখী দুটির জন্য মন বড় কেমন করে । আল্লাহর হাতে সঁপেছি, মন কেমন করে কেন যে বুঝতে পারি না ।

২০ জুন

রবিবার ১৯৭১

বেলা পৌনে ১টায় কওসর এল সিলেট থেকে। নাকে মুখে চারটি খেয়ে চলে গেল, দেড়টায় দাদীকে দিয়ে জুনেদের সাথে এয়ারপোর্টে যাবে। আড়াইটায় ওদের প্লেন, চাটগাঁ যাবে । আল্লাহ মায়ের কোলে নিয়ে ভালোয় ভালোয় পৌছে দেন । জঙ্গী প্লেন আজ ৮টা থেকে আবারও উড়ল, কিন্তু কম । আলুর ফোন পেলাম, ওরা ঢাকায়ই আছে। আমার পাখীরা যেন আল্লাহর রহমতের ছায়ায় ভালো থাকে ।

২১ জুন

সোমবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আখাউড়া টাংগাইল থেকে খবর আসছে, সেখানে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। মানুষের আনাগোনা ঢাকা শহরে বেড়ে গেছে, লোকের মুখে মুখে কত কথা কত গুজব ছড়াচ্ছে । আবার যা রটে তা অর্ধেক ত বটে বলে নিছক উড়িয়ে দেওয়া যায় না । জঙ্গী প্লেনগুলো পাগলের মতো উড়ছে। মিসেস সেলিমা আহমদ মোশফেকাকে মামুনের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তা বিশ্বাস করছে না, কোন পাগলা পীর নাকি বলছেন মামুন বেঁচে আছে, আর বৌটা তাই বিশ্বাস

করছে, হায়রে আশা! আল্লাহ করে যেন এ আশা সফল হয়। শামীম রাতের ডিউটিতে অফিস গেল । মনটা ভালো লাগছে না । আল্লাহ নেগাবান থাকুন।

২২ জুন

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত সাড়ে ৮টা

এইমাত্র একটি কামানের শব্দ শোনা গেল । কোন দিক, তা বোঝা গেল না। সিলেট এয়ারপোর্টে প্লেন নামতে পারেনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গী বিমান উড়েছে। কওসর চাটগাঁ থেকে কোনো খবর দিল না। মেয়ে দু'টির কোনো খবর নেই। আল্লাহ ভরসা । ভালো আছে আশা করছি । কাফেরদের হাতের ছোঁয়া যে ওদের গায়ে লাগবে না, এও পরম নিশ্চিন্ততা । আজ ঝুনুরা এল । আমার পাখিরাও একদিন ফিরে আসবে আশা করছি। আলভীর ফোন আজ আর পাইনি।

২৩ জুন

বুধবার ১৯৭১

রাত ৯টা

মেঘলা আষাঢ়ের আকাশ। বর্ষণ নেই, বিষণ্ণ ম্লান। আজ পারভিনরা এসেছিল। কতদিন পর যে ওদের দেখলাম । বাচ্চাদের খবরও আজ পেলাম ওরা ভালো আছে । সেবাব্রত, মেয়েদের শ্রেষ্ঠ ব্রত। ওরা জয়যুক্ত হোক। জয়যুক্ত হোক আমার সূর্য সন্তানরা । জঙ্গী বিমানের হামলা যে কোথায় চলছে? দিনভর উড়ছে, মারছে, মরছেও ত । কবে এর শেষ হবে । আল্লাহ রহমানুর রহিম এবার শেষ কর এ কুফরি জুলমাত ।

২৪ জুন

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত সাড়ে ৮টা

আল্লাহর রহমতেরও ত অন্ত নেই, তাই আজ সাড়ে ৭টা উনি অফিস

গেলেন, আর সাড়ে ৯টায় টংগি থেকে আবু তৈয়ব সাহেব ফোন করে বল্লেন, ফার্মগেটের মিলিটারী গাড়ীর সাথে একসিডেন্ট হয়েছে, হাসপাতালে ফোন করতে। একসিডেন্ট, আবার মিলিটারী গাড়ী, বুক যে কি করে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশান্তি বোধ করলাম । বেশী কিছু হয়নি। এমারজেন্সীতে আধ ঘণ্টা ফোন করেও কোনো খবর না পেয়ে শামীম বের হচ্ছিল। উনি এসে গেলেন। খুবই সামান্য এ দুর্ঘটনা। আল্লাহর কাছে শোকর । কাল রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও থেকে কেউ এলও না, কোনো খবরও কারুর নেই । আল্লাহ যেন যে যেখানে আছে, সহি সালামতে রাখেন ।

২৫ জুন

শুক্রবার ১৯৭১

রাত **১০**টা

কাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ ২৫শে জুন। তিন মাস হল জুলুম চলছে। এতক্ষণেও ঢাকায় কি হবে কেউ জানত না । অতর্কিত হামলা শুরু হয়েছিল রাত **১**টা বাজতে ৫ মিনিট থাকতে। কি ভয়ানক, কি জঘন্য, কি নৃশংস সে আক্রমণ। দিনের পর দিন রাতের পর রাত ত কাটল। এখনও পাশব শক্তির অবসান হল না। আজ মন বড় অস্থির। কারুর কোনো খবর নেই। কোথায় কোন মায়ের বাছারা আজও আছে না নেই তাই বা কে জানে। যে যেখানে আছে আল্লাহ যেন হেফাজত করেন।

২৬ জন

শনিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

গতকাল গেল **১**০ই আষাঢ়, আমার জন্ম দিন, তাই বুঝি অঝোর ধারা ঝরছে আজও । কিন্তু জন্ম দিনটি ছিল আমার নওয়াব বাড়ীর ‘পুণ্যাহ’ উৎসবের দিনে। সোমবার বেলা ৩টা আমার জন্ম। **১৯১১**-আর আজ **১৯৭১**-কি দীর্ঘ দিন, দুঃসহ আর কতকাল এ অভিশপ্ত জীবন বয়ে বেড়াব। শুধু অভিশপ্তইত নয়। কত যে সম্পদও পেলাম। কিন্তু যা চাইলাম তা পেলাম কই। যা আশা করিনি, তাত আল্লাহ প্রচুর দিলেন। আজ এ অনিশ্চিত জীবন, কোথায় নিশ্চিত সংসার। কোথায় আমার দেশের সন্তান, কোথায় শান্তি । দলে দলে সবাই অজ্ঞাতবাসে

কি করে দিন কাটাচ্ছে আল্লাহই জানেন । আজ কদিন কারুর খবর নেই। সারা দিন বোমারু বিমান কোথায় আগুন জ্বালিয়ে আসছে, আতঙ্কিত ঘৃণায় ভরা এ দিন ।

২৭ জুন

রবিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আল্লাহর কাছে হাজার শোকর। আজ অনেক খবর পেলাম। জন্মদিনের উপহারও পেলাম । জীবনে এই প্রথম জন্মদিনের উপহার । যারা দিল তারা যেন জীবনে শান্তি পায়। ওরা যেন দীর্ঘায়ু ও জয়যুক্ত হয়। বৃষ্টির বিরাম নেই। আজ মিঃ নভিকভ ও মিসেস নভিকভ এসেছিলেন, আমাকে মস্কো যাবার দাওয়াত দিলেন । এখন আমি এ দেশ ছেড়ে বেহেশতেও যেতে রাজী নই । আমার দেশ আমার দেশের মানুষেরা শান্তি পাক, সোয়াস্তি লাভ করুক—এ দেখে যেন আমি এই মাটিতেই শুয়ে থাকতে পারি। এত রাতেও প্লেন উড়ছে। শয়তানের পাখা ঝাঁপটাচ্ছে—দেখা যাক কত কাল এ ঝাঁপটানি চলে ।

২৮ জুন

সোমবার ১৯৭১

রাত ৯টা

প্রেসিডেন্টের ভাষণ হবে, ভাষণ হবে বলে কদিন থেকে উৎকণ্ঠিত থাকার পর ৫৫ মিনিটের যে ভাষণ শোনা গেল— তাতে না আছে আশা না আছে আশ্বাস, না হরিষ না বিষাদ। এ কোন অবস্থায় 'পাকিস্তান' চলছে। লজ্জা এবং গ্লানিকর এই অবস্থার অবসান কবে কি করে কেমন হবে আল্লাহ জানেন। সন্ধ্যায় খুব বৃষ্টি গেল । মনটা ভালো নেই । আল্লাহ সবার ভালো করুন ।

জুলাই, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

১ জুলাই

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

দিনে দিনে এ মাসও এসে গেল। দুর্বিষহ দিনরাত কেটে যাচ্ছে । কি করে যে কাটায়, সেই অকরুণই শুধু সে খবর জানে আর কেউ জানে না। হত্যার শেষ নেই, নারীর লাঞ্ছনার সীমা নেই। জুলুম ধর-পাকড় অব্যাহত। দেশের মানুষ পরাশ্রয়ী, তবু এর কোনো সুরাহা করছে না শাসক দল। ইসলাম, মুসলমানের নাম শুনে আজ সবাই ঠাট্টা করে, ঘৃণাও করে, কি পরিতাপ। লিখতেও ইচ্ছা করে না। গ্রাম থেকে নিত্য নতুন অত্যাচারের খবর আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল সব খালি ।

২ জুলাই

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১১টা

১০টায় আজ অনেক দিন পর দুলুমণিদের খবর পেলাম। ওরা ভালো আছে। কওসরটার শরীর সুস্থ আছে জেনে আল্লাহর কাছে শোকর। ওর জন্য আমার বড় ভাবনা। লুলু টুলুদের চাটগাঁ পাঠাতে বলছে। কি করে যাবে। আল্লাহ সবাইকে যে যেখানে আছে সহিসালামতে রাখুন। সবাইকে এক সাথে দেখব বলে আশা করে আছি। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। ওগো নিঠুর দরদী। আর কত দুঃখ দিবে। ঘুচাও তোমার রুদ্ররূপ। দেশকে তোমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে বাঁচাও। রহম কর রহমান । তোমার নামের সার্থকতা বজায় রাখ । আবার সানন্দা হই ।

৩ জুলাই

শনিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

কাছে ধারে একটা বোম-এর শব্দ হল। সাথে সাথে ৯টা বাজল। বুড়ি এসেছিল শুনলাম। ওদিকে বেইলি রোড সিদ্ধেশ্বরীতে আলো নেই। আমরা কাল রাত

১টা থেকে আলো পাইনি, পানি ছিল না। সন্ধ্যায়ও খুব জোর আলো এল না। কি জানি কোথায় কি হচ্ছে। ছেলে মেয়েগুলোরও কোনো খবর নেই। কেউ আসেও না । থমথমে রাত দিন কাটছে। বরিশালের ওদিকে বোমারু বিমান ফেলে শেষ করছে। বাঙালী উচ্চপদস্থ নিম্নপদস্থদের চাকরি যাচ্ছে ত যাচ্ছেই।

৪ জুলাই

রবিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজও ৮টার সময় একটা বোম-এর আওয়াজ হল। বৃষ্টিও হয়ে গেল। এতদিনে একটু বাইরে গেলাম । বুড়ির বাড়ীতে মিলাদ । এই লেকের ওপাড়ে, কতবার সে পথে হেঁটে কত জায়গায় গিয়েছি। কদিন থেকে কারুর খবর নেই, মনটা কেমন করছে। ওর পা-টার ঘাও সারছে না ।

সারাদিন কাজ করি, তবুও সময় কাটে না ।

৫ জুলাই

সোমবার ১৯৭১

রাত ৮টা

শামীম আজও রাতে অফিসে গেল। আল্লাহ নেগাবান। আজ এতদিন পর কামরুন্নাহার লায়লী এল, কত কথাই না শুনলাম । রোকসানার ব্যাপারে বৌমা ঠিকই বলত । আজও কোনো খবর কারুর নেই । জাকিয়াও আসে না। ফোনও করছে না । কাল সারারাত ঘুম হয়নি । মেঘলা বর্ষণহীন বিষণ্ণ দিন, কাজ করে করেও দিন কাটে না। যে যেখানে আছে আল্লাহ তুমি হেফাজতে রেখো ।

৬ন জুলাই

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০টা

অনেক দিন পর জাকু এল। ভালো লাগছে না। সব শহর নাকি লোকে

গিজগিজ করছে। কিন্তু ধানমণ্ডি গোরস্থান হয়ে গেছে। আজও শামীম রাতে অফিসে থাকবে। আল্লাহ নেগাবান । কি কি যে গুজব রটছে। সারা দিন ত বোমারু বিমান উড়ছে। অথচ কালিয়াকৈর-এর পুল উড়ছে। সিঙ্গারবিল বা ময়মনসিংহ-এর পথ বন্ধ । মাইনু ত চাটগা থেকে প্লেনে এল। ফোন করা মাত্রই কেটে গেল। আজ বৌমা আসেনি । শাব্বীরের ২টি চিঠি এক সাথে পেলাম । ওরা ভালো আছে । হাজার শোকর ।

৭ জুলাই

বুধবার ১৯৭১

রাত ১০টা

সোয়া ৮টায় বোম-এর শব্দ হল । খুব কাছে মনে হল । মাইনু এসে চলে গেল। কাল ৭টা সকালের প্লেনে ইসলামাবাদ যাচ্ছে। আল্লাহ হেফাজতে রাখুন।

৮ জুলাই

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ আষাঢ় পূর্ণিমা, কদম ফোটার রাত। আমাদের বাগানে কদম গাছ নেই। অন্য সব ফুল ফুটেছে, মানিকের হাতের লাগানো সবগাছ, মানিক মিলিটারী গুলীতে আজ দুনিয়া ছেড়ে যেখানে আছে, সেখান থেকে কি দেখছে?— জ্যোৎস্নার প্লাবন নেমেছে, সাড়ে ৮টায় বোমার শব্দ হল, কাছেই মনে হল। কাল ৮টার বোমা নাকি সাংহাই রেস্তরায় পড়েছে। রাতে আরও ২ বার শব্দ শোনা গেছে। আজ সকাল সাড়ে ১০টায় শব্দ শুনলাম সেটা নাকি লালমাটিয়ায় মাহমুদ আলীর বাড়ীতে পড়েছে। রাজশাহীতে খুব নাকি সামনাসামনি লড়াই চলছে, আল্লাহ জানেন কি হবে। সব মানুষের সুবুদ্ধি হোক, দুনিয়ার ভালো হোক । রাত সাড়ে ১০টায় আবার বোম-এর শব্দ হল ।

৯ জুলাই

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজ সারা দিনে কেউ এল না । কারুর কোনো খবর পেলাম না । মনটা যে কি অশান্ত হয়ে ওঠে। বার বার আল্লাহর কাছে নিবেদন করি, আবেদন জানাই, তবুও মানুষের মন ত । অশান্ত অধীর হয় । আল্লাহ সবার ভালো করুন, সকলের নেগাহ্বান থাকুক । দেশের ভালো হোক ।

১০ জুলাই

শনিবার ১৯৭১

রাত পৌনে ৯টা

এইমাত্র একটা বোমার শব্দ হল । সারাদিন পাগলের মতো বোমারু প্লেন উড়েছে। গরমও অসহ্য, মন মেজাজ কিছুই ভালো নয়। কোনো খবরও কারুর কোথাও থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এতদিনেও কি আল্লাহ মানুষকে শুভবুদ্ধি দিতে পারছেন না । দেশের মানুষই যদি না রইল, তবে কাকে নিয়ে দেশ ।

১১ জুলাই

রবিবার ১৯৭১

রাত ৯-২২ মি

এই মাত্র একটা বোম এর শব্দ হল, আজ স্বপন এসেছিল । আহা! কি করুণ মূর্তিই না দেখলাম। কান্না নেই হাসিও নেই দৃঢ় কঠোর মুখ, বুঝি অন্তরও কৈশোর ছেড়ে মাত্র যৌবন শুরু । এখনই ওকে সাথীহারা স্বামীহারা আল্লাহ কি করলে । একি তার মঙ্গল লীলা বুঝি না। আবার আজকেই রুচির ছেলের বৌভাত খেয়ে এলাম । সুন্দর বৌটি হয়েছে, আল্লাহ মোবারক করুন। ওরা পরিবারটি শান্তিতে জীবন যাপন করুক। এই দোয়া করি। কেউ আসে না। কারুর কোনো খবর নেই। আল্লাহ নেগাবান । ১০-২৫শে আবার একটা বোম-এর শব্দ হল ।

১৩ জুলাই

মঙ্গলবার ১৯৭১

জুলাই ১৩, মঙ্গলবার॥ রাত ১০টা

১ মাস হবে পরশু, আমার পাখীরা নীড়ভ্রষ্ট, কদিন থেকে মন এত অস্থির। ওদের কারুর অসুখ করল নাকি তাই ভাবছি। চারটি প্রাণ দূরে আছে। আল্লাহ নেগাবান থাকুক। কালরাতে ১০টায় একটা ও অনেক রাতেও ১টা বোম-এর শব্দ পেলাম। আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাগলের মতো বোমারু প্লেনগুলো উড়েছে । শামীম রাতের অফিস করছে । সন্ধ্যায় দুলুদের ফোন পেলাম । তবুও অনেক আশা ও সান্ত্বনা ওরা ভালো আছে। কাল সন্ধ্যায় বাচ্চু এসেছে।

১৪ জুলাই

বুধবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আল্লাহর কাছে শোকর। আজ অনেক দিন পর জাকু এল। খবর ভালোই সবার। এখন আল্লাহ দেশের দশের ভালো করুন। সুমতি সুবুদ্ধি দেন অমানুষগুলোকে। মানুষ হোক সবাই । কালও ২/৩ বার বোম-এর শব্দ হয়েছে, আজ এ পর্যন্ত কিছু হল না । সকাল থেকে বোম্বারগুলো উড়েছে । প্রচণ্ড গরমে সবাই কাতর, আর বাছারা । যারা মাঠে ময়দানের পথে প্রান্তরে যুঝছে, মরছে, তারা কি করছে ।

১৫ জুলাই

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

বাংলাদেশে পরীক্ষা শুরু হয়েছে, কে যে কি পরীক্ষা দিচ্ছে আল্লাহ জানে । ঘর ছাড়া মা বাপ ছাড়া মরা আধমরারা পরীক্ষা দিচ্ছে। এও এক প্রহসন। আজ ১৫ তারিখ ঠিক এমনই সময়ে ওরা ঘর ছেড়ে গেল। সমুদ্রে কত তরঙ্গ। নদীতে কত স্রোত । বৃষ্টির কত ধারা। মায়ের বুকের কত ব্যথা । আল্লাহ নেগাবান । বৃষ্টি প্রচুর হল না । ঝড় ঝড় ভাব। গরমটা কমেছে। কোথায়

কোথায় যে বোম পড়েছে। বাচ্চু আজ সকালে রওয়ানা হয়ে গেল। নিশ্চয় ভালোমতো পৌছে গেছে।

১৬ জুলাই

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১০টা

কাল থেকে বৃষ্টি খুব হচ্ছে। আজ বাইজু এসেছিল। ওর দিকে চাইতে পারি না। বেচারী সাইদ । এত ভালো লোকটি ছিল । কি পশুর দল দানব দল অসুর দল দেশে এসেছে। ঘর, বুক খালি করে দিল। সব ঘরে হাহাকার। আতঙ্ক। রাজরাণী পথের ভিখারিণী হয়েছে। ভিখারিণী ভিক্ষা পাচ্ছে না। আরও যে আল্লাহ কত দেখাবে। এ বারে শেষ কর। রহিম রহমান। অবসান হোক তোমার রুদ্র রূপের ।

১৭ জুলাই

শনিবার ১৯৭১

আজ মানিকের চিঠি পেলাম। এতদিন ওরা বেঁচে আছে আল্লাহর কাছে শোকর। আহমদ আলীও এসে দেখা করে গেল । আজ ফোন এল, বলল লুলুর বন্ধু ওরা ভালো আছে। কে কোথা থেকে কি বলে বুঝতেও পারি না। যে যেখানে আছে আল্লাহ নেগাবান থাকুন । বৃষ্টি হয়ে গেল । গরম পড়ছে । আজ যেন ঢাকা শহর থমথমে, কি জানি কোথায় কি হচ্ছে ।

১৮ জুলাই

রবিবার ১৯৭১

আজ ১লা শ্রাবণ। কেতকী-গন্ধা শ্রাবণ আজ নয়, শোণিত-গন্ধা শ্রাবণ আমার শত সন্তান-শহীদ-শোণিত-গন্ধা শ্রাবণ । তবু শ্রাবণ এল । আমার বাগানভরে দোলনচাঁপা জুঁই চামেলী লিলি কামিনী রজনীগন্ধা ফুটে আছে । শ্রাবণ এল । কেতকী কোন কুঞ্জে জানি ফুটেছে। ধানমণ্ডিতে কেতকী নেই। রোদ বৃষ্টির আলোছায়ায় দিন রাতটি আজ । এই সাড়ে আটটায় একটা বোমা পড়ল জানি কোথায় । কাল ও আজ বোমারু বিমানগুলো উড়ছে না । কোথায় আছে আমার পাখীরা । কি করছে, আল্লাহ নেগাবান থাকুন ।

২০ জুলাই

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ৯টা

কাল থেকে দিনে রাতে কতবার যে বোমার শব্দ হল। চামেলীবাগ, হাতীরপুল, ধানমণ্ডি স্কুলে গত রাতে বোমা পড়েছে। আজ বোমারু বিমান উড়েনি। রোদ বৃষ্টি আলো ছায়ায় দিন কাটছে। ক্ষণে ক্ষণে আলো পানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাল থেকে এই বোমা পড়ার দরুন তেজগাঁ টঙ্গি কোথাও ইলেকট্রিসিটি নেই। ঢাকার অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ ও পানি বন্ধ । শাব্বীরের চিঠি নেই, কারুর কোনো খবর নেই, ফোন করছে না কেউ। বৌমাও আসেননি, ফোন করেনি।

২২ জুলাই

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত **১১**টা

সাড়ে ১০টায় বোমার শব্দ হল । আজ সূর্যগ্রহণ ছিল, পাক-ভারতে অদৃশ্য । বৃষ্টিও খুব ছিল সারাদিন। আজ ক'দিন ধরে শ্রাবণ ধারা ঝরছে, বাংলাদেশের চোখের জল। শাব্বীরের চিঠি আজও এল না। আমি চিঠি দিলাম। আর কারুরই কোনো খবর নেই, জাকিয়াও আসেনি । ফোনও করেনি । কালা-আলু ২টি বাচ্চা দিয়েছে, আজ সে যাকে খুঁজছে, তা আমি বুঝতে পারছি, আল্লাহই একদিন আবার অবলা পশুর আদরের ধনকে পৌছে দেবেন ওদের কাছে।

২৪ জুলাই

শনিবার ১৯৭১

রাত **১০**টা

আজ শামীমের জন্মদিন। ওরে আমার বাছা। আল্লাহ সুপথে সৎ স্বভাবে সুষম রুজিতে হায়াতে বরকত দিয়ে যেন মানুষের মতো বাঁচিয়ে রাখেন। মনটা ভালো নেই, কালরাত থেকে যাত্রাবাড়ীতে মুক্তিবাহিনী-পাকসেনায় প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। আজ দুপুর পর্যন্ত নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর গোলাগুলী চলেছে। বোমারুগুলো সারাদিন উড়েছে। রাতে দুলুর ফোন পেয়ে জানলাম বুলুর শেষ

অবস্থা। রক্তবমি হচ্ছে। আজ দুপুরে স্বপ্নটা দেখে অবধি মন খুব অস্থির ছিল। তবুও বলি আল্লাহ যত শিগগির ওকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। ফোনে কথা বলাও গেল না । ডেড হয়ে গেল । আজ রাত বুলুর কি করে কাটবে, আল্লাহ জানেন। যেন শান্তিতে মরে ।

২৫ জুলাই

রবিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

৮-৪৫-এ বোমা পড়ার শব্দ হল যাত্রাবাড়ীর পথে। কাল থেকে কারফিউ। আজ শিরিনের বিয়েতে গেলাম। কত মানুষের ভালোবাসাভরা সাদর সঙ্গ লাভ করলাম। আজও লাভ করলাম দেশের প্রতি সবার কি ভালোবাসা। আর দুঃখের খবর। চিঙ্কু ও খসরুর কথা যা শুনলাম, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, সে বড় মর্মান্তিক । আল্লাহ জানেন, ওদের ভাগ্যে কি হয়েছে । আজ আর বুলুর খবর কিছু পেলাম না । ছোটনের চিঠিও না ।

২৭ জুলাই

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০টা

কারুর কোনো খবর নেই। ছোটনের চিঠি নেই। কেউ আসছেও না। এইত সাড়ে ৭টায়ও এক সাথে ৪টা বোম-এর শব্দ পাওয়া গেল । কাল থেকে বাজার শহর ঢাকা থেকে সব দলে দলে চলে যাচ্ছে, কে কোথায় যাচ্ছে কে কোথায় আছে, কিছুই জানা যাচ্ছে না । বরিশাল ফরিদপুরে অমানুষরা তাদের বীভৎস কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে । আল্লাহ আর কত এ নিষ্ঠুর লীলা চলাবেন । আজ বাবু এসেছিল । বৌমা আসেনি ।

২৮ জুলাই

বুধবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজ ২২ দিন ছোটনদের কোনো খবর নেই। কাল রাতে ৫টা বোমের শব্দ শোনা গেছে। আজ সারাদিন পাগলের মতো বোমারু বিমানগুলো উড়েছে। ঢাকায় নাকি মুক্তিফৌজ-এর পোষ্টার লিফলেট ছড়িয়ে বলা হয়েছে ঢাকা ছাড়তে । অবস্থা দিন দিন শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠছে।

আজ দুপুরে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম । কে একজন আমার গোসল করা ভিজা কাপড় দেখবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমি প্রাণপণে শরমে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। আজ সকালে খবর পেলাম কাল রাত ১০টায় হাসপাতালে হাসিনার একটি ছেলে হয়েছে। আল্লাহ হায়াত দেন। বাচ্চা হবার সময়ও মা কাছে থাকবার অনুমতি পেল না । অমানুষরা মানুষ হবে কি?

২৯ জুলাই

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

ছোটনের চিঠি আজও নেই। জাকু এসেছিল, তবুও কিছু সান্ত্বনা। কোনো খবরই কারুর নেই, আল্লাহ নেগাবান থাকুন। কাল নাকি কমলাপুর রেল স্টেশনে বোমা পড়েছে, ঠিক জানি না। আজ একটু আগে একটা শব্দ হলো। কোথায় কি জানি । বোমারু খুব উড়ছে। দলে দলে লোক চলে যাচ্ছে। সব জিনিসের দাম বাড়ছে। জামাল এসেছিল । আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন। সবার ভালো হোক ।

৩০ জুলাই

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ৯টা

বিকালে বৌমা আমি হাসিনার ছেলে দেখতে হাসপাতালে গেলাম। কি ভীষণ

দুর্ব্যবহার যে করল ওখানের মিলিটারীর পাহারাদারটা। হাসিনার মা মাত্র ১০ মিনিটের জন্য গতকাল ওদের দেখতে পেয়েছিলেন । আজ হতে কড়া নিয়ম চালু করা হল, কোনো মানুষই আর ওদের দেখতে যেতে পারবে না। এ যে কি অমানুষিক ব্যবহার। জেলখানার কয়েদীও সাক্ষাতের জন্য সময় পায়। আল্লাহ আর কত যে দেখাবে। আজও ছোটনের চিঠি নেই, কারুর কোনো খবর নেই। আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়েছি, আল্লাহ নেগাবান ।

৩১ জুলাই

শনিবার ১৯৭১

রাত ১১টা

কে আছে সৌভাগ্যবতী আমার মতন

এক পুত্রহীনা হয়ে শত পুত্র ধন

লভেছি, সৌভাগ্য মোর । শতেক দুহিতা

সারা বাংলাদেশ হতে ডাকে মোরে মাতা

জননী আমার! তুমি করিয়ো না শোক

তুমি আছ পূর্ণ করি সর্বান্তর লোক ।

এ সান্ত্বনা, এ সৌভাগ্য লভি কুণ্ঠা মানি

কতটুকু সাধ্য মোর, কি যোগ্যতা আমি নাহি জানি

পথে চলে যেতে শুধায় কুশল কত হাসিভরা মুখ

মোর পানে চায়, কি জানি আশায় ভরে ওঠে মোর বুক ।

আমি ভালোবাসি এ দেশের মাটি, এদেশের মানুষেরে

পথে পথে ফিরি ভিক্ষা মেগেছি সব মানুষের তরে

ভিক্ষার ঝুলি ভরেছে ওরাই ওদেরি হাতের দানে

ওদেরই সভায় ঘুচাতে চেয়েছি ওরা তাও জানে ।

অন্তর দিয়ে অনুভব করি ধুঁকে ধুঁকে এই বাঁচা
অত্যাচারীর ছুরিকার তলে দিল প্রাণ মোর বাছা
পথের ধূলায় লুটায়ে রহিল। এখনও দেশের মাটি
রক্তে নাহিয়া হয়ে ওঠে সোনা—হীরকের চেয়ে খাঁটি
আমার বাছার রক্তের সাথে কত সে মায়ের বাছা
বাঁচিয়া বাঁচায় বিপুল ভুবনে মোর সব সন্তানে
বক্ষ বহ্নি হাসির পুষ্পে ফুটাইব সযতনে
শতেক জনার মা ডাকায় মোর শান্তি লভুক মন
কে আছে সৌভাগ্যবতী আমার মতন!

আগস্ট, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

২ আগস্ট

সোমবার **১৯৭১**

সন্ধ্যা ৭টা

আজ দুলুর জন্ম দিন। স্বামী সন্তান সৌভাগ্যবতী হয়ে বেঁচে থাকুক এই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা । জানি না কোনো দিন দেখা হবে কি না। আজ মুন্নি এসেছিল, তার কাছে শুনলাম জোহরার বাড়ীতে সে শুনে এসেছে বৃহস্পতিবার ২৯শে বুলু এ দুনিয়া ছেড়ে গেছে। কান্না পেল না। একটা ব্যথার সাথে তৃপ্তি পেলাম। হতভাগিনীর সারা জীবন যন্ত্রণার অবসান হল। আল্লাহ বেহেশত নসীব করুন। স্বামী সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী কটি নারী আছে। মেয়েরা চির অভিনেত্রী। তারা বুকে আগুন নিয়ে সংসারে শান্তির স্নিগ্ধ ধারা ঢালতেই জীবন শেষ করে। ব্যতিক্রমও আছে বই কি। বুলুর জীবন এতদিনে অন্ততঃ দগ্ধে মরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল । আজও কারুর কোনো খবর নেই ।

৩ আগস্ট

মঙ্গলবার **১৯৭১**

কালকে শামীমের রাতের অফিস ছিল, গ্যানিস এ বোমা পড়েছে। উপর তলায়ই তার পি. পি. আই. এর অফিস, আজও অফিসে গেল । আল্লাহ নেগাবান । সারারাত সারা দিন বৃষ্টির পর সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। কারুর কোনো খবর নেই। বৌমা এসেছিলেন। খোকন চাটগাঁ থেকে এল । আহমদ, গিয়াস উদ্দীন, খোকন দেখা করে গেল। আমার বাছারা কত দূর দেশে, একটু খবরও পাই না। ছোটন ত ঠিক চিঠি দেয়ই, কিন্তু আমি পাই না। সারা ঢাকা উত্তেজিত। আজ ইয়াহিয়া খানের আসবার কথা । এল কিনা কে জানে ।

৪ আগস্ট

বুধবার **১৯৭১**

আজ বৌমার মারফত ২৭শে জুলাইয়ের লেখা শাব্বীরের চিঠি পেলাম আর ওদেরও কিছু খবর পেলাম। এও আল্লাহর কাছে শোকর। বৃষ্টির বিরাম নেই। জ্যোৎস্নাও উঠেছে। দুলুর খবর ক'দিন পাচ্ছি না।

৫ আগস্ট

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আল্লাহর কাছে অনেক শোকর । আজ সবার খবরই পেলাম । ওরা ভালো আছে, চিঠি পেয়ে যে কি আরাম বোধ হল । আল্লাহ নেগাবান থেকে যেন চিরকাল সবাইকে রক্ষা করেন। কতক্ষণ আগে বোম আর গুলীর শব্দ হল। কি জানি কোথায় কি হচ্ছে ও হবে? ঢাকা থমথমে হয়ে আছে, লোকজন চলে যাচ্ছে। শহরের মেঘ বৃষ্টি রোদের খেলাও চলছে। ব্যথা আশা আশঙ্কা উৎকণ্ঠা নিয়ে লোকের দিন কাটছে। আল্লাহ মানুষকে সুমতি দিন ।

৬ আগস্ট

শুক্রবার ১৯৭১

রাত সাড়ে ৮টা

আল্লাহ যখন দেন অনেক কিছুই দেন। কিন্তু আবার কেড়ে নিতেও এতটুকু সময় লাগে না তার । এমনি করুণাময় নিষ্ঠুর সে । আজ দুলুরও ফোন পেলাম। ওরা ভালো আছে, বিব্বুর বিয়ের কথা চলছে । আল্লাহ মোবারক করুন ।

এইমাত্র একটা বোম-এর শব্দ হল। গতকাল ২টা থেকে জামাল নিরুদ্দেশ। আল্লাহ যেন সহিসালামতে রাখেন। ছোটবেলা থেকে কারুর মুখঝামটা খাইনি, এখন বুড়ো বয়সে কারো মুখ ঝামটা বড় লাগে মনে। নিজের উপরই ঘৃণা হয়। এই অবস্থায় মানুষ আত্মহত্যা করে নয়ত পাগল হয়ে যায় ।

৮ আগস্ট

রবিবার ১৯৭১

রাত ৮টা

কাল আবদুল বাড়ী গেল । সারা ঢাকায় লোকের চলে যাওয়ার হিড়িক । শাদু এসেছিল । ধানমণ্ডিতে চোরাগোপ্তা ধরপাকড় চলছে। আর শুনলাম গুলশানেও

খুব গোলযোগ। কালকে আজকে খুব বোমারু উড়ল । বৌমাদের বাড়ীর পথে ৮টার পর কেউ বের হতে পারবে না । বের হলে গুলী করা হবে । ২ বছর পরে বেথেলহেম স্টার ফুল ২টি কালকে ফুটল । আল্লাহ দেশের ভালো করুন। আজ স্বপ্নে দেখলাম ধানমণ্ডির পথ হারিয়েছি, নানা পথে জ্যান্ত, জবেহ করা মুরগী পড়ে আছে। একটি বন্দী ছেলেও আমার সাথে এল । পরে কে একজন ধানমণ্ডিতে নিয়ে যাবে বলে সাথে এল ।

১০ আগস্ট

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ ১২টায় সোভিয়েত কনসাল জেনারেল ও নবিকভ এসেছিলেন। প্রচুর সহানুভূতির সঙ্গে অনেক আলোচনা করলেন । আল্লাহ বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করেন । আজ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার সভা বসছে, কি প্রহসন। কার বিচার কে করে।

আজ ভোর রাতে স্বপ্নে দেখলাম আরবান চুপি চুপি এসে আমার হাতের মধ্যে ৪টা সিকি, রূপার সিকি গুজে দিয়ে চলে গেল । কি যে অদ্ভুত স্বপ্ন । আরবানের সাথে দেখা নেই আজ প্রায় পনের বছর ধরে। কি যে স্বপ্নে দেখি আমি ।

১১ আগস্ট

বুধবার ১৯৭১

রাত ৭টা

শাদু, আলু, জাদু এসেছিল। লিখে দিলাম ওদের কাছে। শান্তি হোক পৃথিবীর। শান্তি হোক, সুমতি হোক পৃথিবীর মানুষের । অবুঝ মন বোঝে না অস্থির হয় ক্ষণে ক্ষণে। যার কাছে সব সঁপেছি সেও নিষ্ঠুর লীলায় মেতেছে। তবুও বলছি, ওগো, এবার শেষ কর এ লীলা। ধ্বংস থেকে এবার সৃষ্টির খেলায় মাতো । মানুষের অসহায় খেলার পুতুল মানুষ আর কত ধৈর্য ধরবে। তুমি পার এত সহ্য করতে?

১২ আগস্ট

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ ছোটনের চিঠি পেলাম। ওরা ভালো আছে। সবার ভালো হোক । কিন্তু মনটা যে কি অস্থির। আজ দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম দুধভাত খাচ্ছি, এ বড় ভয়ানক স্বপ্ন, যত বার দুধ খাওয়া স্বপ্নে দেখেছি, একটা না একটা কঠোর নিষ্ঠুর মৃত্যু শোক লাভ করেছি। কুকুরটাও কাল থেকে কেঁদে উঠছে, এসব লক্ষণ মোটেই ভালো নয়। বড় তিক্ত বিষাক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু কাকে বলি এসব দুঃখের কথা। কি ভীষণ নিঃসঙ্গ যে আমি! ওগো অনন্ত অন্তর্যামী । তুমি ছাড়া এ নিঃসঙ্গ অন্তরের সঙ্গী আর কে আছে । কাকে রেখেছ! তোমাকেই বলি আর দুঃখ দিয়ো নাকো মরণ দাও, শান্তি দাও । তোমার ইচ্ছা ছাড়াও ত কিছুই হবার নয় । এবার মঙ্গল ইচ্ছায় ইচ্ছুক হও ।

১৪ আগস্ট

শনিবার ১৯৭১

রাত ১১টা

১৪ই আগস্ট । কত রক্ত স্নানের পর স্নিগ্ধ চন্দ্র তারকা পতাকাবাহী এ দিনটি এসেছিল ২৩ বছর আগে পাকিস্তানের সব মানুষের নিপীড়িত সর্বহারা জনের আশা আনন্দের প্রতীক হয়ে। দস্যু দুরাচার বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানিদের জঘন্য নিষ্ঠুরতায় আজ তা সারা বিশ্বসভায় ম্লান, উপহসিত। মুসলিম নামের উপর কলঙ্ক কালিমা লেপন করে দস্যু বর্বর তার হনন কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। ধিক্। কদিন দিন-রাত কুকুরটা কাঁদছে । আজও স্বপ্ন দেখলাম দুধ খাচ্ছি। এ যে কি অন্তর্দাহ অমঙ্গলের আশঙ্কায় পুড়ে মরা, কেউ বুঝবে না । সকাল থেকে বৃষ্টি, সারা ঢাকাও সকাল থেকে মৃত্যু নগরী । বিকাল থেকে আবার লোকজন চলাফেরা করছে।

১৫ আগস্ট

রবিবার ১৯৭১

রাত ৭টা

শ্রাবণের অবিরাম ধারা বর্ষণ । কার চিত্ত স্নিগ্ধ হল কে জানে । হাট বাজার নেই। আজ রোববার বলে রক্ষা।

২ মাস হয়ে গেল । সন্ধ্যায় মনটা বড় ব্যাকুল হয়। কেউ কেউ আসেন, বৌমা আসে, তাই কথাবার্তায় কেটে যায়। কি নিঃসঙ্গ। কারু কাছে বলার নয় এ অন্তর্বেদনা। ওগো অনঙ্গ অন্তরঙ্গ। তুমি যে অন্তর্যামী। তাই তুমিই যে ব্যথা, সুখ, আনন্দ দাও, তা তোমারই কাছে ফিরে যায় না কি । কত অমঙ্গল চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি । তার মধ্যেও আশা, প্রত্যাশা করে আছি, সব সরিয়ে তোমার মঙ্গল আলোকে উদ্ভাসিত করবেই ।

১৭ আগস্ট

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ৭টা

কালকে খবর পাওয়া গেল রফিককে (রফিকুল ইসলাম) সুদ্ধ ৪জন ইউনিভারসিটির প্রফেসরকে ১৩ তারিখ রাতে ধরে নিয়ে গেছে । স্ত্রীদের আবেদনক্রমে আজ তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার কথা। কিন্তু আজ সামরিক অফিস হতে তাদের কাপড় চেয়ে নেওয়া হয়েছে । আল্লাহ জানেন, ওদের ভাগ্যে কি আছে । এখনও দানব বর্বরদের পাশবিকতা অব্যাহত । আল্লাহ রহম করুন ।

সন্ধ্যা ৬টায় দুলুর ফোন পেলাম। আল্লাহ নেগাহ্বান থাকুন। আজ গেন্দু এসেছিল । নওয়াব ঢাকার ডি.সি. হয়ে এল । সোমবার থেকে অফিস করবে। কি কার ভাগ্যে আছে কে জানে ।

১৯ আগস্ট

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ভাদ্রের আজ ২ তারিখ। অনেক বৃষ্টির পর যেন আজ রোদের আভাস এল, শরতের স্নিগ্ধতা নিয়ে । বিকালটা মনে হল শরতের বিকাল। শান্তি কোথাও নেই। ধরপাকড় রোজ চলছে। স্বামীবাগ, আজিমপুর, ধানমণ্ডি সবখানে রাতের আঁধারে দিনের আলোয় হানাদাররা হানা দিচ্ছে। দেশের মানুষ মরিয়া হয়েই এবার মরছে।

২০ আগস্ট

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ৯টা

কতকাল পরে আজ সালু, রুমী, আলু, শাদু, রবি, শাহরিয়ার এল। ওদের যে দেখলাম, ওরা যে বেঁচে আছে, এও শোকর । একটু আগে মেশিন গানের গুলী চলার শব্দ হল ২৭ নং রোডের ওদিক থেকে। কার কোল খালি হল আল্লাহ জানেন। ছোটনের, শমুর কোনো খবর নেই । আজ বৃষ্টিটা ধরেছে, কাল নাকি সূর্যগ্রহণ, আমরা দেখব না ।

২১ আগস্ট

শনিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

বার বার দুঃস্বপ্ন দেখছি। এত অমঙ্গলের চিহ্ন, আশঙ্কা; মন আর কত যে শক্ত করি। সর্ব মঙ্গলময় সর্ব নিয়ন্তা আল্লাহ রহমানুর রহিম। তিনি রহম করলে সব অমঙ্গল মঙ্গল হয়ে উঠবে, সেই আশা করে নিশ্চিন্ত হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। শুধু আমার ভালো হলেই তো হবে না। আমার সন্তান, আমার দেশ, দেশের মাটি, মাটির মানুষেরা সামরিক নির্যাতন, বন্যা মহামারীতে আর কত মরবে। আল্লাহ ভালো কর। রহম কর। মুজিবের হায়াত দাও, বাংলাদেশের ভালো কর । আমারও ভালো হোক । আজ স্বাধীন বাংলা বেতারে বদরুন (বদরুন্নেসা আহমদ) বলল । সবাই চলে গেল, আমিই রইলাম ।

২২ আগস্ট

রবিবার ১৯৭১

সোভিয়েত কনসাল জেনারেল লাঞ্চ খাওয়ালেন । সময় কাটল । নওয়াব এল। খসরুর কথা শুনলাম । জানি না ওর ভাগ্যে কি হয়েছে । মাঝে মাঝে গুলী মেশিনগান-এর শব্দ পাচ্ছি। গুলশানের ব্যাপারে যা শুনলাম অভাবনীয়। কি যে হবে! আমার জন্য ভাবি না, ও হতচ্ছাড়ার ভাগ্যে যে কি আছে আল্লাহ জানেন। আজকে ইন্ডিয়ার বেতার কেন্দ্রে আমার কবিতা পড়া হল ।

২৩ আগস্ট

সোমবার ১৯৭১

আল্লাহর কাছে শোকর। ছোটনের চিঠি পেলাম । লালাদের চিঠি পেলাম । আলুর মুখ দেখলাম । সব ভালো রাখুন আল্লাহ তার নেগাহবানীতে । আজ জাফর সাহেব উধাও। কাণ্ড যা করে তুলেছিলেন, এ ভালোই হল । আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্য করেন। রোজ রাতে গোলাগুলী চলছে, আশপাশে ধরপাকড়ও হচ্ছে, আল্লাহ রহম করুন।

সিকান্দার আবু জাফর ওপারে চলে যাওয়ার দিন ।

২৪ আগস্ট

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ৯টা

আজ জাকুদের কলেজে গ্রেনেড চার্জ হল । জাকু আসেনি, আলভীও এল না। বড় দুশ্চিন্তায় কাটছে সময় । গ্রীন রোড কলাবাগান সব জায়গায় গণ্ডগোল ।

২৫ আগস্ট

বুধবার ১৯৭১

আজ জাকুও এল। তবুও সান্ত্বনা কোথায় যে কি হচ্ছে। ১৮ নং রোডে বন্যাদের বাড়ীর পাশে চার শহীদ হো গিয়া । অত্যাচারীর শক্তি যত প্রবল হোক । আল্লাহর শক্তি তার চেয়ে যে কত প্রবল । কত শক্তি তিনি অত্যাচারিতকেও

দিতে পারেন বাংলাদেশ তার প্রমাণ । আজ পাঁচ মাস গত হতে চলছে! কি দুঃসহ দিন ।

মাইনুর সাথে দুলুদের কাপড় আজ ত পাঠালাম। কবে আবার ওদের খবর পাব সেই আশায় আছি।

২৬ আগস্ট

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আলভী এতদিনে এল । অনেক কথাই শুনলাম। দুই দিন দুই রাত পর শামীম আজ বাড়ী এল। আল্লাহ যেখানে যাকে রাখেন যেন তার নেগাহবানীতে রাখেন। সবার ভালো হোক ।

৩০ আগস্ট

সোমবার ১৯৭১

সন্ধ্যা ৭টা

বর্ণাঢ্য পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে যায়, ক্ষুধার খাদ্য তৃষ্ণার পানীয় বিস্বাদ হয়ে ওঠে, বিষাক্ত মনে হয় নিঃশ্বাসের বায়ু । ওগো অকরুণ । আর কত! তুমিও ত সহ্যের সীমা অতিক্রম কর, কর গজব নাজেল । মায়ের বুক কি তোমার ধৈর্যের চেয়েও সহনশীল । আল্লাহ গো আল্লাহ। বাঁচাও মায়ের বাছাদের। রক্ষা কর মেয়েদের ইজ্জত, তোমার দেওয়া শ্রেষ্ঠ সম্পদ । এ কি অকরুণ লেখা। আর যে পারি না। আশেপাশে কারুর ঘরেই যে আলো নেই, আর কত । আলভী, আলতাফ মাহমুদরা জালিম পাক সৈন্যের হাতে ধরা পড়েছে।

৩১ আগস্ট

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ১০টা

দিনরাত কেটে আজও রাত এল । কে কি ভাবে কাটাল এতক্ষণ । ওগো আল্লাহ, এবার প্রসন্ন হও, তোমার নামের মর্যাদা রাখ । আমার মতো ঘরে ঘরে তোমাকে ডাকছে তুমি কি শুনতে পাওনা ?

সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

১ সেপ্টেম্বর

বুধবার ১৯৭১

রাত ৯টা

শুনেছ শুনেছ, প্রিয় আমার । বন্ধু আমার । অনঙ্গ অন্তরঙ্গ প্রার্থনা আবদার তুমি শুনেছ, অভিমানের মান রক্ষা করেছ, কত যে মহান মহৎ দয়ালু তুমি। ওরা ফিরে এল। মেয়েটার খবর এনে দাও। আমার সমস্ত ব্যথিত জীবনের সাথী তুমি, তুমি ছাড়া কে বুঝবে আমার কথা, কে শুনবে তুমিইত শুনছ শুনেছ, আরও শুনবে । শোকর, শোকর লাখ লাখ শোকর। তোমার নামের মর্যাদা তুমি রেখেছ, রাখবে। তবু যে মনে বড় ব্যথা । কালকে ছিল আজাব । বাচ্চা বিড়ালটা কুকুরের হাতেই মরল । তুমি কি সদকা নিলে? আহা মেরে মেরে কি যে অবস্থা করেছে বাচ্চার! তবুও হায়াত জোরে ফিরে যে এল সেইত শোকর। আলভী ফিরে এল ।

২ সেপ্টেম্বর

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রাত ৯টা

এইমাত্র দুলুর ফোন এল । আল্লাহ ওদের সহিসালামতে রাখুন । কালকে যেন জাকুর খবরটা পাই, আশা করে আছি, আলতুও ফিরে আসবে। আজ বৃষ্টি নেই, ঝকঝকে রোদ । কাটুক বাংলার কালো দিন, রাতের আঁধার । আশা হচ্ছে ভরসা হচ্ছে,আল্লাহই মুখ তুলে চাইবেন ।

মালিক সাহেব গভর্নর। টিক্কা খান অপসারিত।

৩ সেপ্টেম্বর

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ৯টা

একটু আগে খবর পেলাম, খবর ভালো নয় । বুকটা বসে যেতে চায়। অনেক ভালো না থেকে আল্লাহ বহু ভালো দিতে পারেন, এই আশা করে আছি । ২

দিন থেকে কারুর কোনো খবর নেই, সবগুলোর হল কি । আল্লাহ ত অনেক দিলেন, আবারও আশা করে আছি অনেক পাব। তার ভাণ্ডারে ত কোনো অভাব নেই । চারদিকে ধরপাকড়— কোন মায়ের বাছারা কোথায় ধরা পড়ছে কে জানে । আজ নবিকভ, নায়েলা এল । ছবি নিল কত যে সামলাতে হচ্ছে। আলতাফ মাহমুদকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবার দিন।

৪ সেপ্টেম্বর

শনিবার ১৯৭১

রাত ১১টা

আজ মনে অনেক প্রশান্তি । কিন্তু যারা রইল এমন জালেমের হাতে, তাদের জন্য নিয়ত এখন প্রার্থনারত। আল্লাহ, তুমি আছ। অতীব সত্য, মুক্তি আসবে একদিন তোমার রহমতে । আপনজনেরা এত অত্যাচার সহ্য করছে, দেশের সোনার ছেলেমেয়েরা আজ কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের মুক্তিযুদ্ধে সাহস বুদ্ধি দাও। বৌমা আজ প্রথম আমার বাড়ীতে রাত কাটালো। আহা! কেউ নেই ওর আল্লাহ তুমি ছাড়া। এই দুর্জয় সাহসী মেয়েটার ইজ্জত, শুভ কামনাকে তুমি জয়যুক্ত কর ।

৫ সেপ্টেম্বর

বুধবার ১৯৭১

রাত ৮টা

নবিকভ, নায়েলা আজ খেয়ে গেল। বিদেশের মানুষ বড় আপন হয়ে মিশেছিল, ওরা চলে যাবে সেই তুষারের দেশ রাশিয়ায়। কটি বছর কত আপন হয়ে মিশল । কিই বা উপহার দিলাম, তাতে কত খুশী! আবার শামীমকে যে রেকর্ডগুলো দিয়ে গেল তাও অনেক ।

মানিক হতভাগার বউ জামাই কাল এসে আজ চলে গেল, কি বোকা এরা। এখনও কেউ ঢাকা আসে । এতগুলো পয়সা খরচ করে একটা দিন মাত্র থেকে গেল । আজ বৌমা আসবে না। সকালে মেয়েটা গেল । এখন বৃষ্টি । বাড়ীর পাশে ব্যারিকেড, মেয়েটা একা বাড়ীতে, আল্লাহ ওকে দেখবে।

৬ সেপ্টেম্বর

সোমবার ১৯৭১

রাত ৯টা

কাল সন্ধ্যা থেকে প্রবল বৃষ্টি। উতল বাতাস আজ সারা দিন চলল। দুপুরে বৌমা এলো । আজ প্রতিরক্ষা দিবস। প্রহসন চলছে। ধরপাকড় চলছে। নতুন খবর নেই । মিথ্যা প্রচারে ঢাকার শহর গুলজার । কেউ বিশ্বাস করছে না । মিরজাফরী দল মিথ্যার মধ্যেও আলো জ্বালিয়ে চলছে, ওই আলোতে ত ওদেরই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। মূঢ়, মূর্খ স্বখাত সলিলে ডুববে একদিন ।

৭ সেপ্টেম্বর

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত ৯টা

রাশিয়ান নতুন ভাইস কনসাল জেনারেল ও ইসলামাবাদ থেকে আগত মিনিস্টার কাউন্সিলার মি. নিকোলাই, আই, ভয়নভ আজ ১টায় এসে ঠিক ৩টা পর্যন্ত অনেক আলাপ আলোচনা করে গেলেন। মি. নবিকভও সাথে ছিলেন। নুরুল ইসলাম ও শামীম আমার কথা ওদের ভালোমতো বুঝিয়ে বলায় অনেক পরিষ্কার কথাবার্তা হল । ১৫ তারিখে নবিকভ চলে যাচ্ছে। খুবই খারাপ লাগছে বড় অমায়িক লোক। নায়েলা ও নবিকভ বড় আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করত । আল্লাহ সবার ভালো করুন । বৌমা আজ আসে নি। মিনিষ্টার একটি সুন্দর বাক্স উপহার দিয়ে গেলেন ।

৮ সেপ্টেম্বর

বুধবার ১৯৭১

রাত ১০টা

আজ বৌমা এসেছিলো, এতদিনে একটা শান্তির খবর পেলাম। আল্লাহর কাছে হাজার শোকর। এইমাত্র দুলুর ফোনও পেলাম। মোরাদ পরীক্ষা ভালো দিয়েছে। সিমিন ভালো আছে, আব্বু করাচী যাবেন। বাচ্চুর মেয়ে বিব্বুর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। ভালো । আল্লাহ সবার ঠিকানা যেন ভালো মতো

করে দেন । আজ সারা দিন ঝকঝকে রোদ ছিল । ভাদ্র মাসের দিন । শিশির ঝরানো রাত । শরৎকাল । রজবের চাঁদ, রমজান আগত । কারা কোথায়, আল্লাহ সবার নেগাহ্বান থাকুন ।

১০ সেপ্টেম্বর

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ৯টা

৪টার সময় ঝিনুর মা এল। কি দুর্ভাগ্য। ছেলে চারটি ফিরে এলো, জামাইটা না আসায় মেয়ের মুখের দিকে কি করে চাইতে পারে । রুমিকেও ছাড়েনি । আল্লাহ রহম কর । আর কত দুঃখ দেবে মানুষকে। কাহারকে আইয়ুব পিণ্ডি ডেকেছে, না যেন যাওয়া হয়, এটাই প্রার্থনা। শয়তান, ছল, খলদের মনে কি আছে কেউ জানে না, আল্লাহ ত জানেন, তিনি যেন ওদের হাত থেকে আমার বাছাদের রক্ষা করেন।

১২ সেপ্টেম্বর

রবিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

কত দিন হয়ে গেল, ওদের খবর পাচ্ছি না। আল্লাহ আর কত দুঃখ দেবে? আজ পাশের বাড়ী বিয়ে খেয়ে খবর শুনলাম। আলতুর দশা কি হয়েছে আল্লাহ জানেন। সত্য মিথ্যা ঠিক নেই, আল্লাহ সব করতে পারেন। চারদিকের অবস্থা জঘন্য, ঘৃণ্য ফাতেমা সাদেক যাচ্ছে দালালি করতে। লজ্জা করে না এদের। সারা দেশের মানুষ মরে যাচ্ছে জালেমের জুলুম, এরা তামাশা করছে ।

১৩ সেপ্টেম্বর

সোমবার ১৯

রাত ১০টা

রাশান কনসাল জেনারেল মি. পপোভ-এর গুলশানের বাড়ীতে নবিকভের বিদায় সংবর্ধনা ছিল। সে কাল চলে যাবে। আপন আত্মীয়-বিদায় বেদনা অনুভব

হচ্ছে। এই সর্বনাশা জুলমাতি দিনে, সাহায্য আশ্রয় সমবেদনা সহানুভূতি দিয়ে সর্বক্ষণ ওরা স্বামী স্ত্রী খবরাখবর রেখেছে, প্রায়ই নানা উপহারে আমাকে খুশী রাখতে চেয়েছে। স্বদেশের কোনো উচ্চ পদস্থ অফিসার, আমাকে এত সম্মান এত মর্যাদা দেয়নি । আল্লাহ ওদের ভালো করুন । আপন দেশে স্বজনদের মধ্যে শান্তিতে থাকুক। আতাউর রহমান খান সাহেবের সাথে দেখা হল । ৩ মাস পর ছাড়া পেয়ে ভালোই আছেন ।

১৪ সেপ্টেম্বর

মঙ্গলবার ১৯৭১

৩ মাস পূর্ণ হয়ে ৪ মাসে পড়ল। আমার সোনা লক্ষীমণিরা কেমন আছে জানি না । আল্লাহর হাতে সঁপেছি, ইজ্জতের সাথে তিনি জীবন রক্ষা করুন । মনে হয় বছর হয়ে গেল । আমার দেশের সোনার ছেলেমেয়েরা ভেসে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ আর কত দুঃখ দেবে, এবারে মায়ের কোলে সন্তান যারা আছে বাঁচাও, ফিরিয়ে দাও, শূন্য ঘর ভরে দাও আবার শান্তিতে। চোখের উপর উনি শুকিয়ে শুকিয়ে কাবু হয়ে যাচ্ছেন, কিছু করতে পারি না, যতটুকু পারি যত্ন করতে ত্রুটি করি না, কিন্তু চিন্তা রোগের কি ওষুধ আমি দিতে পারি!

১৫ সেপ্টেম্বর

ববার ১৯৭১

আজ ১৫ তারিখ । আমার সোনামণিরা আজ এতক্ষণেও আমার কাছে । কোথায় কখন গেল যেন মনে করতে পারছি না । ৩ মাস আজ পূর্ণ হয়ে গেল। লিখতে গিয়েও মাথা ঠিক থাকে না। গতকালও এই কথা লিখেছি, আজই কালকের লেখাটা ঠিক খাটে । ওলট পালট হয়ে যায়। মনকে কত বুঝাই, তবু কেন যে দিশাহারা হই। আল্লাহ নেগাহ্বান থাকুন । সবার ভালো হোক । কোথাও থেকে কোনো একটা খবর নেই ।

১৮ সেপ্টেম্বর

শনিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

মিনু সাজুর প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দাওয়াত খেয়ে এলাম। কোনো ঘরে শান্তি

নেই। মিনুর শাশুড়ির কান্না, ছেলে একটি কোথায় গেছে, তার কোনো খবর নেই। অথচ বেঁচে থেকে সংসারের সব কিছু করতে হচ্ছে— আনন্দ উৎসব আবার দুঃখ ধান্দা । আল্লাহ কবে সবার ঘরে শান্তি এনে দেবেন, সেই প্রতীক্ষায় আছি। ছোটন, রোজীর চিঠি নেই, সোনামণিদের কোনো খবর নেই। আল্লাহ নেগাহ্বান থাকুন। নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হল । কি ছিরি কি ছাঁদ। ঘৃণা জন্মে যাচ্ছে, কি দেশে আছি ।

১৯ সেপ্টেম্বর

বরিবার ১৯৭১

স্বপ্নে দেখলাম তারাবাগের পুকুরে কাপড় ধুচ্ছি, ইকবাল এসে টিপি টিপি হেসে ঘাটের উপর দাঁড়াল, খুব বকা দিলাম। কিন্তু কথা বল্ল না। পরিষ্কার পাঞ্জাবী পায়জামা পরা । আল্লাহ জানেন— ছেলেটি বেঁচে আছে কি না। কারুরইত কোনো খবর নেই ।

২০ সেপ্টেম্বর

সোমবার ১৯৭১

রাত ৯টা

ছোটনের চিঠি পেলাম— ওরা আল্লাহর ফজলে সবাই ভালো আছে, এইটুকু জেনে শোকর করি । আজ হাসপাতালে গিয়ে রক্ত পরীক্ষার জন্য দিয়ে এলাম। ওষুধ খাচ্ছি। এত ভালোবাসে সবাই আমাকে, এ যে কি সৌভাগ্য । ডাক্তার, নার্স বেয়ারারা পর্যন্ত কি আদরে কথা বলল । নার্সরা চা না খাইয়ে ছাড়ল না। আমার দেশের বাংলাদেশের মেয়েরা কত খাটছে, কত কম পয়সা পায়, তবুও কত যে উদার ।

হাসপাতালে গন্ধে টেকা যায় না। ডাক্তার নার্স বেয়ারা একদম কম। আজ দুপুরেও ইউনিভারসিটির অধ্যাপক রশীদুল হাসানকে ধরে নিয়ে গেছে। বোমারু উড়ছে, গ্যাস বন্ধ ।

২২ সেপ্টেম্বর

বুধবার ১৯৭১

রাত ৮টা

গতকাল গ্যাস এসেছে। আজ শাগিয়েভ এসেছিল—অনেক কথা, আলোচনা হল। ফোন আজ ৩ দিন থেকে মরা। দুলুরা ফোন করেও সাড়া পাবে না। কি যে পরিস্থিতি। কবে এর নিরসন হবে। কারুর কোনো খবর নেওয়া দেওয়া অসম্ভব ।

২৪ সেপ্টেম্বর

শুক্রবার ১৯৭১

আজ চাটগাঁ থেকে কাহ্হার এল। দুপুর ২টায় আমার সাথে দেখা করে খেয়ে ঠিক ৩টায় এয়ারপোর্ট গেল, করাচী যাচ্ছে ২ সপ্তাহের জন্য। কি জানি ছলনা না কি। আল্লাহর হাতে সঁপলাম তিনি যেন সহিসালামতে ফিরিয়ে আনেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত নিষ্প্রদীপ মহড়া হয়ে গেল । কলকাতায় যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক আউটে ময়দানে যেতাম, কলকাতার অন্ধকার আকাশ কেমন তাই দেখতে । এখানে ত কাফেরদের ভয়ে দুয়ার বন্ধ করে থাকতে হল । কারুর কোনো খবর আজও নেই। আল্লাহ নেগাবান থাকুন ।

২৫ সেপ্টেম্বর

শনিবার ১৯৭১

আজ কুফরি জুলমাতের ৬ মাস পুরো হল । মুক্তি সংগ্রামী সন্তানদের সংগ্রাম অব্যাহত । আল্লাহ অসহায়ের রক্তেস্নাত বাংলার জনগণকে পূত পবিত্র শপথে উদ্বুদ্ধ করে যেন শান্তিময় জীবনের সন্ধান দেন। ঘর খালি, বুকখালি, কোল খালি, আবার পূর্ণ হোক ।

আজ রোজী আহাদ হাঁপানীর ওষুধ নিয়ে গেল । কি ভাগ্য, একটা যোগ্য মেয়ের জীবনে সুখ হয়ত হল, শান্তি পেল না ।

অক্টোবর, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

৩ অক্টোবর

রবিবার ১৯৭১

রাত ৮টা

কিছুই যেন নতুন করে জানার নেই, বোঝবার নেই, একই পুনরাবৃত্তি চলছে মাস ধরে কোনো খবর কারুর নেই। আজ ১০ দিন হল জামাইটা গেছে ফেরাউনের দেশে এজিদের ব্যুহের মধ্যে, কোনো খবর নেই, চাটগাঁয়ে ফোন করা যাচ্ছে না তবে মনটা বলছে সবাই ভালো আছে, কাহ্হার ফিরে এলে নিশ্চিন্ত হতাম। অক্টোবর বিপ্লব দিবস গত ক'বছরে কত যে সমারোহে পালন করা হয়েছে, এবার কি করে কি হবে জানি না । আল্লাহ নেগাবান। একটু খবর যদি সবার পেতাম ।

৫ অক্টোবর

মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ শব-ই-বরাত, ভাগ্যের রাত । ওগো দিন রাতের সন্ধ্যা ঊষা, ইহকাল পরকালের মালিক । তুমি কার ভাগ্যে কি লিখন লিখেছ, কি দান কাকে দিলে প্রভু। সারাদেশ, কোটি মানুষের ভাগ্যে লিখন কি লিখলে? কত আর দিন কাটাবে এই নিয়ে? আজ একটু খবর পেলাম ঘর ছাড়াদের, দুলুটার ফোনও পেলাম। এও তোমার কাছে শোকর। আজ শবেবরাত, কতঘর মায়ের বুক খালি। ভালো কর। সবার ভালো হোক, শান্তি সোয়াস্তি ফিরিয়ে দাও । কাটাকাটি মারামারি জুলুম আর কত সহ্য করবে মানুষ ।

৭ অক্টোবর

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সন্ধ্যা ৭টা

একটু আগে দুলুর ফোন পেলাম। বাবা বাড়ী এসেছেন, লাখ শোকর, শোকরানার নামাজ পড়লাম। ঝুনুর মা খালা মুক্তার বিয়ের দাওয়াত দিয়ে গেলেন। বাছা ননিদেরও খবর পেলাম। আল্লাহর কাছে শোকর। কত যে হালকা লাগছে বুকটা, .আল্লাহ। তুমি ইজ্জত হুরমত হায়াতের মালিক। ছোটনের চিঠি আজও

পেলাম না ।

৮ অক্টোবর

শুক্রবার ১৯৭১

মিলনদের সঙ্গে ওর ভাইয়ের সাথে মুক্তার বিয়ের গায়ে হলুদের জন্য গুলশানে কুটির বাড়ী গিয়ে কত কথা যে শোনা গেল । আজব গুজব, সুখের দুঃখের ক্ষোভের ব্যথার, আল্লাহ মেয়েদের বেইজ্জতি আর কত সহ্য করবে তা আল্লাহই জানে । দুঃখে ক্ষোভে ব্যথায় বুকের রক্ত ফেটে বের হতে চায় । অসহায় মানুষ । ওগো স্রষ্টা । ওগো রহমানুর রহিম। এখনও তোমার রহমত নাজেল হবে না। বুক, ঘর সব খালি করেও কি ধ্বংসলীলার সাধ তোমার মিটল না।

১১ অক্টোবর

সোমবার ১৯৭১

মুক্তার বিয়েও হয়ে গেল। বিয়েতে গেলাম। আজ দুপুরে বৌভাতও খেয়ে এলাম । শান্তিতে যেন থাকে দু'টি জীবন । আজ শিউলি গাছে ৫টি ফুল পেলাম । পাঁচটি প্রাণ । নির্মল সুগন্ধ সুন্দর নির্মল হয়ে উঠুক, এই শরত দিনের মতো। আমার বাছারা নিরাপদে থাকুক। কাল রাত থেকে কুকুরগুলো এক সাথে কাঁদছে। আল্লাহ রহম করুন, সর্ব অমঙ্গল থেকে তার মঙ্গল আশীষ ঝরে পড়ুক ।

মনটা অবসন্ন, বিষণ্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই ভালো করবেন সব কিছু। ছোটনদের চিঠিও পাইনি ।

২০ অক্টোবর

বুধবার ১৯৭১

রাত ৯টা

কতদিন, কতদিন যে লেখাপড়া কিছুই করছি না শুধু আল্লাহর দিকে চেয়ে দিন কাটাচ্ছি, সে অনঙ্গ অন্তরঙ্গের কি খেয়াল আছে। কি করে কাটছে দিনরাত। তবু একটা সুখবর মন্টু খান ছাড়া পেয়েছে, শোকর আল্লাহর কাছে। আলতাফের খবর নেই, কারুর কোনো খবর নেই, কেউই আসে না আমার

এখানে। ভয়ে নয়, আমার জন্যই আসে না । ওরা যে আমাকে ভালোবাসে সেইজন্য । আজ বিকালে ঝুনুর মাকে দেখতে গেলাম। তখন পাড়ায় মিলিটারী ঘুরছিল। মিলটনদের বাড়ী বৌমার বাড়ী জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে। আমি বাড়ী ছিলাম না, কেউ যে আসেনি ভালো হয়েছে । কেউইত ছিলাম না। এসে কি করত কে জানে ।

২১ অক্টোবর

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রমজান এল। পূত পবিত্র পাবক বিদগ্ধ তাপস কোন সওগাত নিয়ে এবার এল। আগামী কাল রমজান । আজ চাঁদ রাত, কত খুশী কত হাসি আনন্দ আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরা এই দিনটি আসত মুসলিমের ঘরে। আজ আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ বজ্র গর্জনে ভয়াল রূপ বাংলা থমথমে আবহাওয়ায় ভর্তি । একটু আনন্দ উল্লাস হাসি খুশীর সুর শোনা গেল না। ঘরে ঘরে চাঁদ দেখে আদাব সালাম মোবারকবাদের আওয়াজ পাওয়া গেল। আল্লাহ যেন সব শেষ ভালো দিয়ে করেন। দুলুদের ফোন পেলাম এইটুকু খুশী । বিব্বু মাইনুর খবরও পেলাম।

২৩ অক্টোবর

শনিবার ১৯৭১

এতদিনে আজ হাফিজটাকেও দেখলাম। এলও। গলা জড়িয়ে ধরে কত আদর যে করল। খসরু, চিঙ্কুর কোন খবর নেই। আলতু, ইকবাল এখনও বন্দী। আল্লাহ জানেন কি আছে ওদের ভাগ্যে । আল্লাহ যেন ভালো করেন। ২টা রোজা চলে গেল । এ পুণ্য মাসের বরকতেও কি ভালো হবে না? মঙ্গল আসবে না?

২৪ অক্টোবর

রবিবার ১৯৭১

ফজরের নামাজ পড়ে শুয়ে কিছুতেই ঘুম এল না ৬টায় একটু তন্দ্রা এল। দেখলাম টুলুরা এসে রান্না ঘরে ঢুকছে, বল্লাম আমার তুগুর মুগুররা এসে গেলি। চুমু খেতে গেলাম, লুলুটা বললো আমাকে দেবেনা? আমিত আগেও

একবার এসেছিলাম। টুটাকে আদর কর। টুটা গলা জড়িয়ে ধরে কত যে চুমু খেল। আল্লাহ ওদের যেন সবাইকে সুদ্ধ সহিসালামতে ফিরিয়ে দেন। আজ ডা. আলমকে নিয়ে হেনার মাকে দেখে এলাম। ভালোর দিকেই আছেন। আগামী রবিবার খুলনা যেতে চাইছেন। আল্লাহ সবাইকে ভালো করুন । উনি এবারে বড় কাহিল হয়ে পড়েছেন । কাল ঘুমাতে পারেননি । আবার কাল অফিসে যাবেন ।

২৬ অক্টোবর

মঙ্গলবার ১৯৭১

রাত সাড়ে ৪টা

আড়াইটার সময় স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল । দেখলাম লালানি হঠাৎ এসেছে, এসেই আবার হাফিজের সাথে বেরিয়ে গেল । কতক্ষণ পর আবার এল । একটা পাটি পেতে শুয়ে শুয়ে আমাকে ডেকে বল্ল— আমি ভাত খাব ৭টার সময়, সাতটার সময় খাব, ঠিক এই কথা বলল । আমি ওকে আদর করে অনেক কথা বলবার জন্য কোলে নিতে গেলাম, ঘুম ভেঙ্গে গেল । আর ঘুম আসে না। কি অদ্ভুত স্বপ্ন যে দেখছি কদিন ধরে। আল্লাহ যেন ওদের সহিসালামতে রাখেন । ৭ মাস পূর্ণ হল দেশের দুর্দিন চলছে । মা বাপের আপনজনদের কি দুর্ভোগ যাচ্ছে । আল্লাহ ভালো কর সবার ।

২৭ অক্টোবর

বুধবার ১৯৭১

আতোয়ার ফোন করে দুপুরে জানাল, রাত ৩টায় ওর একটি ছেলে হয়েছে। আল্লাহ মোবারক করুন, বেঁচে থাক, মানুষ হোক। আতোয়ারেরও সুমতি হোক। সংসার শান্তিময় হোক ।

২৮ অক্টোবর

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজও সেহরী খেয়ে শুয়েছি। ৫টার পর একটু তন্দ্রা মতন হল, স্বপ্নে দেখলাম লুলু এসেছে, বেশ হাসিখুশী। বল্লাম, আয় আমার কাছে শো, শুয়ে শুয়ে শুনি এতদিন কোথায় কি করে কাটালি, ওকে বুকে নিয়েই ঘুম ভেঙ্গে গেল। কি

যে হয়েছে, কি স্বপ্ন দেখছি এ সব আল্লাহ জানেন । ভালো থাকুক, ইজ্জতে থাকুক ওরা যে যেখানে আছে।

সন্ধ্যায় পি. পি. আই. থেকে শামীম ফোন করে জানাল, বারি সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। যুথীর কাছে ফোন করে জানলাম গতকাল এডিনবরায় বারি সাহেব ইন্তেকাল করেছেন, ছোট মেয়ে লিপির কাছে। ছেলে সুইজারল্যান্ডে আছে, বীথি লন্ডনে, যুথি ঢাকায় আছে। ঢাকায় তার দাফন হবে কি না যুথীও বলতে পারল না। আল্লাহ জান্নাত নসীব করুন । ৬ রোজার দিন মারা গেলেন ।

২৯ অক্টোবর

শুক্রবার ১৯৭

ছোটনের চিঠি পেলাম । এরা সবাই আল্লাহর ফজলে ভালো আছে । তবু ত খবরটুকু পেলাম। কত কত দীর্ঘ দিনে একটু খবর পাই। এও আল্লাহর কাছে শোকর। চারদিকে গোলাগুলী বোম-এর শব্দ । প্লেন উড়ছে সারা দিন রাত ।

৩০ অক্টোবর

শনিবার ১৯৭১

আজও সৌ খেয়ে নামাজ পড়ে শুয়েছি, ৫টারও পর ঘুম এল। দেখলাম টুলুটা হাসতে হাসতে এসে বলছে, তুমি নাকি রোজ রোজ লুলুকেই স্বপ্নে দেখো, এইত আমি আজ এসেছি। বলবার সাথে সাথে দেখি ভীষণভাবে যুদ্ধ লেগেছে, বোমা ফাটছে । প্লেন থেকে বোম্বিং হচ্ছে, আগুন জ্বলছে । অনেক লোক জমা হয়েছে মণিদের বাড়ী, আমাদের বাড়ী ভর্তি । ঝুনুর মা খুব অসুস্থ আর কুটি তাকে নিয়ে এসেছে, বড় এক কেটলি ভরা চা বানানো হয়েছে, কিন্তু অত লোকের কুলাবে কি? কুটি বল্ল আপার মেয়েদের চা বানাতে বলো, টুলুর হাতে করে দিলে কুলিয়ে যাবে, ওরা বেশ বরকত করে সবাইকে খাইয়ে দেবে, ঘুম ভেঙ্গে গেল । আল্লাহ সবার ভালো করুক, ভালো হোক । কাল রাত থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি, ঝড়ের লক্ষণ ।

৩১ অক্টোবর

রবিবার ১৯৭১

রাত ৮টা

আশ্চর্য কি যে অদ্ভুত সব সপ্ন দেখে চলেছি। আজও ভোর ৫টায় স্বপ্ন দেখছি, লুলু বলছে দ্যাখো মা কারা যেন এসেছে। দেখি অতীন রায়, ছেলে বুড়ো সবার দাদু যিনি ছিলেন ঐ লোক । মহারাজ এসে বলছেন দিদি, আপনাকে দেখতে একজন লোক যে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, এর আগেও ৩ বার এসে ফিরে গেছেন, আপনি খেতে বসেছিলেন। এখন খেতে যাচ্ছিলেন ত? আমি বল্লাম, না খাব পরে, কে এসেছেন দেখি, তারা কিছু বল্লেন না। কিন্তু দেখলাম স্বপ্নালু শিশুর মতো চোখে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন কালো কুচকুচে চাপ দাড়ি হাসিহাসি মুখ ছবিতে দেখেছিলাম কালো একটা জামা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরা রামকৃষ্ণ পরম হংস । কি আশ্চর্য উনি বল্লেন, না না, খেতে যাবে আমি একটু দেখতে এসেছি, দেখেই চলে যাচ্ছি, বলে তিনি যাচ্ছেন, কিন্তু পিছু ফিরে নয়, আমার দিকে চেয়ে চেয়েই পিছু হটে যাচ্ছেন, মিলিয়ে যাচ্ছেন যেন, নৌকায় করে যাবেন তাও আবার আমাদের শায়েস্তাবাদের বাড়ীর ভিতরের পুকুর কুল গাছের তলার ঘাট দিয়ে। আমি লুলু সাথে সাথে নৌকা পর্যন্ত এসে ওদের মিলিয়ে যাওয়া দেখলাম । কি স্বপ্ন এ? বাল্য কৈশোর যৌবনে স্বপ্ন দেখছি আমার প্রভু প্রিয় স্বপ্নের ধন মহানবীকে । আবার এ বৃদ্ধ বয়সে এ সব কাদের স্বপ্ন দেখছি। ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভোর হয়েছে তখন। আল্লাহ বাংলাদেশের দুর্যোগ রাতেরও অবসান করুন। সুপ্রভাত হোক ।

নভেম্বর, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

৪ নভেম্বর

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ দুলুর ফোন পেলাম। ওরা ভালো আছে। আল্লাহর কাছে শোকর। কবে কার সাথে যে কোথায় দেখা হবে জানি না। বেঁচে থাক, ভালো থাক, খবর পাই তাই কত সান্ত্বনা। বিব্বুর খবরও পেলাম। ওরা জীবনে সুখী হোক । সারা দেশময় কি তাণ্ডব লীলা আজও চলছে। কবে আল্লাহ এর অবসান করবেন, কে জানে ।

৫ নভেম্বর

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ৮টা

আজ ফজরের নামাজ পড়ে শুয়েছি, ৫টা বেজে গেল, ঘুম এল স্বপ্নে দেখলাম, লুলু টুলু খুশী হয়ে বলছে, মা আনিস ভাই এসেছেন। দেখলাম আনিস তার বড় মেয়েটিকে নিয়ে এসে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল। মেয়েটির হাতে একটা ভুট্টা, চঞ্চল মেয়েটি । সেটা পুড়িয়ে খাবে বলে আবদার করছে। দাদী ছিলেন। তিনি নিয়ে গেলেন রান্না ঘরে ভুট্টাটা পুড়িয়ে দিতে, আনিসকে জিজ্ঞাসা করলাম, এতদিন কোথায় না ঘুরলাম। অনেক কথা বল্লেন, যদি আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখে আবার দেখা করবার সময় দেন, সবকথা বলা ও শোনা হবে। স্বপ্নের সত্যতাও প্রমাণ হবে, এই আশা করে আছি ।

৭নভেম্বর

রবিবার ১৯৭১

গতকাল সন্ধ্যা ৭টায় ও আজ সন্ধ্যা ৬টার সোভিয়েত বিপ্লব দিবস উৎসব উপলক্ষে ১২ নং রাস্তা ও গুলশানের রিসেপশন সমাবেশে যোগদানের জন্য গেলাম। অনেকের সাথে দেখা হল । আজ বৌমা নার্গিস জাফর হোস্টেলে গেলো। কি যে দুঃখ বোধ হচ্ছে, রোজ সন্ধ্যায় যে আসত হাসি মুখটি নিয়ে, আর কবে যে আসবে, কে জানে, রোজ ত আসতে পারবে না। মেয়েরা ছেলেরা দূরে; বৌমাটাও দূরে চলে গেল। ভালো হোক, ভাল থাকুক সবাই এই-ই প্রার্থনা আল্লাহর কাছে।

৮ নভেম্বর

সোমবার ১৯৭১

আজ হেনা এল, টাকাটা দিয়ে বাঁচলাম । লন্ডন থেকে বুড়নের চিঠিতে জানলাম, ওরা তিন বোন রেনু খালার বাড়ী বেড়িয়ে এল এক সপ্তাহের ছুটিতে। আল্লাহ ওদের শরীর স্বাস্থ্য রুজী হায়াত ইজ্জত রক্ষা করুন এই দোওয়া করি। বৌমা ফোন করেছিল । কি নিঃসঙ্গ যে সন্ধ্যাটা লাগে। কাল রাতে নেপুর ৩টা বাচ্চা হয়েছে । যে খুশী হত আজ কাছে নেই । আল্লাহ যেন আবার খুশীতে হাসিতে অবলা পশুর দরদীকে এনে দেন ।

১৩ নভেম্বর

শনিবার ১৯৭১

এতদিন, কতদিন পর, আজ একটু হাতে লেখা পেলাম—৩ তারিখে লেখা। আজ দেখে তবু মনটা কত তৃপ্তি লাভ করল । আল্লাহ তুমি নেগাবান । আলতুকে ফিরিয়ে দাও। রুমী ইকু ওরা কে কোথায় আছে । মায়ের বুকে তোমার রহমত বর্ষণ কর ওরা বাছাদের বুকে যেন পায় ।

১৪ নভেম্বর

রবিবার ১৯৭১

আজ দুপুরে আবার একটু তন্দ্রার মধ্যে যে স্বপ্ন দেখলাম । বহু দিন পর ‘ও’ এসে আমাকে নিয়ে যেতে চাইল। গেলাম না। স্বামী সন্তানকে রেখে যেতে পারি না ত । কি গভীর মমতায় মাথায় একটি চুমু রেখে ও চলে গেল । ও কে তাও জানি না, অথচ কত যুগ থেকে সে আছে, আসে স্নেহে প্রেমে মমতায় মধুর হয়ে।

১৭ নভেম্বর

বুদ্ধার ১৯৭১

আজ কি দিন! আজ ২৭শে রমজান, রোজার মাসের শ্রেষ্ঠ দিবস। কালরাত গেছে হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাত। আর রাত পোহালে আজ সকাল বেলা ৮টায় হারালাম আমার শ্রেষ্ঠ ধনকে। আমার বাপ আমার দুলুর জীবনের সাথী,

আমার আদরের গৌরবের ধন জামাই কাহ্হার চাটগাঁর রেডিও অফিসে যাবার পথে গুলী খেয়ে আজ চিরতরে ছেড়ে গেল তার দুলুকে, তার সন্তানদের, তার মা বোনকে আমাকে । আজ ৫টা থেকে ঢাকায় কারফিউ। কোনো মতেও একটা টিকিট পেলাম না আমার বাবার মুখখানি শেষ দেখা দেখতে চাটগাঁ যাবার জন্য । ফোন । শুধু ফোনে ফোনে খবর পেলাম সব শেষ। বেলা ২টায় শাহ্ গরিবুল্লাহর মাজারে আমার বাবা শুয়ে থাকল গিয়ে । আল্লাহ! তুমি আছ ত? কি করলে? কি চেয়েছিলাম তোমার কাছে? এই তোমার বিচার? এই তোমার দান?

২৭ নভেম্বর

শনিবার ১৯৭১

আজ ১-১০-এর প্লেন এ চাটগাঁ থেকে ফিরে এলাম। ১৮ তারিখে চাটগাঁ গিয়েছিলাম। এই ক-দিনের স্মৃতি কি করুণ, কি কাতর, কি যে অবর্ণনীয়। এই ক'দিন পৃথিবী আমার কাছে মুছে গেছিল। আমার দুলুর সাদা কাপড়। আমার কওসর, মোরাদ, সিমিনের শোকার্ত মুখ। জুনেদের বিষণ্ণ ক্লান্ত অবসরহীন সমস্ত ব্যাপারকে গুছিয়ে করার চেষ্টা, আমার বাবার কবর, তার বৃদ্ধ মা, বিধবা বোনের আত্মীয়স্বজন, অনাত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের সমবেদনা সহানুভূতি সব ছাড়িয়ে আমার বাবার, আমার সাধের, গৌরবের জামাইয়ের শেষ শয়ন সমাধি দেখে এলাম । আরও কি যে বাকী আছে জানি না। আল্লাহ ওর সন্তানদের মানুষ করে দিন, এই প্রার্থনা ।

ডিসেম্বর, ১৯৭১

একাত্তরের

ডায়েরী

৪ ডিসেম্বর

শনিবার ১৯৭১

কাল রাত পৌনে ৩টায় প্রথম বিমান আক্রমণ শুরু হল । মুক্তি বাহিনীরই হোক কিংবা ভারতীয়ই হোক, ঢাকার বুকে বিমান আক্রমণ এতদিন পৌছে গেল । লোকজনের মৃত্যু বা তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির কথা শোনা গেল না। কিন্তু আতঙ্ক উৎকণ্ঠায় লোকজন অস্থির । কত সর্বনাশের পর এ উৎকণ্ঠা আবার কত দিন ধরে চলবে কে জানে । দিনের পর দিন জীবন থেকে মুছে যাচ্ছে। মন-জীবন-দিনক্ষণ বিরস বিবর্ণ বিস্বাদ ।

৬ ডিসেম্বর

সোমবার ১৯৭১

আজ ১১ টায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বাধীন গণতন্ত্রী বাংলাদেশ বলে স্বীকৃতি দান করলেন। বাংলার এক একমুঠো মাটি রক্তসিক্ত শহীদের খণ্ড হৃৎপিণ্ড । জানিনা আজকের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এ স্বীকৃতির মর্যাদা বাংলার মানুষেরা সঠিকভাবে নিয়ে সত্যই গণতন্ত্রী এক মহান বাংলাদেশকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে রাখার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে কিনা। সন্দেহ, শঙ্কা সবই আছে। আমার যাদুধনদের বুকের রক্তে রাঙা এ মাটি । বড় পবিত্র। আল্লাহ এর মর্যাদা রক্ষা করুন । বিমান আক্রমণ চলছে। পাকিস্তানী একটি বিমানও উড়তে দেখা গেল না ।

৮ ডিসেম্বর

বুধবার ১৯৭১

আজকের দৈনিক পাকিস্তানের খবরে বলা হয়েছে, গত সোমবার রাতে বেগম তাইফুর ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন। কোনো খবর বা আসা যাওয়ার কোনো উপায় নেই । সাইরেন অথবা সাইরেন ছাড়াও তেজগাঁওয়ের দিকে বিমান হামলা চলছে। এতদিন একটি ইতিহাস-এর অবসান হল। বেগম তাইফুর, সারা তাইফুর সে যুগের মহিলাদের মধ্যে প্রগতিশীল এবং শিক্ষিতা সমাজকর্মী বলে পরিচিতা ছিলেন। জেল পরিদর্শিকা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন, কাইজার-ই-হিন্দ পদক সমাজ সেবার জন্য লাভ করেছিলেন। তার লেখা

স্বর্গের জ্যোতি, মহানবীর জীবনী সুপাঠ্য। ৯০ বছর বয়সের অভিজ্ঞতাসহ তিনি জান্নাতবাসিনী হলেন। একটি শতাব্দীর অবসান হলো ।

১২ ডিসেম্বর

রবিবার ১৯৭১

রাত ১০টা

গতকাল বেলা ৩টা থেকে ঢাকায় কারফিউ দেওয়া হয়েছে, আজ পর্যন্ত চলেছে। আজ ৩ দিন ৩ রাত শামীম বাড়ীতে আর আসতে পারেনি। আজ রয়াল এয়ারফোর্স এসে ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাস কর্মচারী পরিবার ঢাকা থেকে নিয়ে গেল। প্লেন থেকে গোলাবর্ষণ, তথাকথিত ভারতীয় গোলাবর্ষণ হচ্ছে মাঝে মাঝে। ঢাকার বাড়ীঘর অধিকাংশ শূন্য । ভয়াবহ নীরবতা আতঙ্ক আশঙ্কায় মানুষ শ্বাস রোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে দিনরাত কাটাচ্ছে। আমার ভয় নেই শঙ্কা নেই । আল্লাহ আছে। চাটগাঁ বিচ্ছিন্ন কোথাও থেকে কারুর কোনো খবর পাচ্ছি না । ফোনও মৃত ।

১৪ ডিসেম্বর

মঙ্গলবার ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী ঢাকার কাছে এসেছে। আজ ৩ দিন থেকে ঢাকায় কারফিউ, হাট বাজার বন্ধ । আজ পানিও নেই। নিষ্প্রদীপ ত আছেই। আশা করছি রাত যত গভীর হচ্ছে, ভোরের আলো ততই এগিয়ে আসছে। জয় হোক সর্বহারাদের। যুদ্ধ বিরতির আলোচনা শুরু হয়েছে। শ্রীমতি গান্ধীর বাংলাদেশ স্বীকৃতি দানের পর শত্রু পক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ। মায়ের দুধ খেয়েছিল। ও সুকন্যা। আজ আশায় গৌরব বুক ভরে উঠছে, সব হারিয়েও বাংলা দেশের স্বাধীনতা অনেক বড়। আল্লাহ যেন এ আশায় বাধ না সাধেন। ওগো অকরুণ দাতা। অনেক দিয়েছ, অনেক নিয়েছ। বাংলাদেশের আজাদী দাও এবার ।

১৫ ডিসেম্বর

বুধবার ১৯৭১

আজ ৬ মাস হল, আমার পাখিরা আমার কোলছাড়া। আল্লাহ নেগাবানী

করছেন। সর্ব দুঃখের দাহন নিয়ে আজও আল্লাহর কাছেই আবার মাথা নোয়াই। ফিরে আসুক বাংলার বুকে শান্তি । আসুক ফিরে মুজিব। আসুক যার যার বুকের ধনেরা আজও বেঁচে আছে তারা মায়ের কোলে । আমার বাছারাও যেন ফিরে আসে। জোর দিতে ভারত যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিচ্ছে। সন্ধ্যা ৫টা থেকে আগামীকাল সকাল ৯টা পর্যন্ত সময় নির্ধারিত হয়েছে। সোভিয়েত থেকে জোর হুমকি চলছে, আল্লাহ যেন এবার রহমত করেন ।

১৬ ডিসেম্বর

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ ১২টায় বাংলাদেশ যুদ্ধ বিরতির পর মুক্তিফৌজ ঢাকার পথে পথে এসে আবার সোচ্চার হল 'জয় বাংলা' উচ্চারণে। আল্লাহর কাছে শোকর । বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে । সুখ দুঃখের অনুভূতি কমে গেছে যেন, তবুও একি শিহরণ। আল্লাহ! তোমার দানের অন্ত নেই । ইন্দিরা গান্ধী শতায়ু হোন। শতবার কৃতজ্ঞতা জানিয়েও তার ঋণ শোধ হবে না । জয়যুক্ত হোক সোভিয়েত রিপাবলিক। আমার বাবা আমার কাহ্হার আজ বেঁচে নেই । আজ ২৯ দিন হল, সে শুয়ে আছে মাটির কোলে। আর আজ কি শোকাবহ ঘটনা। জয় মিছিল দেখতে গিয়ে হাতেম আলীর শালীর মেয়ে জলির বড়বোন ডলি ১৮ নং রাস্তায় গিয়ে মিলিটারীর উন্মত্ততার দরুন গুলিতে মারা গেল । আহা! মা বেঁচে আছে যে। এ যে কি করুণ দৃশ্য ।

১৭ ডিসেম্বর

শুক্রবার ১৯৭১

আজ আমার বাবার মৃত্যুর একমাস পূর্ণ হল । বাবারে, বাবা! আর তুই ফিরে আসবি না। ফিরে এল আজ মুক্তি বাহিনীতে যারা বেঁচে আছে, বাবুল, শাহাদাত, নাসিম, খোকন, আরও অনেকে, আল্লাহ বাঁচালেন সবাইকে— এও শোকর। আজ আবার ৩টায় বোরহান এসে নিয়ে গেল শহীদ মিনারে। নাগরিক সমিতিতে ভাষণ দিতে, গেলাম। কি বল্লাম মনে নেই। দেখলাম, মেয়েরা, বোনেরা, মায়েরা, ভাইয়েরা অনেকে এসেছেন, অনেকে আজ আসেনি, অনেকে আর কোনো দিনই আসবেন না । তবু বাংলাদেশ স্বাধীন। বদর বাহিনীর চোরামার, পশ্চিমা সৈনিকদের চোরামার খেতে খেতে যে এখনও রক্তে বাংলাদেশ সিক্ত হচ্ছে, এর শেষ কবে হবে ।

১৮ ডিসেম্বর

শনিবার ১৯৭১

ভয়ানক, বীভৎস ভয়ঙ্কর শত্রুরা বাংলাদেশকে শোকাকুল, শোকাতুর, আতঙ্কিত, শঙ্কিত করে বদর বাহিনী হাজার হাজার লোককে এখন হত্যা করে চলছে। মুনির চৌধুরী, রফিক, গিয়াস, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডা. রাব্বি, ডা. আজাদসহ আরও অনেক মহিলাসহ ২৪০ জনের দেহ এখন পাওয়া গেছে। গত ১ সপ্তাহ ধরে কারফিউ দিয়ে দিয়ে জালেম হারামজাদারা এই কাণ্ড করেছে। আল্লাহ। তুমি কি এখনও কিছু করবে না? শেষ হবে না তোমার রক্ত পিপাসার? শহীদুল্লা কায়সার, সিরাজউদ্দীন হোসেনও নাকি নেই । একি শুনছি দেখছি?

১৯ ডিসেম্বর

রবিবার ১৯৭১

নাগরিক কমিটির সভা হল আমাদের বাড়ীতে। বোরহান আহ্বায়ক, ড. কুদরাত-এ- খুদা সভাপতি, তিনি আজ আসেননি । অন্যান্য মেম্বার এসেছিলেন। অনুসন্ধান করতে হবে কে কোথায় গুপ্তভাবে কাজ করেছে। মৃত্যুর সংখ্যারও শেষ নেই, মুক্তি ফৌজ- এর নিরস্ত্রীকরণের কথা হয়েছিল। পূর্বাণী হোটেলে রুহুল কুদ্দুস সাহেবের কাছে তা বন্ধ করার জন্য যেতে হল। তিনি সেখানে না থাকায় সেক্রেটারিয়েট গেলাম বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও আমি । কথা হল । নওয়াব, ইনাম, মোকাম্মেল সবার সাথে দেখা হল । চাটগাঁর খবরও কিছু পেলাম । আল্লাহ জানেন বদর বাহিনী আরও কি করবে।

২০ ডিসেম্বর

সোমবার ১৯৭১

মুক্তিফৌজেরা দলে দলে এসে দেখা করে গেল । কালরাতে হালাই সাহেবের বাড়ীতে বিহারী হানাদার এসেছিল। আজ ২টা লাশ লেক-এর পাড়ে পাওয়া গেল। বেলা ১টায় একটা ফোন এল। এরিয়া ম্যানেজার ফার্মগেট থেকে ফোন করে উর্দুতে কথা বল্ল, আমার কাছে আসবে ৪ জন, বল্লো কামুফ্লেজে আসবে। কথার ধরন, ব্যঙ্গপূর্ণ মনে হল। কি জানি সত্যি ওরা ইন্ডিয়ান আর্মি, না পাঞ্জাবী

পাক সেনা বুঝলাম না। তাই আজ মুক্তিবাহিনী পাহারা দিচ্ছে। মরবার ভয় করি না। অপমান থেকে আল্লাহ যেন রক্ষা করেন।

২১ ডিসেম্বর

মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ টুলুটার জন্ম দিন। আল্লাহ সৌভাগ্যবতী করুন। ইজ্জত বজায় রেখে মানে সম্মানে যেন দীর্ঘায়ু হয়। কবে চোখে দেখব কে জানে। কত যে আশা ভরসা শেষ হয়ে গেল ।

২৩ ডিসেম্বর

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

১৯৬৯ সনের পর আজ আবার এই টেলিভিশন অফিসে গেলাম। কি বল্লাম, মনে নেই । বুক, মাথা যেন খালি শূন্য, আমার বাংলার সুসন্তান শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ওরা আজ নেই। আমি ওদের মতো করে কি আজকাল কথা বলতে পারি। ওরা থাকলে কি আনন্দে হর্ষে পরিপূর্ণতায় এদিনটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। আল্লাহ! কেন কেড়ে নিলে?

২৪ ডিসেম্বর

শুক্রবার ১৯৭১

রাত ১০টায় আজ টুলু সোনা কলকাতা থেকে কান্নাভরা কণ্ঠে কথা কইল । লুলু, জাকিয়া বাইরে গেছে, ও কার ওখান থেকে কথা বল্ল, কানে শুনলাম। চোখে কবে দেখব কি জানি ।

২৬ ডিসেম্বর

রবিবার ১৯৭১

চাটগাঁয় ফোন করলাম। আমার বাবার আজ ৪০ দিন পূর্ণ হল। ওর এতিম বাচ্চারা শাহ গরিবুল্লাহর মাজারে বাপের সমাধি জেয়ারত করে এল। আমার দোলন, আমর প্রথম সন্তান আজ বিধবা। আমি মুক্ত বাংলাদেশ এর বুকে সভা সমিতি করে বেড়াচ্ছি। দিল্লী থেকে সাংবাদিক ভট্টাচার্য সাক্ষাৎকার নিয়ে

গেলেন। মিরপুরে ভাইয়াকে খাবার সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে এলাম। কি দুর্ভাগা ভাইটা আমার, হাতের গ্রাসও যেন মুখে ওর তুলতে দেয় না আল্লাহ। একি অভিশাপ। বুকের যন্ত্রণা আর কমে না। কোনো কিছুই আমার সম্পূর্ণ হয়ে আমাকে নিশ্চিন্ততা দেয় না। আজ হক কলকাতা গেল ।

২৭ ডিসেম্বর

সোমবার ১৯৭১

আওয়ামী লীগ অফিসে মহিলাদের শহীদ শোকসভা থেকে এলাম । কি সভার ছিরি । মাঠে ময়দানে দেশের সব মহিলাদের নিয়ে এ শোক বা স্মৃতিসভা করা উচিত ছিল। আজ বাবুল বাকু কলকাতা গেল। হেঁটে। কি পাগলগুলো সব। সবাইকে নিয়ে ৩ তারিখে ফিরবে বল্ল। দেখা যাক। গতকাল থেকে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন ঢাকা- কলকাতা চালু হল। দেখলাম আরও কি যে দেখব, সব যেন মঙ্গলময় শুভ সুন্দর শান্তিময় হয় এই আল্লাহর কাছে বলি । জাস্টিস নূরুল ইসলাম বাচ্চুকে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে। জাহানারা আরজুর স্বামী, ওতো লোক ভালো বলে জানতাম ।

২৮ ডিসেম্বর

মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ সকালে আকাশবাণীর প্রতিনিধি দ্বীপেশ ভৌমিক, যুগান্তরের সহ সম্পাদক এসে দেখা করে গেলেন । সাক্ষাৎকারের কথা টেপ করে নিলেন ও শ্রীমতী গান্ধীকে উদ্দেশ করে আমার কবিতাটি লিখে নিলেন, বেতার জগতে ছাপাবেন বলে । নতুন গুড়ের পায়েসটুকু খুশী হয়ে খেলেন। জাহানারা আরজু এসে কেঁদে গেল, বাচ্চুকে ধরে নিয়েছে। কি করব আমি। বিকালে লিনু বেলালের সাথে শহীদুল্লার বাড়ী গেলাম, পান্নাকে দেখলাম। কি বলবার আছে। কি করবার আছে। ২টি বাচ্চা, বৃদ্ধা মা, আল্লাহ! তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? আমি আর পারি না। যেন আমার লোলন টোলন, জাকু মিনু কবে আসবে? এখন বড় দেখতে ইচ্ছে করে ওদের । আজ আবার ইয়াকে ভ নাম নিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে ফোন করল। ইংরেজীতে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বল্ল । আমি ইংরেজী জানি না বলায় খুব ঠাট্টা করে ফোন ছাড়ল ।

২৯ ডিসেম্বর
বুধবার ১৯৭১

আমার 'দুলু'র মুখ দেখি আজ বাংলার ঘরে ঘরে
শ্বেতবাসা, আর শূন্য দু'হাত নয়নে অশ্রু ঝরে
বুকে করে সন্তানে
যাপিছে দিবস রাত্রি, কি করে সে কথা ওরাই জানে ।
দেউটি নিভেছে, নীড় হারা পাখি, পক্ষী মাতার মতো
দু'বাহু প্রসারি আগলিতে চাহে দামাল দুলালে যত,
ওরা তা মানে না, বক্ষে ওদের জ্বলিছে ক্ষুব্ধানল
পিতৃহারা যে করেছে মোদেরে কোথা সে দানব দল,
একবার দেখি! গোপনে যে ভীরু সরীসৃপ সম এসে
লক্ষ প্রাণেরে ছোবল মারিয়া বিবরে লুকাল শেষে
একটি ছোবল বিনিময়ে চাহে শতেক আঘাত হানি
বিদারিয়া দিতে ক্রূর দানবের পাষাণ বক্ষ খানি
অশ্রু নিবারি রক্ত চক্ষু ওরা চাহে প্রতিশোধ
ওদের মনের দাবাগ্নিজ্বালা কে করিবে প্রতিরোধ
অভাগিনী মাতা সকাতরে চাহে আবরি রাখিতে তারে
এখন গোপন শত্রুর দল হানা দিয়ে বারে বারে
পরাজিত-বিদ্বেষে
রক্তের স্রোত বহাইতে চাহে সোনার বাংলাদেশে ।
ঘৃণ্য নির্লজ্জ অধম দানব নিষ্ফল আক্রোশে

পথে বাহিরায় সারমেয় সম ক্ষুধিত উদরে এসে।
ঘৃণা ভরে কেহ মারে না ওদের, শহীদ শোণিতে পূত
এ মাটির প'রে যেন ওই পাপ রক্তের সোতাপুত
বহে না, ঘৃণা কলুষ কালিমা লিপ্ত দানব দেহ
এ মাটিতে পড়ে কলুষিত করে চাহে না তা আর কেহ
তাই আজ মুছি অশ্রুর ধারা সন্তানহীন মাতা
জয়ে, গৌরবে প্রার্থনা করে ওগো দাতা ওগো ত্রাতা
সুন্দর কর মহামহীয়ান কর এ বাংলাদেশ
এই মুছিলাম অশ্রুর ধারা দুঃখের হউক শেষ।

৩১ ডিসেম্বর

শুক্রবার ১৯৭১

আজ সকালে কলকাতা হিন্দী পত্রিকার সম্পাদক বিষ্ণু কান্ত শাস্ত্রী ও দিল্লীর সাংবাদিক রঘু বীর সহায় এক সাক্ষাৎকারে এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করলেন, ছবি তুললেন, কয়েকটি কবিতাও নিয়ে গেলেন। এর মধ্যে ডক ও খুকু এল মিনুর সুটকেস নিয়ে, ওরা আজ বিকালে আসবে বল্লে । কিন্তু সারাদিন ধরে অপেক্ষা করলাম ওরা এল না। সন্ধ্যায়ও আশা করেছিলাম, ওরা এল না। বছর আজ শেষ, কি যে যন্ত্রণা বুকের মধ্যে ।

৩টায় বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির সভায় ২১ নং পুরানা পল্টনে গেলাম । মনি সিং ও অন্যান্য কমরেডের সাথে দেখা হল । আমাকেও কিছু বলতে হল, বল্লাম, কি বল্লাম জানি না । ১৯৭১ আজ শেষ হয়ে গেল, জানি না, আগামী কালের দিন কিভাবে শুরু হবে।

সুফিয়া কামাল : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

জন্ম : ২০ জুন **১৯১১**, সোমবার, বেলা ৩টা

জন্মস্থান : রাহাত মঞ্জিল, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল

পৈতৃক নিবাস : শিলাউর, কুমিল্লা

পিতা : সৈয়দ আবদুল বারী

মাতা : সৈয়দা সাবেরা খাতুন

ঢাকার বাসস্থান : **১৫** ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক **১১** (পুরাতন ৩২) ঢাকা-**১২০৯**

১৯১২ ইস্মে আজম জপ্ করতে গিয়ে সুফি মতাবলম্বী পিতা সৈয়দ আবদুল বারীর চিরতরে গৃহত্যাগ ।

১৯১৮ কোলকাতায় বেগম রোকেয়ার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ।

১৯২৩ মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে বিবাহ। শায়েস্তাবাদ থেকে বরিশাল শহরে গমন । বরিশাল থেকে প্রকাশিত 'তরুণ' পত্রিকায় সুফিয়া এন. হোসেন নামে প্রথম লেখা 'সৈনিক বধূ' (গল্প) প্রকাশ । কবি কামিনী রায়-এর বরিশাল আগমন । সুফিয়া এন. হোসেন-এর বাসায় এসে লেখার জন্য উৎসাহ প্রদান ।

১৯২৫ বরিশাল 'মাতৃমঙ্গল'-এর একমাত্র মুসরিম সদস্যা হিসেবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ । গান্ধীজীর বরিশাল আগমন, নিজ হাতে চরকায় সুতা কেটে প্রকাশ্য জনসভায় গান্ধীজীর হাতে তুলে দেন ।

১৯২৬ 'সওগাত' পত্রিকার প্রথম লেখা (কবিতা-'বাসন্তী') প্রকাশ । প্রথম কন্যা সন্তান আমেনা খাতুন (দুলু)-এর জন্ম ।

১৯২৮ পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ও সামাজিক কুসংস্কার উপেক্ষা করে প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা হিসেবে বিমানে উড্ডয়ন। এ জন্যে পরবর্তীকালে বেগম রোকেয়া কর্তৃক অভিনন্দিত ।

১৯২৯ বেগম রোকেয়ার 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম'-এর সদস্য হিসেবে

কাজ শুরু । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্মদিনে কবিতা প্রেরণ। কবিগুরুর আমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে কবির সাথে সাক্ষাৎ। কবি কর্তৃক 'গোরা' উপন্যাস উপহার লাভ ।

১৯৩০ 'সওগাত'-এর প্রথম মহিলা সংখ্যায় ছবিসহ লেখা প্রকাশ ।

১৯৩১ 'ইন্ডিয়ান উইমেন্স ফেডারেশন'-এর প্রথম মুসলিম মহিলা সদস্যা মনোনীত।

১৯৩২ স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের অকাল মৃত্যু ।

১৯৩৩ 'কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুল-'এ শিক্ষকতা শুরু (১৯৩৩-১৯৪১)।

১৯৩৭ প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কেয়ার কাঁটা' প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে একটি কবিতার মাধ্যমে তাঁকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর আলমোড়া থেকে কবিতায় কবিগুরুর প্রত্যুত্তর ।

১৯৩৮ প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া' প্রকাশ। কবিগুরু রবীন্দ্রনা ঠাকুরকে 'সাঁঝের মায়া' গ্রন্থটি উপহার পাঠালে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ পত্র লাভ। ভূমিকা রেখেন কাজী নজরুল ইসলাম ।

১৯৩৯ চট্টগ্রামের কামালউদ্দীন খান-এর সাথে বিবাহ ।

১৯৪০ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ । পুত্র শাহেদ কামাল (শামীম)-এর জন্ম ।

১৯৪১ মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের মৃত্যবরণ ।

১৯৪৩ পুত্র আহমেদ কামাল (শোয়েব)-এর জন্ম। বর্ধমানে নারী নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের সাথে পরিচয় ।

১৯৪৪ পুত্র সাজেদ কামাল (শাব্বীর)-এর জন্ম ।

১৯৪৬ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কোলকাতায় 'লেডী ব্রবোর্ন কলেজ'-এ আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা। এ সময় দাঙ্গা-বিরোধী কর্মকাণ্ডে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রথম পরিচয় ।

দাঙ্গার পর মোহাম্দ মোদাব্বের, শিল্পী কামরুল হাসান, তাঁর ভাই হাসান জান

ও অন্যান্য 'মুকুল ফৌজ' কর্মীদের নিয়ে কংগ্রেস একজিবিশন পার্কে (পার্ক সার্কাস) 'রোকেয়া মেমোরিয়াল স্কুল' নামে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির স্কুল চালু।

১৯৪৭ দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলা ভাষায় মুসলমানদের প্রথম মহিলা সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম'-এর প্রথম সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ ।

দেশ বিভাগের পর স্বামীর সাথে ঢাকায় আগমন । ঢাকায় প্রখ্যাত মহিলা নেত্রী লীলা রায়, জুঁইফুল রায় ও আশালতা সেন-এর সঙ্গে পরিচয়। তাঁদের সাথে "শান্তি কমিটি'র কাজে যোগদান ।

১৯৪৮ 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি'র সভানেত্রী মনোনীত ।

১৯৪৯ জাহানারা আরজু'র সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক সুলতানা' প্রকাশ ।

১৯৫০ কন্যা সুলতানা কামাল (দুলু)-এর জন্ম । ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান এবং ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ ।

১৯৫১ 'মায়া কাজল' কাব্যগন্থ্ প্রকাশ। 'ঢাকা শহর শিশু রক্ষা সমিতি'র সভানেত্রী নির্বাচিত ।

১৯৫২ ভাষা-আন্দোলনের সময় ঢাকায় মহিলাদের সংগঠিত করে মিছিলের আয়োজন। মিছিলে নেতৃত্বসহ সামগ্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ । 'পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'-এর কার্যনির্বাহী সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত । কন্যা সাঈদা কামাল (টুলু)-এর জন্ম ।

১৯৫৪ 'ওয়ারী মহিলা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রথম সভানেত্রী নির্বাচিত।

১৯৫৫ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ঢাকায় রাজপথে প্রথম মহিলাদের ঘেরাও আন্দোলন ।

১৯৫৬ দিল্লীতে সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান । তাঁর বাসভবনের আঙ্গিনায় (তারাবাগের বাসা) অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় শিশু সংগঠন কেন্দ্রীয় 'কচি-কাঁচার মেলা'র প্রতিষ্ঠা ।

১৯৫৭ 'মন ও জীবন' কাব্যগ্রন্থ্ প্রকাশ ।

১৯৫৮ 'প্রশস্তি ও প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থ্ প্রকাশ ।

১৯৫৯ 'বাফা' (বুলবুল ললিতকলা একাডেমী) পুরস্কার লাভ ।

১৯৬০ সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ঢাকায় 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত স্মৃতি কমিটি' গঠন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীনিবাসের নাম 'রোকেয়া হল' করার প্রস্তাব পেশ ।

১৯৬১ 'ছায়ানট' সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, এর সভানেত্রী নির্বাচিত। পাকিস্তান সরকারের 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' পুরস্কার লাভ ।

১৯৬২ কাব্য সাহিত্যে 'বাংলা একাডেমী' পুরস্কার লাভ ।

১৯৬৩ আততায়ীর হাতে পুত্র আহমদ কামাল (শোয়েব)-এর মৃত্যু ।

১৯৬৪ 'বেগম ক্লাব' পুরস্কার লাভ । 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ।

১৯৬৫ 'ইতল বিতল' (শিশুতোষ—) ছড়াগ্রন্থ প্রকাশ। 'নারীকল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী নির্বাচিত । 'পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি'র সভানেত্রী নির্বাচিত ।

১৯৬৬ 'দীওয়ান' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। মস্কোর 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়ন গমন। 'সাঁঝের মায়া'র ২য় সংস্করণ প্রকাশ ।

১৯৬৭ 'কেয়ার কাঁটা'র ২য় সংস্করণ প্রকাশ ।

১৯৬৮ 'সোভিয়েটের দিনগুলি' (ভ্রমণ কাহিনী) প্রকাশ ।

১৯৬৯ 'অভিযাত্রিক' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ । 'মহিলা সংগ্রাম কমিটি'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত । আইয়ুব বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকায় মহিলাদের সমাবেশে সভানেত্রীত্ব ও মিছিলে নেতৃত্ব দান । আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ 'তমঘা-ই- ইমতিয়াজ' প্রত্যাখ্যান ।

১৯৭০ সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মানসূচক 'লেনিন পদক' লাভ । 'মহিলা পরিষদ গঠন' ও সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। '৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ বাংলায় রিলিফ বিতরণে নেতৃত্ব। 'মৃত্তিকার ঘ্রাণ' কাব্যগন্থ প্রকাশ । 'সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'-র সভানেত্রী নির্বাচিত ।

১৯৭১ মার্চ মাসে ঐতিহাসিক 'অসহযোগ আন্দোলন'-এ ঢাকায় মহিলাদের

সমাবেশ ও মিছিলে নেতৃত্ব দান । মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার ধানমণ্ডি নিজ বাড়িতে অবস্থান করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান। পাকবাহিনীর ভয়ভীতি ও মানসিক নির্যাতন উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ। বড় মেয়ে দুলু'র স্বামী আবদুল কাহ্হার চৌধুরীর মৃত্যু । পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর দান প্রস্তাবের বিরোধিতা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসভায় সভানেত্রীত্ব। 'একাত্তরের ডায়েরী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন।

১৯৭২ 'মোর যাদুদের সমাধি 'পরে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ । 'মহিলা পরিষদ'-এর সভানেত্রী হিসাবে বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সপর। 'দুঃস্থ পুনর্বাসন সংস্থা' গঠন ও সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন ।

১৯৭৫ 'আন্তর্জাতিক নারী দশক' উপলক্ষে জাতিসংঘ সমিতির 'অনন্যা নারী' পদক লাভ। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'মোর যাদুদের সমাধি পরে'— কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ 'Where My Darlings Lie Buried' প্রকাশ ।

১৯৭৬ 'স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন' প্রকাশ । বাংলাদেশ সরকারের 'একুশ পদক' ও লেখিকা সংঘের 'নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী' পুরস্কার লাভ ।

১৯৭৭ স্বামী কামালউদ্দীন খান-এর মৃত্যু । 'নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক' ও 'শেরে বাংলা' জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার' লাভ ।

১৯৭৮ 'কুমিল্লা ফাউন্ডেশন' পুরস্কার লাভ । পারিবারিক উদ্যোগে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গমন ।

১৯৮১ 'নওল কিশোরের দরবারে' কিশোর কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ। চেকোস্লোভাকিয়ার 'সংগ্রামী নারী পুরস্কার' ও 'ঢাকা লেডিস ক্লাব পুরস্কার' লাভ ।

১৯৮২ 'রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ'-এর সভানেত্রী নির্বাচিত। 'মুক্তধারা মহিলা পুরস্কার ও 'ফুলকী শিশু পুরস্কার' (চট্টগ্রাম) লাভ ।

১৯৮৩ 'বেগম জেবউননিসা মাহবুবউল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার', 'কথাকলি শিল্পী গোষ্ঠী পুরস্কার' ও 'পাতা সাহিত্য পদক পুরস্কার' লাভ ।

১৯৮৪ মস্কো থেকে 'সাঁঝের মায়া'-র রুশ সংস্করণ-'বলশেভনী সুমেরকী' প্রকাশ ।

১৯৮৫ 'শহীদ নতুনচন্দ্র সিংহ স্মৃতিপদক' (চট্টগ্রাম) ও 'কবিতালাপ পুরস্কার' (খুলনা) লাভ ।

১৯৮৬ ''ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব' পুরস্কার লাভ ।

১৯৮৮ 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ'-এর সভানেত্রী নির্বাচিত। 'রুমা স্মৃতি পুরস্কার' (খুলনা) লাভ। 'একালে আমাদের কাল' (স্মৃতিকথা) প্রকাশ । 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' ও 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড' এর আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র গমন ।

১৯৮৯ 'একাত্তরের ডায়েরী' (স্মৃতিচারণ) প্রকাশ । 'জসীমউদ্দীন পদক' (ফরিদপুর) লাভ। 'বাংলাদেশ সোসাইট অব নিউইয়র্ক'-এর 'মেম্বার অব কংগ্রেস' (যুক্তরাষ্ট্র) সনদ লাভ ।

১৯৯০ ঐতিহাসিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কার্ফ্যুর মধ্যে প্রতিবাদী মৌনমিছিলে নেতৃত্ব দান ।

১৯৯১ 'মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ'-এর 'মুজিব পদক', 'বিজনেস এ্যাণ্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব পদক' ও 'অনোমা' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর 'বৌদ্ধ একাডেমী পুরস্কার ' (চট্টগ্রাম) লাভ । ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় নাগরিক সংবর্ধনা । ৮১ বছর পূর্তিতে 'মহিলা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা ।

১৯৯২ 'কেয়ার কাঁটা'র ৩য় সংস্করণ প্রকাশ। লন্ডনের 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলন-'৯২-এ প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান এবং 'বঙ্গজননী' উপাধি লাভ। লন্ডনের ডা. বেণুভূষণ চৌধুরীর 'পিপল্স হেল্থ সেন্টার', 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' ও 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' কর্তৃক সংবর্ধনা । 'নারী কল্যাণ সংস্থা'র 'বেগম রোকেয়া পদক' লাভ ।

১৯৯৩ 'কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর'-এর ৪০ বছর পূর্তিতে 'শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি পদক' লাভ ।

১৯৯৮ 'দেশবন্ধু সি. আর. দাস স্বর্ণপদক' লাভ ।

১৯৯৯ ২০শে নভেম্বর শনিবার সকালে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল

ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল'-এ বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২৪ তারিখ বুধবার আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত। আজিমপুর সাধারণ মানুষের কবরস্থান। 'আমি একজন সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের মাঝেই আমি কবরে যেতে চাই ।' এটাই ছিল সুফিয়া কামালের শেষ ইচ্ছা ।

সুফিয়া কামাল : গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থের নাম ও বিষয় স্থান প্রকাশক প্রকাশকাল

কেয়ার কাঁটা (গল্প) কলিকাতা বেনজীর আহমদ ১৯৩৭

ঐ ঢাকা শাহেদ কামাল ১৯৬৮

ঐ ঢাকা অনির্বাণ ১৯৯৩

সাঁঝের মায়া (কাব্য) কলিকাতা বেনজীর আহমদ ১৯৩৮

ঐ ঢাকা শাহেদ কামাল ১৯৬৬

ঐ ঢাকা সময় ২০০০

মায়া কাজল (কাব্য) ঢাকা কাফেলা ১৯৫১

ঐ ঢাকা শাহেদ কামাল ১৯৬৬

মন ও জীবন (কাব্য)) ঢাকা বায়েজীদ খান পন্নী ১৯৫৭

ঐ ঢাকা শাহেদ কামাল ১৯৬৬

উদাত্ত পৃথিবী (কাব্য) ঢাকা মোঃ ওহিদ উল্লাহ্ ১৯৬৪

ইতল বিতল (শিশুতোষ)) চট্টগ্রাম সৈয়দ মোঃ শফি ১৯৬৫

দীওয়ান (কাব্য) সিলেট ফার্মীদা রশীদ চৌধুরী ১৯৬৬

সোভিয়েটের দিনগুলি (ভ্রমণ) ঢাকা শাহাদত হোসেন ১৯৬৮

প্রশস্তি ও প্রার্থনা (কাব্য) ঢাকা শাহাদত হোসেন ১৯৬৮

অভিযাত্রিক (কাব্য) ঢাকা শাহাদত হোসেন ১৯৬৯

মৃত্তিকার ঘ্রাণ (কাব্য) ঢাকা এ. এ. চৌধুরী ১৯৭০

মোর যাদুদের সমাধি ঢাকা শাহেদ কামাল ১৯৭২

‘পরে (কাব্য)

গ্রন্থের নাম ও বিষয় স্থান প্রকাশক প্রকাশকাল

নওল কিশোরের ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৮১

দরবারে (শিশুতোষ একালে আমাদের কাল (আত্মজীবনীমূলক রচনা) ঢাকা জ্ঞান প্রকাশনী ১৯৮৮

একাত্তরের ডায়েরী (ডায়েরী ঢাকা মালেকা বেগম ১৯৮৯

ঐ ঢাকা জাগৃতি ১৯৯৫

স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন (কাব্যসংগ্রহ) ঢাকা মুক্তধারা ১৯৭৬, ১৯৯০

ঐ ঢাকা সময় ২০০১

মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয় ঢাকা সময় ২০০১

(‘মোর যাদুদের সমাধি ‘পরে’ এবং ‘একাত্তরের ডায়েরী’-এর সমন্বিত সংকলন)

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও রচনা পরিচয়

সাঁঝের মায়া

সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া' এ পর্যন্ত তিনবার মুদ্রিত হয়েছে । কবি বেনজীর আহমেদ ১৯৩৮ সালে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশ করেন । গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৬৫ ॥ মূল্য : এক টাকা ।

'সাঁঝের মায়া'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ :

সাঁঝের মায়া । সুফিয়া কামাল । প্রিমিয়ার বুল্স্ । ১৭০, গভঃ নিউমার্কেট, ঢাকা-২ । প্রকাশনায় : শাহেদ কামাল, ৬৫৮, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নং-৩২, ঢাকা-২ । মুদ্রণে : ওসমান গনি, আধুনিক প্রেস, ২৫৫, জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা-২ ॥ প্রচ্ছদ রূপায়নে : সৈয়দ এনায়েত হোসেন ॥ পরিবেশনায় : প্রিমিয়ার বুক্স্, ১৭০ গভঃ নিউমার্কেট, ঢাকা-২ ॥ ভাদ্র : ১৩৭৩ ॥ মূল্য : তিন টাকা ॥

'সাঁঝের মায়া'র দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮০ । গ্রন্থটিতে মোট ২৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলোর শিরোনাম : 'সাঁঝের মায়া', 'চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রি', 'আমার নিশীথ', 'শরৎ আবার যেদিন আসিবে', 'ঝড়ের আগে', 'ঝড়ের শেষে', 'সে কোথায়', 'পৃথিবীর পথ', 'আর সে আসিবে কবে', 'তাহারেই পড়ে মনে', 'ভিখারিণী', 'চৈত্র-পূর্ণিমা, 'কেতকীর ব্যথা', 'এ নিশি অনন্ত হোক বঁধূ', 'শেষের সম্ভার, 'পহেলা মাঘ', 'ভালো লাগা ভালোবাসা নহে', 'রজনীগন্ধা', 'শ্রাবণের রাত্রি হয় শেষ', 'পুষ্পিত উৎসব', 'অনন্ত পিপাসা', 'পুনর্মিলনের রাতে', 'আশান্বিতা', 'পুরানো দিনের স্মৃতি', 'আমি কেন চাহিব না তবে', 'তুমি, আর আমি', 'মধুরের 'ধ্যানে', 'চিঠির জওয়াব' ।

'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থটি সুফিয়া কামাল উৎসর্গ করেছেন তাঁর অকালপ্রয়াত প্রথম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনকে । উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ :

মরহুম সৈয়দ নেহাল হোসেনের নামে-

কবি সুফিয়া কামালের 'সাঁঝের মায়া' সম্পর্কে কবি নজরুল ইসলাম পূর্ব্বাণী:

কয়েক বছর আগেকার কথা :

কল্যাণীয়া কবি সুফিয়া এন, হোসেন তখন হেরেমের বন্দিনী বালিকা । তাঁর স্বর্গত স্বামী আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু সৈয়দ নেহাল হোসেন সাহেব আমায় কয়েকটি কবিতা দেখতে দিলেন । আমার বিশ্বাস হ'ল না যে, সে কবিতা কোনো মুসলিম-বালিকার লেখা । আমারই উৎসাহে ও অনুরোধে বোরকা-নেকাবের অন্ধস্তূপ থেকে সেই কবিতার মুকুলগুলি সলজ্জশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করল ।

আজ কবি সুফিয়া যখন স্বনামধন্যা তখন সবেচেয় আনন্দিত হতেন, গৌরব বোধ করতেন যিনি সেই— শ্রীমান নেহাল হোসেন নাই । তাঁরি উৎসাহ দখিন হাওয়ার মত সুফিয়ার কবিতার দলগুলি বিকাশের সহায়তা করেছিল। ঘেরা-টোপ-ঢাকা পিঞ্জরের বুলবুলকে তিনিই মুক্তি দিয়েছিলেন, বুঝি এই অপেক্ষা তিনি করছিলেন। বদ্ধ বুলবুলের কণ্ঠ যখন অবগুণ্ঠনের বাধা অতিক্রম ক'রে দিগদিগন্তে ধ্বনিত হ'ল, তখন মুক্তি দাতারও মুক্তিক্ষণ এল । কিন্তু সেই বিদায়-'সাঁঝের মায়া' শাশ্বত হয়ে রইল । তার অবেলায়-বিদায় নেওয়া বন্ধুকে-প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বুলবুলের কণ্ঠে যে সকরুণ সুর অনুরণিত হয়ে উঠল-তার তুলনা যে কোনো সাহিত্যে বিরল । বেদনার এই ঘন বর্ষণ না হ'লে বুঝি গানের পাখী এ গান গাইত না, বনের চোখে যুই ফুলের অশ্রু ঝর্ত না। 'সাঁঝের মায়া'র কবিতাগুলি সাঁঝের মায়ার মতই যেমন বিষাদ-ঘন, তেমনি রঙ্গীন—গোধূলীর রংয়ের মত সঙ্গীন । এ সন্ধ্যা কৃষ্ণা-তিথির সন্ধ্যা নয়, শুল্কা চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যা । প্রতিভার পূর্ণচন্দ্র আবির্ভাবের জন্য বুঝি এমনি বেদনাপুঞ্জিত অন্ধকারের, বিষাদের প্রয়োজন আছে । নিশীত-চম্পার পেয়ালায় চাঁদিনীর শিরাজী এবার বুঝি কানায় কানায় পু'রে উঠবে । বিরহ যে ক্ষতি নয়, 'সাঁঝের মায়া'ই তার অনুপম নিদর্শন । এমন কবিতার ফুল ফোটাতে পারলে কাব্য মালঞ্চের যে কোনো ফুলমালি-কবি নিজেকে ধন্য মনে করতেন ।

কবি সুফিয়া এন, হোসেন বাঙলার কাব্য-গগণে নবোদিতা উদয়তারা । অস্ত তোরণ হ'তে আমি তাঁকে যে বিস্মিত মুগ্ধ চিত্তে আমার অভিবন্দনা জানাতে পারলাম, এ আনন্দ আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে ।

১লা শ্রাবণ, ১৩৪৫

কাজী নজরুল ইসলাম

'সাঁঝের মায়ার'র তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ২০০০। সংস্করণটির প্রকাশক

ঢাকার সময় প্রকাশন । এ সংস্করণে কবিপুত্র সাজেদ কামাল লিখিত ‘সাঁঝের মায়া: সহস্রাব্দে ফিরে দেখা’ শিরোনামের একটি রচনা মুদ্রিত হয়েছে ।

উদাত্ত পৃথিবী

উদাত্ত পৃথিবী : বেগম সুফিয়া কামাল ॥ পরিবেশক : স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা ॥ প্রকাশক : মোঃ ওহিদউল্লাহ, ৬৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১ ॥ প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ- ১৩৭১ ॥ প্রচ্ছদ অঙ্কন : নিত্যগোপাল কুণ্ডু ॥ ব্লক: লিঙ্কম্যান ॥ মুদ্রাকার : এম. চৌধুরী, রিপাবলিক প্রেস, ২, কবিরাজ লেন, ঢাকা-১ ॥ দাম : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র ॥

‘উদাত্ত পৃথিবী’ কাব্যগ্রন্থটি সুফিয়া কামাল উৎসর্গ করেছেন সওগাত-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে । উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ :

যাঁর সতর্ক স্নেহাচ্ছায়ায়

আমার সাহিত্য-জীবনের বিকাশ—

সওগাত-সম্পাদক

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেব

ধানমণ্ডী, ঢাকা-২

জুন, ১৯৬৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সুফিয়া কামাল

‘উদাত্ত পৃথিবী’ কাগ্যগ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬+৮২ । এতে মোট ৪২টি কবিতা সংকলিত হয়েছে । সংকলিত কবিতাগুচ্ছের নাম :

‘বর্ষারাতে’, ‘ঈর্ষান্বিত’, ‘রজনীগন্ধা’, ‘শেষ দান’, ‘শূন্যের সম্পদ’, ‘রাত্রির তপস্যা’, ‘প্রতীক্ষা’, ‘অনিমিষ’, ‘সঙ্কোচ’, ‘নব বর্ষে’, বৈশাখী নিশীথ’, ‘বর্ষার প্রতীক্ষা’, ‘স্বর্ণাভ শস্যের ঘ্রাণ’, ‘রূপসী বাংলা’, ‘হেমন্ত’, ‘শীত’, ‘মাঘের মমতা’, ‘ফাল্গুন-রাত্রি’, ‘মধুগন্ধা, ‘তিমির বিদার’, ‘শতাব্দীর গান’, ‘পঁচিশে বৈশাখ’, ‘আলোর দুহিতা’, ‘বিষের বাঁশীর কবি’, ‘ঘুমায় সে’, ‘এখন জাগিছে যারা’,

‘আপন ভাষা’, ‘শহীদ-স্মৃতি’, ‘অবরুদ্ধাকে’, ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’, ‘হে অমর প্রাণ’, ‘জীবন-স্বপ্ন’, ‘বুদ্ধের তরে’, ‘রুদ্র জাগো’, ‘স্বাক্ষর’, ‘মহাবিশ্বের পথে’, ‘সর্বকালের রাজা’, ‘পরশ মণি’, ‘মৃত্যুঞ্জয়ী’, ‘নবীন সূর্য’, ‘হে শ্বেত কপোত’, ‘আমার দেশ’ ।

দীওয়ান

‘দীওয়ান’ কাব্যগ্রন্থটি ১৩৭৩ (১৯৬৬) সালে প্রকাশিত হয়, প্রকাশক লিপিকা এন্টারপ্রাইজেস্ লিমিটেড । আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮+১০৭। গ্রন্থটি আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ :

দীওয়ান । সুফিয়া কামাল । লিপিকা এনটারপ্রাইজেস্ লিমিটেড, রশীদিস্তান, সিলেট ।

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ ॥ প্রকাশনায়: ফার্মীদা রশীদ চৌধুরী, গভর্ণিং ডিরেক্টর, লিপিকা এন্টারপ্রাইজেস্ লিমিটেড, রশীদিস্তান, সিলেট ॥ মুদ্রণে: আমীনূর রশীদ চৌধূরী লিপিকা প্রিন্টার্স, সিলেট । প্রচ্ছদ রূপায়ণে : কাজী আবুল কাসেম ॥ মূল্য : ৪ টাকা ॥ গ্রন্থের উৎসগপত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

তুমি এলে

জীবনের মধুপাত্র শূন্য হয়ে গেলে!

তবুও ডুবায়ে মোর কম্পিত অঙ্গুলি

ভগ্ন হৃৎপিণ্ড হতে তুলি

শেষ রক্তরাগ রেখা মোর জীবনের সন্ধ্যাকালে

দিনু তব ভালে ।

শরতের দিনশেষে দোলনচাঁপার

শক্তি নাই নিজ গন্ধ ধরে রাখিবার,

তবুও সে ফুটি

না হতে সুগন্ধি শেষ ভূমে পড়ে লুটি—

সেই তার

প্রিয়েরে প্রথম আর শেষ উপহার!

সূচিপত্রের পূর্বের পৃষ্ঠায় গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

কবি সুফিয়া কামালের কাব্যপ্রচেষ্টার একটি সামগ্রিক পরিচিতি এখন পাঠক সমাজের অভিপ্রেত মনে করে এ বইয়ে তাঁর ককেয়টী কিশোর কবিতা সন্নিবেশ করা হলো ।

'দীওয়ান'-এ সংকলিত কবিতা সংখ্যা ৫১ । কবিতাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ: 'দীওয়ান' : 'ভয় কি তোমার শাহারাযাদী', 'শুনাও কাহিনী', — সেই পুরাতন আফ লায়লা', 'জেব্-উন-নিসা', 'তৃষ্ণা : এক', 'তৃষ্ণা: দুই, 'তৃষ্ণা: তিন', 'স্বপ্নভঙ্গে', 'হাসিয়া কহিবে', 'সংলাপ', 'অধমার মিনতি', 'স্পর্ধিতা', 'এসেছে এসেছে তুমি', 'পুনর্নবা', 'কথা', 'রাত্রি কাটে', 'ঐশ্বর্য্য', 'এখানে আমার রাত', 'এখানে বসন্ত', 'সে সুন্দর অঙ্গহীন', 'শুক্তি', 'এই নীড় এই মাটির মমতা', 'উপষ', 'স্বপ্নিল', 'খুলে দাও দক্ষিণের দ্বার', 'বিদগ্ধ বসন্ত', 'বৈশাখ', 'এইত বৈশাখী দিন', 'অকাল মেঘ', 'নব মেঘ', 'শ্রাবণ', 'অতুলন', 'কালচক্র', 'আনো বাণী', 'অঙ্গনার অন্য নাম', 'শ্রীময়ী শ্রীমতী তারা', 'অনন্যা', 'নারী ও ধরিত্রী', 'হে বিহগী', 'তাদের স্মরিলাম', 'জ্বালাও আলো', 'ঈগল জেগেছে', 'ঝর্ণারা!' 'ধারা ঢালা!', 'শতবর্ষ আগে', 'হে মৌন হিমালয়', নৃত্য চপল', সেই সে গানের পাখি', 'হে শ্বেত কপোত', লুমুম্বার আফ্রিকা', 'কারান্তরালে জমিলা' ।

প্রশস্তি ও প্রার্থনা

'প্রশস্তি ও প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪+৮৪ । 'প্রশস্তি ও প্রার্থনা' গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ

প্রশস্তি ও প্রার্থনা । সুফিয়া কামাল। পরিবেশক-বুকভিলা, ১৭১, গবর্ণমেন্ট নিউমার্কেট, ঢাকা-২।

প্রকাশক : শাহাদাত হোসেন, মিরপুর বাজার, ঢাকা ॥ প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর— ১৯৬৮ ॥ ছেপেছেন : শফিউদ্দিন খান, প্যারাগণ প্রিন্টার্স, ২৬, কুমারটুলি লেন, ঢাকা-১ ॥ মূল্য : তিন টাকা ॥

‘প্রশস্তি ও প্রার্থনা’ গ্রন্থে সংকলিত কবিতা সংখ্যা ৩০ । কবিতাসমূহের শিরোনাম : ‘ফাতেহা-ই-দোয়ার্য দহম’, ‘অবিনশ্বর আত্মার প্রতি’, ‘সে শহীদ বীর’, ‘যে জীবন ইতিহাস’, ‘অনন্যা সে নারী’, ‘আলোর ঝরনা’, ‘কালজয়ী’, ‘প্রজ্ঞার নগাধিরাজ’, ‘আবার আসিয়ো’, ‘সে এক পুরুষসিংহ’, ‘তবু সে মহান মৃত্যু’, ‘অমৃত প্রাণ’, ‘যে চারণ দিকে দিকে’, ‘শাহাদাৎ হোসেন প্রয়াণে’, ‘হাস্নাহেনার কবিকে’, ‘আবার দেখাও পথ’, ‘মহাকবি শেক্সপীয়র স্মরণে’, ‘কবি মৃত্যুঞ্জয়’, ‘ধরণীর অমৃত সন্তান’, ‘এদিনের প্রার্থনা’, ‘অনেক অনেক কথা’, ‘শাহীন’, ‘এনেছে জীবন’, ‘তোমাদের তরে’, ‘অরণ্যে জাগরণ’, ‘আমার পতাক’, ‘যুগ মানবেরা!’, ‘দুঃসহরে সহিছে আশায়’, ‘বালাকোট হতে বেরিলি’, ‘শপথ’ ।

অভিযাত্রিক

‘অভিযাত্রিক’ গ্রন্থটির প্রকাশকাল মার্চ ১৯৬৯ । পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪+৭০ । গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ :

অভিযাত্রিক । সুফিয়া কামাল । পরিবেশক : বুকভিলা, ১৭১, গভর্ণমেণ্ট ইনউমার্কেট, ঢাকা ।

প্রকাশক : শাহাদাৎ হোসেন, মিরপুর বাজার ঢাকা ॥ প্রচ্ছদপট : সৈয়দ সফিক প্রথম সংস্করণ : মার্চ, ১৯৬৯ সন ॥ মুদ্রাকর : শফিউদ্দিন খান, প্যারাগণ প্রিন্টার্স, ২৬, কুমারটুলী লেন, ঢাকা-১ ॥ মূল্য : তিন টাকা মাত্র ॥

‘অভিযাত্রিক’ কাব্য-সংকলনে মুদ্রিত কবিতা সংখ্যা ৪৫ । কবিতাগুচ্ছের শিরোনাম : প্রত্যেকের প্রত্যহের ‘প্রার্থনা’, ‘অভিযাত্রিক’, ‘জাগৃতি’, ‘জাগো দুর্বার’, ‘এলো দিন’, ‘পণ’, ‘আবার শপথ লই’, ‘নতুন দিনের সূর্য’, ‘এ পতাকা এ পুণ্য ভূমি’, ‘যখন সংগ্রাম জাগে’, ‘উৎসবের দিনে’, ‘ভুলি নাই’, ‘ঝাণ্ডা উড়িছে নভে’, ‘আমার দেশ’, ‘নব বারতা’, ‘নতুন আলোকে জাগো’, ‘এই দিনে’, ‘এই শপথ’, ‘হে বনি আদম জাগো’, ‘সব মানুষের তরে’, ‘আলোর পাখী’, ‘এবার ঈদের জামাত কি হবে?’, ‘ক্ষুধায় আজিকে কাঁদে কারা?’, ‘এ চাঁদ’, ‘ক্ষমা নাই’, ‘কোথায় ঈদের দিন’, ‘ঈদ : ১৩৬১’, ‘শহীদ রক্তের ঋণ’, ‘অমৃত স্মৃতি’, ‘এমন আশ্চর্য এই দিন’, ‘বাহান্ন থেকে চৌষট্টি পরিক্রমা’, ‘পথ নহে অন্তহীন’, ‘কালের যাত্রার ধ্বনি’ ‘হে মানুষ জেগে ওঠো’, ‘কবে কতদিনে হবে শেষ’, ‘উদয়ের দেশ হতে’, ‘হোক সবে মহিয়সী’, ‘অমৃত ছড়াব পৃথ্বি

বুকে', 'ঝর্ণারা এস', 'পাখিরা', 'অমৃত কন্যা', 'ডাক দিল প্রতি ঘরে ঘরে', 'তমসা কেটেছে', 'নতুন সূর্য গগনে উঠেছে', 'শেষের প্রার্থনা' ।

মৃত্তিকার ঘ্রাণ

'মৃত্তিকার ঘ্রাণ' কাব্য-সংকলনটি ১৩৭৭ (১৯৭০) সালে প্রকাশিত হয় । পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬+৯০)। 'মৃত্তিকার ঘ্রাণ' কাব্যসংকলনের আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ :

মৃত্তিকার ঘ্রাণ । সুফিয়া কামাল । পরিবেশক : চৌধুরী পাবলিশিং হাউস ।

মৃত্তিকার ঘ্রাণ : সুফিয়া কামাল ॥ প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭৭ ॥ প্রকাশক : এ. এ. চৌধুরী, ৩৪, বাংলা বাজার, ঢাকা ॥ মুদ্রাকর : এ. এ. চৌধুরী, কথাকলি মুদ্রণী ॥ মূল্য : চার টাকা ॥

MRITTIKAR GHRANE SUFIA KAMAL PUBLISHED BY CHOWD-HURY

PUBLISHING HOUSE, DACCA. E. PAK. PRICE RS 4.00

'মৃত্তিকার ঘ্রাণ' কাব্য-সংকলনটি সুফিয়া কামাল নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়াকে উৎসর্গ করেন । উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ :

নিত্য স্মরণীয়া

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের

পুণ্যনামে

'মৃত্তিকার ঘ্রাণ' কাব্য-সংকলনে কবিতা সংখ্যা ৪৬ । কবিতাসমূহের শিরোনাম 'আমার এ বনের পথে', 'মুগ্ধা', 'সোহাগ ভীতু', 'চেয়ে দেখা মোর পানে', 'বাসনা', 'বুকে করে সে চির তিমির', 'দীপ্ত দ্বিপ্রহরের', 'বিজয়নী', 'মনে মনে', 'সূর্যমুখী', 'কি দিব তোমারে', 'এইত নয়ন দু'টি', 'সমুদ্র হৃদয়', 'বিদায় বাঁশরী', 'বঞ্চিতা', 'মোর মণ', 'সান্ত্বনা কোথায়', 'তোমাদের সম্মুখে বৈশাখ', 'নীড়', 'অনেক আঁধার কেটে যায়', 'শমীমের কাণ্ড', 'তাজ', 'মুক্তধারা', 'কর্ণফুলির কল্লোল', 'সিন্ধু', 'হে সাগর', 'আকাশ মৃত্তিকা', 'নববর্ষে', 'প্রথম বর্ষণ', 'আবার বৈশাখ এল', 'হে বৈশাখ', 'অঘ্রানী সওগত', 'খুলে দাও দ্বার', 'কুসুমের মাস',

‘তবু ও বসন্ত এল’, ‘বসন্তের শেষ বিভাবয়ী’, ‘ব্যর্থ বসন্ত’, ‘শবে বরাত’, ‘চন্দ্রের এ ইশারা’, ‘শব- ইকরদ’, ‘শওয়াল সাঁঝ’, ‘মহামিলনের মহান এ দিনে’, ‘এদিনের পত্রখানি’, ‘মানুষে মানুষে হোক পরিচয়’, ‘এদিনের প্রার্থনা’, ‘গরীবের মুঠি দিয়ো গো ভরে’ ।

মোর যাদুদের সমাধি ‘পরে

‘মোর যাদুদের সমাধি ‘পরে’ গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৭২। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮+৪০ । গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ :

মোর যাদুদের সমাধি ‘পরে। সুফিয়া কামাল। পরিবেশক : বুকভিলা, গভর্নমেন্ট নিউমার্কেট, ঢাকা ।

প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৭৯/ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ ॥ প্রকাশক: শাহেদ কামাল, ৬৫৮/এ, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক -৩২, ঢাকা-৫ ॥ প্রচ্ছদ: আবুল বারক্ আলভী ॥ মুদ্রণ: সমকাল মুদ্রায়ন, ডি- আই-টি এ্যাভেনু, ঢাকা -২ ॥ দাম: তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥ গ্রন্থটির উৎসর্গপত্র নিম্নরূপ:

‘মোর যাদুদের তরে’

সূচিপত্রের পূর্বের পৃষ্ঠায় লেখকের বক্তব্য :

সাহিত্যানুরাগী বন্ধু শ্রীরবীন্দনাথ দত্তগুপ্তের সহৃদয় প্ররোচনা ব্যতিরেকে কবিতাগুলোর পুস্তাকাকারে প্রকাশ এ বাজারে সম্ভব হতো না ।

‘মোর যাদুদেব সমাধি ‘পরে’ গ্রন্থে মোট কবিতা-সংখ্য ৩২। কবিতাসমূহের শিরোনাম:

‘ঊনসত্তুরের এই দিনে’, ‘নীরবে চলছে’, ‘আজো ডাকে’, ‘বাতাসে বারুদ’, ‘তাদের সে রক্তিম শপথ’, ‘আজ এই দিন’, ‘কান্না নয়’, ‘রক্তের আলেখ্য’, ‘মিছিল সারি সারি’, ‘‘শিশিরে ভেজানো পথ’, ‘আছে দৃঢ় প্রত্যয় প্রত্যাশা’, ‘মরণ ভয়কে জয় করেছে’, ‘মুজিবের জন্মদিনে’, ‘উদাত্ত বাংলা’, ‘একত্রিশে চৈত্র-১৩৭৭’, ‘বৈশাখ-১৩৭৮’, ‘আমরা আদিম অধিবাসী’, ‘আমন্ত্রণ’, ‘আমার রসূল: ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম’, ‘পঁচিশে বৈশাখ’, ‘এগারোই জ্যৈষ্ঠ’, ‘হে রুদ্র!’ ‘আমরা নেমেছি সংগ্রামে’, ‘আটাত্তরের শ্রাবণ’, ‘এ আমার দেশ’, ‘শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে’, ‘মোর যাদুদের সমাধি ‘পরে’, ‘কবি মেহেরুন্নেসা স্মরণে’,

‘এই ভালো লাগা’, ‘বেণীবিন্যাস সময় তো আর নেই’, ‘শিলালিপি অক্ষয়’, ‘এই ফাল্গুন মাস ।

অগ্রস্থিত কবিতা

বর্তমান গ্রন্থের ‘অগ্রস্থিত কবিতা’ অংশে মোট ৫৭টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। বাকি কবিতাগুলোর প্রাপ্তি উৎস কবিতার নিচে উল্লেখ করা হয়েছে । কবিতাগুলোর শিরোনাম:

‘শরৎচন্দ্র অস্ত গিয়াছে’, ‘মা’য়ের গর্কি’, ‘ঊনসওরের ছড়া’, ‘প্রাচীন বিটপী তুমি’, ‘আপনজন’, ‘মৃত্যুর মাধুর্য’, ‘যাবার বেলায়’, ‘মস্কোয় বসন্ত’, ‘মনে করো’, ‘আজিকার শিশু’, ‘অরণ্য কন্যারা জাগে’, ‘জন্ম আমার যায়নি বৃথাই’, ‘মিছিল’, ‘বৈশাখী’, ‘সম্মেলন’, ‘আজকের কবিতা’, ‘সাকো ও ভেনজেটিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি’, ‘মান্ডেলা’, ‘আমেরিকা ১৯৮৯’, ‘লায়লা স্মরণে’, ‘নবজাতকের তরে’, ‘মানুষ হ’, ‘আধুনিক কবিতা’, ‘সাম্প্রতিক ছড়া’, ‘দেশ বাঁচাতে এবার এসে মা বোনেরা লাগুন’, ‘তাদের স্মরণ করি’, ডা. নুরুল ইসলাম, ‘৮ মার্চ, নারী দিবস’, ‘শব-ই-ক্বদর’, ‘ব্যাঙের সর্দি’, ‘তপস্যার ফল’, ‘মুজিব মৃত্যুঞ্জয়ী’, ‘এখন ও কুয়াশা’, ‘নটী নগরী’, ‘নারী’, ‘আজ এই সন্ধ্যায় গোধূলি’, ‘টইটম্বুর’, ‘একটা আছে ছাগল’, ‘ছড়ার ছড়া’, ‘সুমির ভাবনা’, ‘মহাত্মার বাণী’, ‘হে বন্ধু বিদায়’, ‘শতাব্দীর শেষ বসন্তে’, ‘সমুদ্র কোথায় যাবে’, নিম’, ‘রমজান’, ‘শুধু তুমি’, ‘শুধু তুমি’, ‘মাতা অমৃতা’, ‘বিজয়ের দিন’, ‘পুষ্প সূর্যমুখী’, ‘সানন্দা’, ‘টিকেট কেটে দিলাম’, ‘ধান শালিকের দেশ’, ‘অঙ্কুরের ধর্ম’, ‘ঘুম ‘ভাঙ্গানো ছড়া’, ‘আসেন মানব’, ‘ঢাকা’ ।

ইতল বিতল

সুফিয়া কামালের প্রথম ছড়া - সংকলন ‘ইতল বিতল’ শিশুসাহিত্য বিতান চট্টগ্রাম ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় । গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪ ।

ইতল বিতল : সুফিয়া কামাল । ছবি : হাশেম খান ।

গ্রন্থটির শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রণ-সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ :

ইতল বিতল ॥ প্রকাশক: সৈয়দ মোহাম্মদ শফি ॥ ফিরিঙ্গী বাজার রোড, চট্টগ্রাম ॥ মুদ্রণে: আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম ॥ মূল্য : এক টাকা ॥ শিশু সাহিত্য

বিতান চট্টগ্রাম ॥

'ইতল বিতল' এ শিরোনামহীন ২৪টি ছড়া রয়েছে । গ্রন্থটির উৎসর্গ :

সব খোকা খুকুদের

সময় প্রকাশন ২০০১ সালে ইতল বিতল-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

নওল কিশোরের দরবারে

সুফিয়া কামালের দ্বিতীয় শিশু-কিশোরতোষ গ্রন্থ। নওল কিশোরের দরবারে বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৮১ সালের মার্চ মার্সে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮ । গ্রন্থটির মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ:

বা /এ ১০৯৭ ॥ নওল কিশোরের দরবারে : সুফিয়াকামাল ॥ প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৮১ পাণ্ডুলিপি : সাংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে পত্রিকা শাখা ॥ প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : মানজারে শামীম প্রকাশনায়: আল কামাল আবদুল ওহাব, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকাশন ও বিক্রয় বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ॥

'নওল কিশোরের দরবারে' গ্রন্থের উৎসর্গপত্র নিম্নরূপ:

উৎসর্গ শিশুকিশোরদের জন্য

নওল কিশোরের দরবারে গ্রন্থটিতে মোট ১৮টি ছড়া সংকরিত হয়েছে । ছড়াগুলোর শিরোনাম: 'ছোট্ট মনের বড্ড আশা' 'খেলাঘরে', 'নওল কিশোরের দরবারে', 'তোমরা আমীর নওয়াব বাদশা', 'তবু কিছু গল্প ছড়া', 'নওল', 'কিশোর কিশোরীরা', 'উঠলো বেজে বাঁশী', 'সবুজ পাতারা', 'ফুলকি' 'মুকুলের বুকে বুকে', 'নীল আকাশে চাঁদের নাও', মাটির চাদেরা', 'একতা', 'আশায় বৃক্ষ বাঁধি', 'মিলিত সেবা ও সাম্য প্রীতিতে', 'কপোতেরা দিবে হানা', 'ছড়ার মসলা'ও 'ছড়ার ছড়া' ।

কেয়ার কাঁটা

'কেয়ার কাঁটা সুফিয়া কামালের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি কবি বেনজির আহমদ ১৯৩৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছিলেন। 'কেয়ার কাঁটা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে । এ সংস্করণের প্রকাশক কবিপুত্র শাহেদ কামাল ।

'কেয়ার কার্টা'র তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ:

চিরায়ত গ্রন্থমালা সিরিজ-৪, ॥ অনিবার্ণ/৭ ॥ প্রকাশক: তাসনিম আহমদ॥ ৩৮ বাংলা বাজার (দোতলা), ঢাকা ১১০০। দ্বিতীয় প্রকাশ /১৩৭৪॥ প্রথম অনিবার্ণ সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৯৯/ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ প্রচ্ছদ : সরদার জয়নুল আবেদীন ॥ মূল্য : নব্বই টাকা মাত্র ॥ ISBN 984-004-XII কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে নিউ সোসাইটি প্রেস ৪৬ জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা -১১০০ ॥ একমাত্র পরিবেশক পাবলিশিং হাউজ ॥ সমকালীন আবেদনের সঙ্গে সর্বকালীন প্রাসঙ্গিকতা ও সমুতি কাব্যরসের সময়ে মহৎ সাহিত্যের লক্ষ্যে যে প্রসাদগুণ, 'কেয়ার কাঁটা'র গল্পগুলোয় তা উপলব্ধি-এই বিশ্বাসে, শ্রাবণ ১৩৪৫ -এ প্রথম প্রকাশের প্রায় তিরিশ বছর পর, গ্রন্থটি পুনমুদ্রিত হয়েছিল বৈশাখ, ১৩৭৪-এ ।

তার পঁচিশ বছর পর গ্রন্থটির তৃতীয় মুদ্রণ, বর্তমান প্রকাশকের নিছক সাহিত্য সেবার একটি প্রয়াস মনে হতে পারে, তবে উদ্দেশ্যটি তত সীমিত নয়। নারীর অস্থিতিমূলকহ প্রশ্নগুলো আমাদের শতাব্দীর শেষে আরও জটিল হয়েছে বলে নারী মুক্তি সংগ্রাম নেত্রীর বক্তব্য বর্তমানে আরও গভীরতা পেয়েছে। নতুন পাঠক নতুন চিন্তার বিষয়ও পাবেন এই গল্পগুলোয় । এ ছাড়া ইতিহাসমনস্ক পাঠক হয়ত পরিচয় পাবেন পঞ্চাশ বছর আগের বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের, যে সমাজ, স্বপ্রতিষ্ঠিত অথচ বহু সমস্যা বিঘ্নিত হয়েও জীবন প্রশ্নে সংকীর্ণতায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন নয় । 'কেয়ার কাঁটা পনেরটি গল্পের খণ্ডকাব্য । পাঠক, বিশেষ করে আজকের প্রজন্মে এ বই পাঠ করে আনন্দিত হবেন বলে আশা করা যায় ।

'কেয়ার কাঁটা'য় ১৫টি গল্প/ রচনা সংকলিত হয়েছে । শিরোনাম নিম্নরূপ :

'কেয়ার কাঁটা', 'যে নদী মরু পথে হারালো ধারা', বিজয়িনী', 'সান্ত্বনা', 'বিড়ম্বিত', 'অপমান না অভিমান', 'শামা- পরওয়ানা', 'কমলের ব্যথা', 'সে এক তপস্যা', 'মধ্যবিত্ত', 'দু'ধারা', 'সত্যিকার', 'যদি ব্যথী না আসিবে', 'সসাগরা', 'নূরজাহান' ।

সোভিয়েটের দিনগুলি

'সোভিয়েটের দিনগুলি' ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় । পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০ । গ্রন্থটির

আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ :

সোভিয়েটের দিনগুলি। সুফিয়া কামাল । পরিবেশক : নিউমার্কেট, ঢাকা-২ ।

বুকভিলা, ১৭১ গর্বণমেন্ট

প্রকাশক: শাহাদত হোসেন । মিরপুর বাজার, ঢাকা । প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৬৮ ॥ ছেপেছেন :শফিউদ্দিন খান, প্যারাগণ প্রিন্টার্স, ২৬, কুমারটুলি লেন, ঢাকা ॥ মূল্য :তিন টাকা ॥

'সোভিয়েটের দিনগুলি'র উৎসর্গপত্র নিম্নরূপ:

সব দেশের সংগ্রামী মেয়েদের স্মরণে

গ্রন্থটিতে মোট ৪টি রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে ।

একালে আমাদের কাল

'একালে আমাদের কাল' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৮৮। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮+৫৬। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নরূপ:

সুফিয়া কামাল । একালে আমাদের কাল । জ্ঞান প্রকাশনী ।

প্রথম প্রকাশ : ২০ জুন, ১৯৮৮ স্বত্ব : লেখক ॥ প্রকাশক : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৫ লারমিনি স্ট্রীট, ওয়ারি, ঢাকা ১২০৩ মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ॥ প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী ॥ মূল্য: শোভন ২২ টাকা । সুলভ ১৮ টাকা

এককালে আমাদের কাল' গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্র নিম্নরূপ:

উৎসর্গ

পৃথিবীর নিপীড়িত শোষিত

নারী সমাজকে

গ্রন্থটির 'প্রকাশকের কথা' হিসেবে এই রচনাটি মুদ্রিত হয়েছিল

প্রকাশের কথা

বাংলাদেশের সমাজ পগতি আন্দোলনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব কবি সুফিয়া কামালের ‘একালে আমাদের কাল’ বইটি সাদরে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত । মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা গণ-সাহিত্য প্রায় দশ বছর আগে (১৩৮৫ সালে) সুফিয়া কামাল রচিত ‘স্মৃতি: আমার কথা’ (অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হয়েছিল। সে লেখার সাথে তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত আরো কিছু অপ্রকাশিত লেখা যোগ করে প্রকাশিত হলো ‘একালে আমাদের কাল ।’ তাঁর আত্ম-জীবনীর জন্য পাঠকের তৃষ্ণা এই বই দিয়ে মিটবে না । কেননা এটি আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা কোনটি নয়। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীর সূচনা হিসাবে ‘একালে আমাদের কাল পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে বলে আশা করি ।

কবি সুফিয়া কামালের ৭৭তম জন্মবর্ষপূর্তি (১০ আষাঢ়, ২০ জুন) উপলক্ষে এই বইটি প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশনা জগতে জ্ঞান প্রকাশনীর যাত্রা শুরু করতে পেরে আমরা ধন্য ।

গ্রন্থের পিছন-মলাটে লেখক পরিচিত হিসেবে নিচের রচনাটি মুদ্রিত হয়েছিল:

জন্ম ১৯১১ সালের ২০ জুন, বাংলা ১০ আষাঢ় ১৩১৭, মাতামহ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ি বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদে । পবিরারে চলতি নাম ছিল হাসনাবানু । নানা নাম রেখেছিলেন সুফিয়া খাতুন। দেশে বিদেশে পরিচিত লাভ করেছেন সুফিয়া কামাল নামে । মাত্র সাত মাস বয়সে বাবা সৈয়দ আবদুল বারী সাধকদের অনুসরণ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান । শিশু মনের এই ব্যথা আজও তাঁকে দুঃস্থ মানবতার সংস্পর্শে যেতে প্রেরণা দেয় । বাল্যশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর নিজ চেষ্টায়, মায়ের উৎসাহে, স্বামীর সহযোগিতায় পড়েছেন, লিখেছেন, কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন।

নারী আন্দোলন ও সমাজসেবায় হাতেখড়ি ১৪ বছর বয়সে বরিশালে । রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাক্ষাৎ অনুসারী সুফিয়া কামালের কণ্ঠ মানব নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার । শোষণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে তাঁর পদযাত্রা আজও রাজপথ প্রকম্পিত করে, অনুপ্রাণিত করে জনগণকে । শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা তারুণ্যের অমিত সাহস ও প্রতিজ্ঞায় ভাস্বর ।

দেশবিদেশের অনেক পদক, পুরস্কার, ফেলোশীপ, সংবর্ধনা তাঁকে সম্মানিত করেছে। দেশবাসীর ডাকে তিনি এখনো সক্রিয় ভূমিকা পালনে তৎপর ।

প্রথম গল্প: সৈনিক বধূ প্রকাশ ১৪ বছর বয়সে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ : সাঁঝের মায়া। প্রথম গল্পগ্রন্থ : কেয়ার কাঁটা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৬ সালে । তাঁর সর্বমোট বইয়ের সংখ্যা ১৪টি ।

একাত্তরের ডায়েরী :

সুফিয়া কামালের 'একাত্তরের ডায়েরী' ১৯৮৯ সালে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন মালেকা বেগম । গ্রন্তটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ১৯৯৫ সালে । ঢাকার 'জাগৃতি প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত সংস্করণের আখ্যাপত্র ও মুদ্রকের পৃষ্ঠায় অনুলিপি নিম্নরূপ:

একাত্তরের ডায়েরী । সুফিয়া কামাল । জাগৃতি প্রকাশনী ।

প্রথম জাগৃতি প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫। প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী ॥ কম্পিউটার কম্পোজ: অনিও কম্পিউটারস এ্যান্ড প্রিন্টার্স, ৮, ডিআইটি এক্সটেশন রোড (পূর্ব), মতিকূল বা/এ, ঢাকা ১০০০ মুদ্রণে : বেস্ট কালার, ১০, কাকরাইল রোড, ঢাকা ১০০০ মূল্য : ৬০.০০ টাকা

গ্রন্থটির উৎসর্গপত্র নিম্নরূপ :

উৎসর্গ

একাত্তরের শহীদের উদ্দেশ্যে

'একাত্তরের ডায়েরী'-র 'ভূমিকা নয়, রক্তে লেখা শোক' শিরোনামে লেখকের ভূমিকাটি নিম্নরূপ:

একাত্তরের ডায়েরীর সব ক'টা পাতা ভরে তুলতে পারিনি, অনেক কথাই রয়ে গেছে অব্যক্ত । ডায়েরীটা পেয়েছিলাম ১৯৭০-ডিসেম্বর । ভেবেছিলাম ৭১-এই শুরু করবো ।

এর মধ্যে ঘটে গেল ৭০-এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস। যেতে হলো দক্ষিণ বঙ্গে রিলিফের কাজে। ডায়েরীটা হাতে নিয়ে গেলাম। নিঃস্ব মানুষের শোকে দুঃখে শরিক হয়ে ঢাকায় ফিরে কিছুদিন পরই মানুষের সংগ্রামের মিছিলে অংশ

নিলাম। ২৫ মার্চ শুরু হলো পাক সামরিক বাহিনীর মরণযজ্ঞ । অনেক কিছুই দেখলাম শুনলাম বাসায় বসে বসে । সব কথা লেখা সম্ভব হয়ে উঠেনি । কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখা হয়নি যা বলা প্রয়োজন । তাই এ মুখবন্ধ ।

মুক্তিযুদ্ধে এদেশের কোটি কোটি কিশোর যুবা, তরুণ-তরুণী যোগ দিয়েছিল। শহীদ হয়েছে ত্রিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা এবং সভ্রম হারিয়েছে তিন লক্ষ নারী। তাদের উদ্দেশেই আমার ডায়েরীটি উৎসর্গ করলাম । ওদের অনেকেই আমার চেনা জানা ছিল। ওদের জন্য আমি বড়ই উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা ওরা ফেরেনি ।

মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস আমি বারান্দায় বসে বসে দেখেছি পাকিস্তানী মিলিটারীর পদচারণা । আমার পাশের বাসায় ছিল পাকিস্তানী মিলিটারীর ঘাঁটি। ওখানে দূরবীন চোখে পাক-বাহিনীর লোক বসে থাকতো । রাস্তার মোড়ে, উল্টো দিকের বাসায় সবখানে ওদের পাহারা ছিল । নিয়াজী শেষ সময়ে আত্মরক্ষা করতে ঐ বাসায় লুকিয়েছিল ।

কাঁথা সেলাই করেছি নয় মাসে নয়টি। প্রত্যেকটি ফোঁড় আমার রক্তাক্ত বুকের রক্তে গড়া । বড় কষ্ট ছিল । কষ্ট এখনো আছে । স্বাধীন বাংলা গড়ার জন্য যারা ছিল অমূল্য সম্পদ সেই মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, শহীদুল্লা কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, ডা. আলিম চৌধুরী, ডা. মোর্তুজা এরকম আরো সেনার ছেলেরা মেয়েরা রাজাকার আলবদরের হাতে শহীদ হয়েছে । এদের কথা আমি কি করে ভুলি!

মুনীরের কথা ভুলতে পারি না। প্রত্যেক সভা শেষে মুনীর আমার কাছে এসে দাঁড়ায় ‘চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি’ কণ্ঠ আর শুনি না । ডিসেম্বরের ১০/১২ তারিখ মোফাজ্জল হাদরার চৌধুরী ফোন করেছিলেন, আমি বাড়ি থেকে সরে কোথাও যাব কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ‘শুনেছি অনেককে মেরে ফেলার লিষ্ট হয়েছে, তারমধ্যে আপনার আমারও নাম আছে, কি করবেন? কোথাও সরে যাবেন?- বলতে বলতেই ফোনের লাইন কেটে দেয়া হলো । আর কথা হয়নি । জালেমের দল তাকে মেরে ফেলেছে। আমি কোথাও যাইনি । কিন্তু প্রায়ই উর্দুকে হুমকি পেয়েছি ওরা আসবে বাসায়। আমিও বলেছি মোকাবেলা করবো আস ।

আমার বসার পেছনে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্যালয় ছিল। একাত্তরের

দুঃসময়ে ওরা অনেক সহযোগিতা করেছে ।

আমার বাসায় ৭ নভেম্বরে সোভিয়েত কনসাল মিঃ নভিকভ এসেছিলেন । শহীদুল্লা কায়সার এসেছিল । চায়ের টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল । শহীদুল্লাকে ওরা বললো ঢাকায় থাকা নিরাপদ নয়, সীমান্ত পেরিয়ে যাও। শহীদুল্লা হেসে উড়িয়ে দিল বললো খালাম্মা কোথাও যাচ্ছেন? আমি বললাম, না আমাকে কিছু করবে না তুমি যাও। বললো তা হয় না। খালাম্মা থেকে গেলেন, আমিও যাব না। ৭ ডিসেম্বরের পরেও খবর দেয়া হয়েছিল সোভিয়েত বন্ধুদের কাছে গিয়ে থাকতে, গেল না । ১৪ ডিসেম্বর রাজাকার আলবদরের দল ওকে মেরে ফেলল।

ভুলবো কি করে গিয়াসউদ্দিনের কথা?

মাথায় গামছা বেঁধে লুঙ্গি পরে গিয়াস প্রায়ই রাতে চুপিসারে পিছন পথ দিয়ে দেয়াল টপকে আসতো রিক্সাওয়ালা সেজে । চাল নিয়ে যেত বস্তায় করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। প্রতিবেশী অনেকেই ঢাকা ছেড়ে যাবার আগে আমার কাছে রেশন কার্ড রেখে গিয়েছিলেন। সেই কার্ডে আমি চাল চিনি উঠিয়ে রাখতাম। সেগুলো গিয়াস নিয়ে যেত। গিয়াসের উপর পাকসেনা রাজাকারদের চোখ ছিল অতন্দ্র । ১৪ ডিসেম্বর ওকেও রাজাকাররা হত্যা করেছে ।

একাত্তরের মাঝামাঝি সময়ে যখন মেয়েদের ওপর পাকসেনাদের নজর পড়লো, ঘটনা ঘটতে থাকলো মেয়েদের বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, তখন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বেবী মওদুদ, আইনজীবী মেহেরুন্নেসা খাতুন, নাহাস আরো অনেকে মিলে এর প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করেছিল, এরা সবাই মিলে মেয়েদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতো। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাপড়, খাবার এসবের যোগান দিত । ওদের সভায় আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল। ওদের আমাদের কারো তেমন কিছু করার ক্ষমতাই ছিল না । মেয়েদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার ।

আমার ডায়েরীতে সংক্ষেপে তখনকার অবস্থা কিছু কিছু লিখে রেখেছিলাম স্নেহাস্পদ কন্যাসম মালেকা বেগম একাত্তরের ডায়েরী প্রকাশে আগ্রহী হওয়ায় ওর হাতে ডায়েরী তুলে দিয়েছি । কালের স্বাক্ষর হিসেবে আমার ডায়েরীটি সামান্যতম অবদান রাখতে পারলে ধন্য হব ।

সুফিয়া কামাল

১৮.২. ৮৯

লেখকের ‘দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা’ নিম্নরূপ :

একাত্তরের ডায়েরী প্রথম সংস্করণ খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেলে আবারও তা প্রকাশের জন্য প্রচুর তাগাদা আসে । শেষ পর্যন্ত জাগৃতি প্রকাশনীই স্বেচ্ছায় প্রকাশের দায়িত্ব নিল দ্বিতীয় সংস্করণের । আমার একমাত্র প্রত্যাশা আজকের প্রজন্ম জানুক সেদিনগুলো কেমন সংগ্রামমুখর ছিল । সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ।

সুফিয়া কামাল

31.1.95

গ্রন্থটিতে মুদ্রিত ‘আমার পরিচয়’ নামের রচনাটি নিম্নরূপ :

‘আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হল লাঠির ঘায়

ওই যে মায়ের ভয়ে ভয় করে না, মায়ের নামে গান গেয়ে যায় ।

রক্ত বইছে শতধার

নাইকো শক্তি চলিবার

এরা মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না

সহে অত্যাচার ।

এত পড়ছে লাঠি ঝরছে রুধির

তবু হাত তোরে না কারু গায় ।’ (১৯১০)

সেই বরিশাল, অশ্বিনী কুমারের বরিশাল শায়েস্তাবাদের নওয়াবদের বরিশাল- সেই বংশের সেই বরিশালের মেয়ে আমি । জন্ম থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের আবহাওয়ায় মানুষ ।

১৯১১- তে জন্ম । আজ ১৯৭১- বেঁচে আছি, ঘরে বাইরে, অন্তরে বাহিরে, দেহে মনে, সংসারে সমাজে, নানা সংগ্রামে বিক্ষত হয়েও । বাংলাদেশ স্বাধীন হোক । বাঁচুক মায়ের বাছারা ।